উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৬ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 3 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 137

ইরানকে ফল ভুগতে হবে : নেতানিয়াহু

সাতের পাতায়

অশ্বীনকে সরিয়ে সিংহাসনে বুমরাহ

এগারোর পাতায়

মহালয়ার ভোরে মহানন্দা নদীতে তর্পণ। বুধবার শিলিগুড়িতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

শিয়ালদার নাম বদলের প্রস্তাব

এবার শিয়ালদা স্টেশনের নাম বদলের প্রস্তাবকে ঘিরে চাপানউতোর শুরু হল। বুধবার শিয়ালদা স্টেশনে এসেছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। রেলমন্ত্রীর সামনেই বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য প্রস্তাব দেন, স্টেশনের নাম বদল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্টেশন করা হোক।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

বসল নির্যাতিতার মূর্তি

তিলোত্তমার খুনের বিচার চেয়ে বুধবার ফের উত্তাল হল কলকাতা। জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে মহামিছিলে শামিল হলেন সমাজের সব স্তরের মানুষ। এর আগে এদিন সকালে আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার মূর্তি বসানো হয়।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

উৎসবের আমেজ

দেবীপক্ষ

আরজি কর আবহে এবারে পুজোর ঢাকে কার্যত কাঠি পড়ে গেল বুধবার। মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে উদ্বোধন হল শহর ও শহরতলির একাধিক পুজোর। মণ্ডপে মা নাই বা আসুন, পুজোর গন্ধ কিছু কম নয় বাতাসে। পুজোর বাজারে ভিড় আর চাঁদার জুলুম যেন সেটাই বলছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাসে ভুয়ো নামের ছড়াছড়ি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মালবাজার, ২ অক্টোবর : কারও বাড়ি ময়নাগুড়ির ভোটপট্টিতে, কারও বড়দিঘিতে, কেউ ক্রান্তির বাসিন্দা, কেউ গরুবাথানের। তালিকায় শিলিগুড়ি, কোচবিহার, নাগরাকাটা, সুলকাপাড়ার লোকেদেরও নামও আছে। ওঁদের কেউই মাল পুরসভায় বসবাস করেন না। অথচ প্রত্যেকের নামেই ঢুকেছে পুরসভার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা। মাল পুরসভার আবাস দুর্নীতির বহর দেখে ভিরমি খাওয়ার দশা হয়েছে পুর দপ্তরের তদন্তকারীদেরও।

ভুয়ো উপভোক্তা খুঁজতে দালাল নিয়োগ করা হয়েছিল। পরিচিত লোকেদের কাছ থেকে আধার কার্ড

> আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে মাল পুরসভা। পুর আইন, রাজ্য বা কেন্দ্রের বিধি নয়, মালে তৃণমূল চেয়ারম্যান স্বপন সাহার কথাই আইন। সমস্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরে কার্যত একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন স্বপন। সব জেনেবুঝেও পর্দার আড়াল থেকে এই দুর্নীতিতে ইন্ধন জোগাচ্ছেন তৃণমূল নেতাদেরই একাংশ। আজ দ্বিতীয় কিস্তি

জোগাড় করে এবং বিভিন্ন নথিতে স্বাক্ষর করিয়ে পাঁচ-সাতজন দালাল ভুয়ো উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করত। তারপর নিজেদের ফোন নম্বর দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট বানিয়ে আবাস যোজনার টাকা হাতিয়ে নিত। পুর চেয়ারম্যান স্বপন সাহা ছাড়াও বেআইনি কাজকর্মে অভিযোগ উঠেছে পুরসভা এবং দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে।

দালালদের খপ্পরে পড়েছেন বড়দিঘির বাসিন্দা সুয়েল হামজা। পুরসভার বাসিন্দা না হলেও তাঁকে উপভোক্তা দেখিয়ে আবাস যোজনার ৩ লক্ষ ৪৩ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগও জানিয়েছেন সুয়েল। তাঁর কথা, 'আমার অজান্তেই আমার নামে মাল শহরের একটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে আবাস যোজনার টাকা ঢোকানো হয়েছে। সেই টাকা তুলেও নিয়েছে। পুরসভার লোকজনই এইসব করেছে। আমি অভিযোগ জানানোর পর পুরসভা থেকে নানাভাবে রফা করার চেষ্টা করছে।'

বারাসতের বাসিন্দা এক ব্যক্তির নামেও আবাস যোজনার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগ। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে মাল পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে প্রায় চারশো পাতার নথি জমা হয়েছে। সেখানে বহিরাগতদের নাম, ঠিকানা, উপভোক্তা নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের

এরপর আটের পাতায়

নিয়ম ভেঙে ছুটির দিনেও নিয়োগ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্তর কীর্তিতে শোরগোল শিক্ষামহলে। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার পদে বুধবারই ছিল দেবাশিসের শেষ দিন। ইতিমধ্যেই তাঁকে সরিয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব নূপুর দাসকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দিয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। কিন্তু সমস্ত আইন এবং বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অত্যন্ত গোপনে বুধবার জাতীয় ছুটির দিন দপ্তর খুলে কর্মী নিয়োগ করলেন দেবাশিস। সেই খবর ছড়াতেই শোরগোল পড়েছে। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তবে ঠিক কতজন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, হস্টেল সহ বিভিন্ন বিভাগে ১৬ জন কর্মী নিয়োগ করেছেন দেবাশিস।

রেজিস্ট্রারের কীর্তি

- বুধবার রেজিস্ট্রার পদে শেষ দিন ছিল দেবাশিস দত্তের
- এদিন জাতীয় ছুটি থাকা সত্ত্বেও দপ্তরে গিয়ে কর্মী নিয়োগ করেছেন তিনি
- হস্টেল সহ বিভিন্ন বিভাগে ১৬ জন কর্মী নিয়োগ করেছেন বলে খবর
- আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে তিনি কর্মী নিয়োগ করেছেন বলে অভিযোগ উঠছে
- রেজিস্ট্রারের কীর্তির খবর রাজ্যপালের কানে তুলবে বিজেপি

নিয়োগের জন্য কোনও বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়নি। আবেদন, প্রার্থী বাছাই, ইন্টারভিউ হয়নি কোনওকিছুই। তৈরি হয়নি কোনও নিয়োগ কমিটিও। রাজ্যের অ্যাডভাইজারি মেনে নেওয়া হয়নি শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদনও। সরকারি দপ্তরে পছন্দের লোকেদের নিযুক্ত করে দিয়েছেন দেবাশিস। নিয়োগের কথা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থেই নিয়োগ করা হয়েছে। সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা রণজিৎ রায় অন্য কর্মী সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই লোক নেওয়া হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে কারও কোনও আপত্তি নেই। নিয়োগে আমার ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ নেই।' যদিও কতজনকে তিনি নিয়োগ করেছেন তা স্পষ্ট করেননি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। বুধবার নিয়োগ হয়েছে বলেও মানতে চাননি তিনি। তাঁর ব্যাখ্যা, 'বুধবার বিশেষ কিছু কাজে ঘণ্টাখানেকের জন্য দপ্তরে গিয়েছিলাম। তবে নিয়োগের ব্যাপারগুলো সোম এবং মঙ্গলবারই হয়েছে। ঠিক কতজন নেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।'

বড়সড়ো আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতেই আইন ভেঙে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে বলেই অভিযোগ করেছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তাঁর অভিযোগ, 'ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার যা করেছেন তা শিক্ষার লজ্জা। ছুটির দিন তৃণমূল নেতাদের নিজের দপ্তরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আলোচনা করে তৃণমূলের ক্যাডারদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই ধরনের দুর্নীতির বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে হয়নি। খবর পেয়ে আমি দেবাশিসবাবুকে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। দ্রুত তদন্ত করে ওঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করুক শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যপালকে পুরো বিষয়টি জানাব।'

মঙ্গলবার দেবাশিসের দপ্তরে গিয়ে দীর্ঘসময় ধরে বৈঠক করেন মাটিগাড়ার এক তৃণমূল যুব নেতা। সূত্রের খবর, তার আগে শিবমন্দিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল কর্মী সংগঠনের এক নেতার সঙ্গে নিয়োগ নিয়ে গোপন বৈঠক হয়। কিছুদিন আগে নিজের দপ্তরে শিলিগুড়ির এক তৃণমূল যুব নেতা এবং সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতাদের নিয়েও বৈঠক করেছিলেন দেবাশিস। সম্প্রতি শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে তৃণমূলের বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন তিনি।

এরপর আটের পাতায়

চাঁদার জুলুম শুরু

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : পুজো এগিয়ে আসতেই সেই চেনা ছবি। শহরের একাধিক জায়গায় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে তো বটেই, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গিয়েও চাঁদার জন্য জুলুম করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। দাবিমতো চাঁদা না নিলে দোকান বন্ধের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে প্রণামি মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। শহরের এসএফ রোড, সুভাষপল্লি, বাগরাকোট, নরেশ মোড় সহ একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ক্লাব চাঁদার জন্য জবরদস্তি করছে বলে অভিযোগ তুলছেন ব্যবসায়ী ও গাড়িচালকরা।

বাগরাকোটের টাউন স্টেশন সবজি বাজার থেকে কোর্ট মোড়ের দিকে যাওয়ার পথে দিনদুপুরে রাস্তা আটকাচ্ছে কতিপয় তরুণ। ভয়ে ওই পথে টোটো নিয়ে যাওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন না অনেকেই। দিনদুয়েক হল অত্যাচার চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। আশিঘর-কোর্ট মোড় রুটে চলাচলকারী টোটোচালক আশিস দে'র বক্তব্য, 'সারাদিনে এখন টেনেটুনে রোজগার হয় ২০০-২৫০ টাকা। তার মধ্যে যদি মোড়ে মোড়ে এভাবে চাঁদা দিতে হয়, তাহলে আর নিজের পকেটে থাকবে কী!'

নরেশ মোড় থেকে যে রাস্তাটি সাহুডাঙ্গির দিকে গিয়েছে, সেখানে প্রচুর ওয়্যারহাউস, ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে পণ্যবাহী গাড়ির যাতায়াত লেগেই রয়েছে ওই পথে। অভিযোগ, সন্ধ্যা হলেই একদল তরুণ পণ্যবাহী গাড়ি আটকে চাঁদা তুলছে। ছবি তোলার চেষ্টা করলেই তেড়ে আসছে তারা।

সঙ্গে শাসানিও

- পুজো যত এগিয়ে আসছে, ততই একাধিক জায়গায় চাঁদার জুলুমের অভিযোগ উঠছে
- বাগরাকোট, নরেশ মোড় সহ বেশকিছু জায়গায় রাস্তা আটকে চাঁদা তোলা হচ্ছে
- সেবক রোড, এসএফ রোডের ব্যবসায়ীদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে
- প্রণামি মন্দির রোডে দোকান বন্ধের শাসানিও দেওয়া হচ্ছে

শুধু রাস্তাঘাটে নয়, কিছু ক্লাবের সদস্যরা চাঁদা তুলতে গিয়ে রীতিমতো হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। গত রবিবার প্রণামি মন্দির রোডে গাড়ির সরঞ্জাম বিক্রির একটি দোকানে চাঁদা তুলতে যান আশ্রমপাড়ার একটি ক্লাবের সদস্যরা। ওই ব্যবসায়ী দাবিমতো চাঁদা দিতে পারবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ক্লাবের সদস্যরা। ব্যবসায়ী তাঁদের বলেন, 'অনলাইনের চক্করে আমাদের ব্যবসা আর আগের মতো নেই। তাই হাজার হাজার টাকা চাঁদা দেওয়া আর সম্ভব নয়।' তাতে ক্লাবের সদস্যরা নাকি পালটা বলেন, 'ব্যবসা যখন নেই, তাহলে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিন।'

ওই ব্যবসায়ী বলছেন, 'দোকান আমার। আমি দোকান খোলা রাখব না বন্ধ করব সেটাও কি ক্লাব ঠিক করে দেবে? আমাদের যতটুকু সামর্থ্য ততটুকুই চাঁদা দেব।'

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির হুঁশিয়ারি, 'অ্যাসোসিয়েশন থেকে তো চাঁদা দেওয়াই হয়। কিছু কিছু জায়গায় অংসগঠিত কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাঁদের ওপর জুলুম হলে আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।'

একই ধরনের অভিযোগ উঠছে স্টেশন ফিডার রোডেও। সেখানকার একটি ক্লাব ওই এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের থেকে ১৫০০, ২০০০ টাকা করে চাঁদা দাবি করেছে বলে অভিযোগ। ক্ষুদ্র ফুল ব্যবসায়ীদের থেকেও ১৫০০ টাকা করে চাওয়া হচ্ছে। দিন আনা দিন খাওয়া ব্যবসায়ীরা বলছেন, 'আমাদের সারাদিনে কত টাকা রোজগার বলুন তো! এত টাকা পুজোর চাঁদা দেওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? কে বোঝাবে সেই কথাটা?'

স্টেশন ফিডার রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির অ্যাড হক কমিটির যুগ্ম কনভেনার রতন দাসের কানেও এমন অভিযোগ পৌঁছেছে। তাঁর কথায়, 'আমি শুনেছি, আমাদের সংগঠনের ব্যবসায়ীদের থেকে অনেক টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

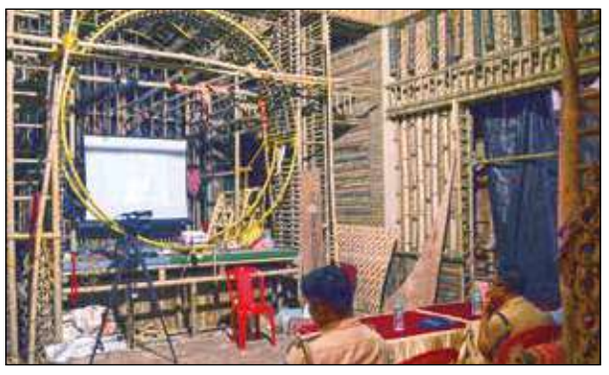

নবাঙ্কুর সংঘের পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

প্রতিমা ছাড়াই উদ্বোধন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : 'কাকু, একটা বন্দুক দাও তো', কথাটা বলেই দোকানদারের দিকে ৫০ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল বছর দশের একটি ছেলে। মুহূর্তের মধ্যে হাতে বন্দুকখানা পেয়ে তার চোখেমুখে যেন খুশির ঝলক। সটান সেই বন্দুক নিয়ে সে ভিড়ে গেল বন্ধুদের দলে। একটু পরই 'ফটাস, ফটাস' শব্দে পাড়া মাথায় তুলল কচিকাঁচার দল।

কাছের দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবে তখন ঠুকঠাক চলছে পুজোমণ্ডপে। বাতাসে ভেসে আসা ক্যাপ ফাটানোর শব্দ আর হাতুড়ির ঠুকঠাক যেন মিলেমিশে একাকার। আর ওই শব্দই বলে দিচ্ছিল, 'পুজো এসে গেছে।'

বছরভরের অপেক্ষা। পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে মাতৃপক্ষের সূচনা হয়েছে বুধবারই। অন্যবার দেরিতে হলেও এবার কিন্তু উমার আগমন হয়ে গেল অনেক আগেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে অর্ধসমাপ্ত মণ্ডপেই উদ্বোধন হল শহর ও শহরতলির একাধিক পুজোর। অনেক জায়গায় আবার প্রতিমাও এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু তাতে কী! 'উৎসব তো শুরু', বলছিলেন সুভাষপল্লির হীরক দে সরকার।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আসছে। দেশবন্ধুপাড়ার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপের বাইরে অন্ধকার। দূর থেকে আসা আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে অর্ধসমাপ্ত প্যান্ডেল। ভেতর থেকে ভেসে আসছিল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। মণ্ডপের ভেতরে ঢুকতেই নজরে পড়ল, নির্দিষ্ট জায়গায় স্থান পেয়েছে দুর্গা প্রতিমা। একপাশে বসে রয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। সঙ্গে রয়েছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (ইস্ট) ত্রিদীপ সরকার। সকলেরই নজর সামনে থাকা স্ক্রিনে।

এরপর আটের পাতায়

মহালয়ার ভোর দখল করে প্রতিবাদ মহিলাদের। বুধবার শিলিগুড়িতে। ছবি : অরিন্দম চন্দ

তাহাদের কথা

অন্যরকম উৎসব এল এই বাংলায়

রণজিৎ ঘোষ

দুর্গাপুজো। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু এবারের পুজো আর পাঁচটা বছরের তুলনায় অনেকটা আলাদা। আরজি কর আবহে গোটা রাজ্য তরুণী চিকিৎসকের হত্যার বিচার চেয়ে এখনও রাস্তায়। একদিকে পুজোর আয়োজন, মায়ের চক্ষুদান থেকে মণ্ডপসজ্জার পুরোদমে প্রস্তুতি, অন্যদিকে ঘরের দুর্গার সুরক্ষার দাবিতে মশাল অথবা প্রতিবাদী পোস্টার হাতে দিন-রাত এক করে রাজপথে পা মেলাচ্ছে মানুষ। এমন প্রতিবাদ অতীতে কখনও বাংলা চাক্ষুষ করেছে কি না, আমার জানা নেই।

চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে চাপা ক্ষোভ, অভিমান, দুশ্চিন্তা বুকে করে দিন কাটছে বাংলার। যার জেরে দুর্গার আগমন উপলক্ষ্যে বরাবরের আনন্দের অনুভূতি কিছুটা যেন ফ্যাকাশে। তবুও তো দুর্গাপুজো। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। যে পুজোকে ঘিরে সারাবছরের প্রস্তুতি। নতুন জামা, নতুন শাড়ি কেনার জন্য আমাদের মুখিয়ে থাকা। ঠিক তেমনই পুজোয় কিছু বাড়তি লাভের আশায় সারাবছর অপেক্ষায় থাকেন ব্যবসায়ীরা। এই পুজোয় তাঁদের মুখেও হাসি নেই।

আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের রহস্যভেদ

এরপর আটের পাতায়

বকেয়া জমতে জমতে পাহাড় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২ অক্টোবর : পাওনাদারদের লাইন ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কাছে কারও পাওনা তিন লক্ষ, কারও ৭ লক্ষ, আবার কারও ৮ লক্ষ টাকা। এঁদের মধ্যে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের মন্দিরগুলির পুজোর জন্য কেউ বা পায়রা-পাঁঠা সরবরাহ করেন, কেউ দই-মিষ্টি, আবার কেউ বা পুজোর চাল-ডাল, কেউ আবার বস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করেন। পাওনাদারদের কমবেশি সকলেরই বক্তব্য, টাকার অভাবে তাঁরা খুবই সমস্যায় রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড তাদের বকেয়া মেটাচ্ছে না। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে সকলে একসঙ্গে মাল সরবরাহ করা বন্ধ করে দিলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের মন্দিরগুলির পুজো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরে চাওয়ার পরেও পয়সা না পেয়ে ঠিকাদার সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে পায়রার অভাবে বলি না হওয়ায় মঙ্গলবার বিকেল প্রায় তিনটে পর্যন্ত মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির মা আনন্দময়ী কালী ও জয়তারা অভুক্ত অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তাতেও হুঁশ ফেরেনি কর্তৃপক্ষের। ফলে বুধবার শেষপর্যন্ত মাগুরমাছ বলি দিয়ে কোনওমতে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, ডাঙ্গরআই ও রাজমাতা মন্দিরের পুজো হয়।

মাগুর মাছ বলি দিয়ে কোনওমতে পুজো

কোচবিহারের রাজমাতা মন্দিরে পুজো হল মাগুর মাছ বলি দিয়ে।

সূত্রের খবর, সমস্যার সমাধানে পাওনাদাররা সবাই মিলে মুখ্যমন্ত্রীকে এই নিয়ে চিঠি পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাস্টের অধীনে থাকা জেলায় ২০টি সহ মোট ২২টি মন্দিরের পুজোর জন্য প্রায় নিয়মিত পায়রা ছাড়াও আতপ চাল, ডাল, দই, মিষ্টি, বস্ত্র, স্টেশনারি দ্রব্য সহ নানা কিছুর প্রয়োজন হয়। সেসব জোগান দেওয়ার জন্য টেন্ডার মারফত দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের আলাদা আলাদা বরাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন। মঙ্গলবার পাঁঠা-পায়রা সরবরাহ করার বরাতপ্রাপ্ত প্রভাত শীল জানিয়েছিলেন, তাঁর প্রায় সাত লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। যে কারণে তিনি মাল সরবরাহ করা বন্ধ করেছেন। শুধু তিনি নন, বুধবার ট্রাস্টের দই-মিষ্টি সরবরাহকারী রাজদীপ পাল বলেন, '২০২২ সালের অক্টোবর মাস থেকে আমি বিল পাচ্ছি না। আমার প্রায় ৮ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।' একইভাবে স্টেশনারি দ্রব্য সরবরাহকারী গৌতম চৌধুরীর প্রায় তিন লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে। মন্দিরগুলিতে পুজোর জন্য চাল-ডাল সরবরাহকারীদেরও প্রায় ১০-১২ লক্ষ টাকা বাকি রয়েছে। সব মিলিয়ে সরবরাহকারীদের ট্রাস্টের কাছে পাওনা প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন ঠিকাদারও দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা পান। ঠিকাদার সন্দীপ সাহা বলেন, 'দেবত্র ট্রাস্টের বেনারসের মন্দিরের সংস্কার কাজ দেড় বছর আগে শেষ করেছি। সেই বাবদ সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা পাই।'

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধারা বলেন, 'আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

হোমে ৩ মাস ভাত জোগানোর দায়িত্ব

বীরপাড়া, ২ অক্টোবর : আবাসিকদের মুখে দু'বেলা অন্ন জোটাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন ডিমডিমার হেভেন শেলটার হোমের কর্ণধার সাজু তালুকদার। সম্প্রতি খাদ্যসংকট দেখা দেয় শেলটার হোমে। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, জানান সাজু। এবার ওই শেলটার হোমে বছরের ৩ মাস খাদ্যসামগ্রী জোগানোর দায়িত্ব নিলেন ময়নাগুড়ির সমাজকর্মী মনোজকুমার সাহা। বুধবার সপরিবারে ওই শেলটার হোমে গিয়ে আবাসিকদের এক মাসের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সাজুর হাতে তুলে দেন মনোজ।

ময়নাগুড়ির আনন্দনগরের বাসিন্দা মনোজ দীর্ঘদিন ধরেই সমাজসেবামূলক কাজকর্মে জড়িত। বুধিরামবস্তি নামে ময়নাগুড়ির একটি আদিবাসী মহল্লা দত্তক নিয়েছেন তিনি। দরিদ্র শিশুদের জন্য দুটি নিঃশুল্ক স্কুল চালান। একসময় কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে একটি বিএড কলেজ এবং একটি স্কুল চালু করেন। মনোজ জানান, উপার্জনের একটা অংশ তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে চান। একাজে তাঁর অনুপ্রেরণা প্রয়াত বাবা মনোরঞ্জন সাহা। এদিন মনোজের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা মায়া সাহা, স্ত্রী মিলি খাসনবিশ।

এদিন চাল-ডাল-তেল-সয়াবিন সহ নানা খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেন তিনি। পুজো উপলক্ষ্যে আবাসিকদের প্রত্যেককে নতুন জামাকাপড়ও দেন। মনোজ বলেন, 'এখানে এসে সাজুদার কাজকর্ম দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি।' বর্তমানে সেখানে আবাসিকের সংখ্যা ৪৭। এঁদের একটা বড় অংশই মানসিক ভারসাম্যহীন। খাদ্য, বস্ত্র ছাড়াও এঁদের নিয়মিত ওষুধপত্রের জোগান দিতে হয়। সাজু বলছেন, 'সম্প্রতি ব্যাপক খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল। মনোজ বিরাট উপকার করলেন।'

খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ডিমডিমার হোমে মনোজকুমার সাহ। -সংবাদচিত্র

তোমার চরণ ছোঁয়ায় শারদ শিশিরে শিউলির অর্ঘ্য দেব... মহালয়ার ভোরে দুধিয়ায়। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

গজলডোবায় আপাতত ব্যারিয়ার বসিয়ে মেরামতি

ব্যারেজে বন্ধ ভারী যান

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : ব্যারেজ মেরামতির জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সফরে এসে গত ২৯ তারিখ তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শন করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ব্যারেজের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে সেদিন রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন তিনি। এরপরই সোমবার অর্থাৎ ৩০ তারিখ তিস্তা ব্যারেজের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নের আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক হয় জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন, শিলিগুড়ি পুলিশ সহ ব্যারেজের আধিকারিকদের। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মেরামতির জন্য ব্যারেজের ওপর দিয়ে আপাতত সমস্ত ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। তাছাড়া ব্যারেজে ওঠার ঠিক আগেই ওভারহেড ব্যারিয়ার লাগিয়ে দেওয়া হবে। সেইমতো সোমবারই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

নির্দেশিকা জারির পাশাপাশি সমস্ত ডাম্পার মালিক এবং তাঁদের সংগঠনকে ডেকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত বড় যান চলাচল বন্ধ করতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, ওই পথে ডাম্পার চলাচল বন্ধ হতেই ডাম্পারচালকরা মঙ্গলবার ভোরের আলো থানায় বিক্ষোভ দেখান। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানিয়েছেন, 'সেতু দুর্বল থাকায় বড় গাড়ি ওই পথে যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়েছে। বিকল্প পথ হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের আওতায় থাকা রাস্তা দিয়ে ওই গাড়িগুলিকে চলাচল করতে বলা হয়েছে।'

ব্যারেজ পরিদর্শনে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। -ফাইল চিত্র

গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শনে গিয়ে সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। কোথায় সমস্যা রয়েছে? ব্যারেজ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? সেই বিষয়ে খোঁজ নেন। এরপর মুখ্যসচিব কলকাতায় ফিরতেই ব্যারেজ মেরামতির নির্দেশিকা জারি করা হল। সোমবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে যে বিষয়গুলি আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, কত দিনে মেরামতির কাজ হবে? কবে থেকে এজেন্সি নিয়োগ হবে? পাশাপাশি ওই রাস্তায় সমস্ত ভারী যান চলাচলে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় এই বৈঠকে। শুধুমাত্র চার চাকা এবং দুই চাকার গাড়িকেই এই মুহূর্তে ব্যারেজের সেতু দিয়ে চলাচল করার অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়ের জেরে তিস্তায় পলির পরিমাণ ব্যাপক বেড়ে যায়। গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজে পলির স্তর বেড়ে গিয়ে কমে যায় জলধারণ ক্ষমতা। পলি ও জলের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাঁধ ও লকগেট। তারপর সেচ দপ্তর বাঁধ মেরামতের কাজ করেছিল। সে সময় লকগেট খুলে দেওয়ায় প্রায় একমাস তিস্তা সেচ ক্যানালে জল না থাকায় শিলিগুড়িবাসীকে নির্জলা থাকতে হয়েছিল। এবার আবার লকগেট এবং সেতু মেরামতির কাজ হলে আবারও শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সংকট হতে পারে বলে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

প্রচুর জমি জলের তলায়

বিপ্লব হালদার

তপন, ২ অক্টোবর : মাতৃপক্ষের সূচনা হলেও পুজোর গন্ধ নেই তপনের রামপাড়া চ্যাঁচড়া,গুড়াইল অঞ্চলে। প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ হেক্টর জমির ফসল বন্যার জলের তলায়। দুশ্চিন্তায় যেন রাতের ঘুম আসছে না স্থানীয় বাসিন্দা অজয়, সুকুমার, মহাদেবদের।

রবিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে প্রবল স্রোতে গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যাদববাটী ঝাড়তলায় পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভাঙে। কয়েক ঘণ্টার বন্যার জলে প্লাবিত হয় গঙ্গারামপুর ব্লকের যাদববাটী, তপন ব্লকের বাংলাপাড়া, সুতইল, কসবা বাটোর, সুরসুরিহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রশাসনের বক্তব্য অবশ্য খানিকটা অন্যরকম। তপন ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা অমিতকুমার বিশ্বাস বলেন, 'প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ হেক্টর জমি জলের তলায় রয়েছে। তার মধ্যে কিছু এলাকায় জল কমেছে। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখছি। জল নামলে বোঝা যাবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'

অনেকের বাড়িঘরে জল ওঠায় রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পুনর্ভবা নদীর জল কমতে থাকায় রাস্তা থেকে তাঁবু তুলে তাঁরা বাড়ি ফিরেছেন। স্বাভাবিকভাবে মাতৃপক্ষের সূচনা হলেও বন্যাকবলিত এলাকায় পুজোর গন্ধ নেই।

কৃষক অজয় প্রামাণিকের কথায়, 'ফসলের উপরে সংসার চলে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ তুলতে হয়। দুইদিন আগে নদীর বাঁধ ভেঙে ধানের জমি জলে চলে গিয়েছে। তাই পুজো আসলেও মনে কোনও শান্তি নেই।' সুকুমার মণ্ডল বলেন, 'ভেবেছিলাম মহালয়ার পরে ছেলেমেয়েদের পুজোর নতুন পোশাক কিনে দেব। কিন্তু পারিনি।'

তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মন বলেন, 'পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভাঙায় বেশ কয়েকটি এলাকায় বহু ফসলের জমি জলের তলায় রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির অনুমান করা যাচ্ছে না। আমরা এলাকার উপরে নজর রাখছি।'

রোগীদের চণ্ডীপাঠ শোনা

মেখলিগঞ্জ, ২ অক্টোবর : দেবীপক্ষের সূচনা হল বুধবার। রেডিওর ব্যবহার কমলেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনা ভোলেনি বাঙালি। মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠ শোনা থেকে বঞ্চিত রইলেন না মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ভর্তি ১৩০ জন রোগীও। এই প্রথমবার সেই হাসপাতালের রোগীদের শোনানো হল চণ্ডীপাঠ। এতে খুশি হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা।

সুপার তাপসকুমার দাস জানান, কয়েকমাস আগেই মেখলিগঞ্জ হাসপাতালের রোগী ও পরিজনদের জন্য সাউন্ড সিস্টেম উপহার দিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা। যে সাউন্ড সিস্টেমে সকালসন্ধ্যা মৃদুস্বরে রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি বাজিয়ে রোগীদের মনোরঞ্জন করা হয়। আর ওই সাউন্ড সিস্টেমেই বুধবার ভোরে শোনানো হল চণ্ডীপাঠ।

১৯ বোকনাবান্ধার বাসিন্দা মাম্পি রায় বলেন, 'বাড়িতে সবাই মহালয়া শুনবেন। আর আমি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। মনটা তাই খারাপই ছিল। কিন্তু এদিন ভোরে আচমকা মৃদুস্বরে চণ্ডীপাঠ শুনে মনেই হচ্ছিল না যে, আমি বাড়িতে নয় হাসপাতালে আছি।' ওই সিস্টেমে বহির্বিভাগ

> রোগীদের মন খারাপ ও একঘেয়েমি দূর করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এটা ভীষণ ভালো পদক্ষেপ।
>
> **-তমা সরকার**
> রোগীর আত্মীয়

চলাকালীন ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ ও অন্যান্য রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। এছাড়া হাসপাতালের বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধা সম্পর্কেও রোগী ও রোগীর পরিজনদের অবগত করা হয়। এদিন শুধু রোগী নয়, কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও সেই অনুষ্ঠান শুনেছেন।

আরেক রোগী হলদিবাড়ির শিবু রায় বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বাড়ির সবার সঙ্গে বসে চণ্ডীপাঠ শুনতে না পারলেও হাসপাতালের বেডে শুয়ে চণ্ডীপাঠ শোনা, এই বা কম কী?' এক রোগীর আত্মীয় তমা সরকার বলেন, 'রোগীদের মন খারাপ ও একঘেয়েমি দূর করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এটা ভীষণ ভালো পদক্ষেপ।'

কর্মখালি

Hiring Security Guard Zilong Security Siliguri. Ph. No. 9635116580. (C/112907)

•

শিলিগুড়ি লোকালের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। থাকা ফ্রি+খাওয়ার ব্যবস্থা। বেতন 12,000/- - 13,500/-। (M) :- 9832489908. (C/112489)

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT no. WBHED/SMV/Dev/Cons./001 of 2024-25 dated 01.10.24 of Sukanta Mahavidyalaya, Dhupguri, Jalpaiguri are invited by the undersigned. Last date of submission is 10.10.24. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned office hours.

Sd/-
Principal
Sukanta Mahavidyalaya
P.o : Dhupguri, dt-Jalpaiguri

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময়ে **বউচুরি** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ রাজার মেয়ে পারুল, দুপুর ২.৩৫ শতরূপা, বিকেল ৫.২৫ দেবীবরণ, রাত ৮.০০ গীত সংগীত, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ দেবী বন্দনায় ইয়া চণ্ডী, বিকেল ৩.৩০ সিঁথির সিঁদুর, সন্ধ্যা ৭.০০ সংগ্রাম, রাত ১০.১০ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধ্যা ৭.০০ পরিবার, রাত ১০.০০ রাখে হরি মারে কে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দাবি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

সবুজ সাথী বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলায়**

গদর ২ রাত ৮টায় **জি সিনেমায়**

অন্ধাধুন দুপুর ১.১৪ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডিতে**

আইস এজ রাত ১০.৫৫ মিনিটে **মুভিজ নাও-এ**

মাত্র চারশো টাকায় প্রতিমা

টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে দুর্গা তৈরি

গৌতম দাস

গাজোল, ২ অক্টোবর : কথায় বলে 'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।' কিন্তু প্রতিভা আর ইচ্ছেশক্তি যখন এক জায়গায় হয় তখন শুধুই আশ্চর্য ঘটার অপেক্ষা। এরকমই এক আশ্চর্য তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিল গাজোলের সপ্তমের পড়ুয়া বিক্রম সরকার। ইচ্ছে তো আছে কিন্তু টাকার উপায় কি! উপায় তাই টিফিনের টাকা বাঁচানো। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সেই টাকা দিয়ে বিক্রম বানিয়েছে কাগজের দুর্গা। তা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন প্রতিবেশীরাও। প্রায় মাসখানেক ধরে তিলে তিলে এই দুর্গা তৈরি করেছে সে। মহালয়ার দিন সম্পূর্ণ হল কাজ। পুজোর ক'টা দিন নিজের হাতে তৈরি করা প্রতিমাকে নিজেই পুজো করতে চায় বিক্রম। বিসর্জন না করে সেই প্রতিমাকে সংরক্ষণ করার ইচ্ছেও রয়েছে তার।

গাজোলের সরকারপাড়া শীতলা মন্দিরের উলটোদিকেই বাড়ি বিক্রমের। বাবা বিকাশ সরকারের সেলুন রয়েছে। মা গৌরী দাস সরকার গৃহবধূ। সেই সঙ্গে বাড়িতে ছোট্ট একটা মুদিখানার দোকানও চালান তিনি। গাজোল হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে বিক্রম।

বিক্রমের কথায়, 'ছোট থেকে আঁকার উপরে আমার ভীষণ ঝোঁক। চার বছর বয়স থেকে আঁকা শিখছি। ৭-৮ বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন জিনিস তৈরি করি। এর আগে কার্ডবোর্ড এবং কাগজ দিয়ে তৈরি করেছি রথ, জগন্নাথ দেবের মূর্তি, মনসা প্রতিমা, ছোট্ট গোপাল। এর আগে ছোট দুর্গাও বানিয়েছিলাম। তবে এবার প্রায় আড়াই ফুটের একচালা দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছি।'

সে আরও বলে, 'বাড়ি থেকে যে টিফিনের টাকা দেওয়া হত সেই টাকা বাঁচিয়ে প্রায় শ'চারেক টাকা খরচ করে তৈরি করেছি প্রতিমা। পুজোর কটা দিন নিজের মতো করেই পুজো করব।'

বিক্রমের মা গৌরী দেবী জানান, 'ছোট থেকেই ও আঁকতে খুব ভালোবাসে। স্কুল যাওয়ার সময় ওকে ১০ টাকা হাতে দিই। সেখান থেকে খরচ বাঁচিয়ে নিজের টাকাতেই তৈরি করে বিভিন্ন মূর্তি।'

রাজ্য প্রতিযোগিতায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ভাটিবাড়ি হাইস্কুলের কাবাডি টিম।

কাবাডিতে সুযোগ ভাটিবাড়ির ১৭ ছাত্রের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২ অক্টোবর : গার্লস স্কুলের পর এবার ভাটিবাড়ি হাইস্কুলের ১৭ জন পড়ুয়া। ভাটিবাড়ির নাম উজ্জ্বল করতে রাজ্য স্তরের কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে তারা। খেলার প্রতি ভালোবাসা এবং একাগ্রতা থাকলে কোনও বাধাই বাধা নয়, সেটা প্রমাণ করে দিল সুকান্ত বর্মন, রাজ দাস, মনোজ কর্মকার, রোহিত দে সরকাররা।

ফালাকাটা গার্লস হাইস্কুলে আয়োজিত জেলা স্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতায় ভাটিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় অনূর্ধ্ব ১৪ এবং অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়। ওই ১৭ পড়ুয়া ভাটিবাড়ি কাবাডি অ্যাকাডেমি এবং ভাটিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে গত ২৪-৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাতদিনের প্রশিক্ষণ নেয়। প্রশিক্ষণ দেন ভাটিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক অবিনাশচন্দ্র দাস, কোচ চিটন দাস এবং অমিয় রায়। অবিনাশ বলেন, 'বিনা পারিশ্রমিকে যাঁরা পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভাটিবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এবং ভাটিবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্য শিক্ষক শিক্ষিকারাও এব্যাপারে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছে ছাত্রদের। যারা ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে, তাদের বেশিরভাগই দুঃস্থ পরিবারের সন্তান। সামনেই পুজো, অনেকের বাবা-মায়ের পক্ষে হয়ত পুজো উপলক্ষে সন্তানকে নতুন জামাকাপড় কিনে দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও অনেক কষ্ট করে তারা খেলার জন্য পোশাক বা জুতো কিনছে।

প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্তচৌধুরী পড়ুয়াদের শুভকামনা জানিয়েছেন। বলেছেন, '২ অক্টোবর আমাদের স্কুলের ছাত্ররা কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। তাদের জন্য শুভকামনা রইল।'

ভাটিবাড়ি হাইস্কুলের পড়ুয়া সৌরভ বর্মন কলকাতায় রাজ্য স্তরে খেলতে যাচ্ছে। তার বাবা পেশায় দিনমজুর দিলীপ দাস বলেন, 'অনেক কষ্টে সংসার চলে। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা। ছেলে আগের বছর বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছিল। তখন ভাটিবাড়ি কাবাডি অ্যাকাডেমি, স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক অবিনাশ স্যারের সহযোগিতায় কর্ণাটকে খেলতে গিয়েছিল। আশা রাখছি, ওরা সবাই এবারও ভালো ফল করবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে সমস্যায়। নিজের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। বৃষ : ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় সমস্যা মিটবে। কোনও প্রতারক আজ ঠকাতে পারে। মিথুন : খেলোয়াড় ও রাজনীতিবিদদের জন্যে আজ ভালো দিন। প্রেমের সঙ্গীকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে ফেলবেন। কর্কট : সর্দি ও জ্বরে ভুগে সমস্যায়। পড়ে থাকা কোনও জিনিসে পা দিয়ে শারীরিক ক্ষতি। সিংহ : বন্ধুদের সঙ্গে আজ সারাদিন দারুণ কাটবে। অফিসের জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : হঠাৎ নতুন কোনও ব্যবসার উদ্যোগ নিতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। বৃশ্চিক : বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে বেশ কিছু টাকা খরচ হবে। বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ধনু : কারও সঙ্গে অল্প বিতর্কেও যাবেন না। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য। মকর : পেটের রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় বড় কোনও কাজ বন্ধ রাখতে হবে। প্রেমে শুভ। কুম্ভ : ব্যবসা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দলাভ। মীন : কাউকে অহেতুক উপদেশ দিতে যাবেন না। পথে চলতে গিয়ে পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১১ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর ২০২৪, ১৬ আহিন, সংবৎ ১ আশ্বিন সুদি, ২৯ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩২, অঃ ৫।২১। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ রাত্রি ১।১২। হস্তানক্ষত্র দিবা ৩।১৯। ইন্দ্রযোগ শেষরাত্রি ৫।৪। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১২।১০ গতে ববকরণ রাত্রি ১।১২ গতে বালবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।১৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ৪।৩৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১।১২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।২৪ গতে ৫।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৭ গতে ১২। ৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১।১২ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২৪ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ জলাশয়ারম্ভ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ, কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ৩। ৫৭ মধ্যে গর্ভাধান। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৭।৪৫ গতে ১১।২৭ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১২। ৫৮ গতে শেষরাত্রি ৪।৩৬ মধ্যে বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – প্রতিবাদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।১৩ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১। ৪৬ গতে ৩। ১৫ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

HONDA

Happy Durga Puja

Scooter মানে ACTIVA With H-Smart Technology

Cashback of 5% up to ₹5000#

Low ROI @ 7.99%**

To enjoy the video, please Scan QR Code.

For more information give a missed call on 7230032200

IDFC FIRST Bank Bank**/Credit Card# | HDFC BANK Credit Card# | TATA CAPITAL Two Wheeler Loans** | L&T Finance**

For dealer details scan the QR Code

BOOK ONLINE NOW! www.honda2wheelersindia.com

CLICK BOOK RELAX

*Cashback Offer available on all Honda two-wheeler models for EMI transactions made using HDFC Bank credit cards and IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of Rs. 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #Cashback offer valid until 30th November 2024. #The scheme is available in select outlets only. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment. *Source: Cumulative Sales figure of Brand Activa from June 2001 to June 2024 as per HMSI internal data.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com

টুকরো খবর

জামাকাপড় বিতরণ

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে বুধবার মহালয়া উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রায় ৪০০ জনকে শাড়ি এবং ধুতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আঁকা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দ।

অন্যদিকে, দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বুধবার দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। এদিন ইস্টার্ন বাইপাসের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মাঠে কয়েকশো মানুষকে নতুন জামাকাপড় দিয়েছেন বিধায়ক। উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার।

দুর্ঘটনায় ট্রাক

খড়িবাড়ি, ২ অক্টোবর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল মালবোঝাই ট্রাক। যদিও ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন ধাকরু মোড় এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা। বুধবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে বিহারের দিকে যাচ্ছিল এই ট্রাকটি। ধাকরু মোড়ে অন্য একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে উলটে যায় ট্রাকটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ক্রেনের সাহায্যে ট্রাকটিকে সোজা করা হয়।

স্বচ্ছতা অভিযান

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শিলিগুড়ি কলেজ এনএসএস (ইউনিট-২) আয়োজিত স্বচ্ছতা অভিযান শেষ হল বুধবার। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই অভিযান শুরু হয়। শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় দোকান, বাড়ি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা হয়। এই বিষয়ে এদিন কলেজে একটি সচেতনতা শিবির হয়েছে।

বসে আঁকো

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শিলিগুড়ির দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের তরফে বুধবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। চারটি বিভাগ মিলিয়ে মোট ২৭৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী, ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থায় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত রক্তদান শিবির হয়েছে বুধবার। শিবিরে তিনজন মহিলা সহ মোট ২১ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

অনড় শ্রমিকরা। দার্জিলিংয়ের চকবাজারে বিভিন্ন সংগঠনের বিক্ষোভ। বুধবার। ছবি : মৃণাল রানা

পাহাড়ে শ্রমিক সংগঠনের হুমকি

আগে বোনাস, পরে চা বিক্রি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : বোনাস রফা না হওয়া পর্যন্ত তৈরি চা বিক্রি করতে দেওয়া হবে না বলে বুধবার হুমকি দিল পাহাড়ের চা শ্রমিক সংগঠনগুলি। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে এদিন দার্জিলিংয়ে মিছিল শেষে চকবাজারে সভা করে সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ। ওই সভা থেকে এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় শ্রম দপ্তরের ১৬ শতাংশ বোনাস সংক্রান্ত অ্যাডভাইজারির কপিও। বৃহস্পতিবার থেকে পাহাড়ের প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং কর্মসূচির ঘোষণাও করা হয়।

চা শ্রমিকদের সংগঠনগুলির তরফে সমন পাঠক বলছেন, 'শ্রমিকদের ন্যায্য বোনাস থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। যতদিন না শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হচ্ছে, ততদিন বাগান বা কারখানা থেকে মেড টি বাইরে বের হতে দেওয়া হবে না। সমস্ত চা বাগানে চলবে গেট মিটিং।' শুক্রবার পুনরায় বৈঠকে বসে তাঁরা পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, চা শ্রমিকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুজোর মুখে নতুন করে যাতে অশান্ত না হয়ে ওঠে পাহাড়, তার জন্য বাড়তি পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। বুধবার থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ শুধু বলছেন, 'এদিন চা শ্রমিকদের মিছিলের সময় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।'

পুজোর মুখে পাহাড়ের আকাশে ঘনঘটা। চা শ্রমিকদের বোনাসকে কেন্দ্র করে ক্রমশই অশান্তির আবহ তৈরি হচ্ছে পাহাড়জুড়ে। মহালয়ার মধ্যে দিয়ে কার্যত পুজো পর্যটনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে দার্জিলিংয়ে।

ঝাঁঝ বাড়ছে

- ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড় পাহাড়ের চা শ্রমিকরা
- শ্রম দপ্তর ১৬ শতাংশ বোনাসের অ্যাডভাইজারি জারি করেছে
- সেই অ্যাডভাইজারির কপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের
- চকবাজারে বিশাল সভা সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের
- সিদ্ধান্ত হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে তৈরি চা বিক্রি করতে দেওয়া হবে না

ভার্চুয়ালি এদিন পাহাড়ের চারটি পুজোর উদ্বোধনও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উৎসবের আবহে অশান্তিও দানা বাঁধছে চা শ্রমিকদের বোনাস আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মঙ্গলবার দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে ত্রিপাক্ষিক বোনাস বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পরই বুধবার দার্জিলিংয়ের চকবাজারে সভা করার কথা ঘোষণা করা হয় আটটি শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের তরফে।

এদিন প্রথমে দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন থেকে শ্রমিকদের একটি মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে এবং চকবাজারে সভার আগে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের ১৬ শতাংশ বোনাস সংক্রান্ত অ্যাডভাইজারির কপি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিমলপন্থী মোর্চা নেতা সুরজ সুব্বা বলছেন, 'এই অ্যাডভাইজারির কোনও গুরুত্ব নেই। ২০ শতাংশ বোনাস থেকে আমরা সরছি না।' বৈঠকে অ্যাডভাইজারির কপি পেশ করার আগে তা বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বলে মঙ্গলবারই অভিযোগ তুলেছিলেন শ্রমিক নেতারা। তাঁরা এই অভিযোগ তুলে অ্যাডভাইজারির কপি ছুড়েও ফেলেছিলেন।

চকবাজারে বক্তব্য রাখার সময় হামরো পার্টির বিকে গুরুং বলেন, 'শ্রমিকদের দাবি যতদিন না পর্যন্ত মানা হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন জারি থাকবে।'

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেই এদিন সভা শেষে বৈঠকে বসে শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতৃত্ব। কারখানা থেকে মেড টি বাইরে বের করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত এই বৈঠক থেকেই নেওয়া হয়। এই আন্দোলন শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য এদিন ছিলেন না দার্জিলিং-তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নের সম্পাদক জেবি তামাং। তিনি কিছুটা সুস্থ হলে শুক্রবার তাঁরা বৈঠকে বসে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান সমন। উল্লেখ্য, প্রথমে ৯ শতাংশ এবং পরবর্তীতে ১৩ শতাংশ বোনাস দিতে রাজি হয় মালিকপক্ষ। কিন্তু ২০ শতাংশের দাবিতে অনড় শ্রমিকপক্ষ।

বিজ্ঞান অভীক্ষা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে বুধবার ইসলামপুরের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্কুলে বিজ্ঞান অভীক্ষা আয়োজন করা হয়। পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ গড়ে তুলতে জেলার ৩৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে।

অন্যদিকে, চাকুলিয়ায় শকুন্তলা হাইস্কুল, সূর্যাপুর হাইস্কুল ও সেন্ট ইগনেশাস হাইস্কুলে মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। এলাকার বিভিন্ন স্কুল থেকে মোট ১,০২৪ জন পড়ুয়া পরীক্ষা দিয়েছে। বিজ্ঞানের প্রতি পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতেই তাঁদের এই উদ্যোগ। চোপড়া ব্লকের মোট ৬ কেন্দ্রে বুধবার বিজ্ঞান অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হল।

কম বোনাস ঘোষণা ছোট চা বাগানে

চোপড়া, ২ অক্টোবর : নর্থ বেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুরের ১০০ একরের নীচে তালিকাভুক্ত ১৩২টি ছোট চা বাগানের বোনাস ঘোষণা হল বুধবার। গত বছর থেকে এবার পুজোর বোনাস কমেছে। যদিও শ্রমিকদের বক্তব্য, গত বছরের থেকে এবার কাঁচা পাতার দাম ঊর্ধ্বমুখী, অথচ বোনাস গতবারের থেকে কম ঘোষণা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শ্রমিক নেতাদের যুক্তি, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের নিরিখে বোনাস ঘোষণা হয়েছে। কাঁচা পাতার দাম দু'মাস ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এটা ঠিক। তবে মরশুমের শুরুতে সমস্যা ছিল সেটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এবারের পাতার ঊর্ধ্বমুখী দামের সুফল অবশ্য আগামী বছর মিলবে। শ্রমিক নেতা কালু সিংহ অবশ্য বলেন, 'এদিন দীর্ঘ আলোচনা ও শ্রমিকদের সঙ্গে মতামত নিয়েই বোনাস নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিন শিলিগুড়ি গুপ্তা মার্কেটে অ্যাসোসিয়েশনের হলে বোনাস সংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, গ্রুপ এ (৫১ একর থেকে ১০০ একর)-এর মধ্যে তালিকাভুক্ত বাগানগুলিতে ১২ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হবে। গতবছর যেটা ছিল ১৪.৫০ শতাংশ।

সরকারি শিক্ষায় সমস্যা পরিকাঠামোয়

মিড-ডে মিলের রান্নাঘরে ফুটো টিনের চাল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং সমাজবিরোধীদের উৎপাত মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একতিয়াশাল মহিপাল বিএফপি স্কুলের শিক্ষকদের।

মিড-ডে মিল রান্নার ঘরে টিনের চাল ফুটো। সামান্য বৃষ্টিতেই ঘরে জল থইথই অবস্থা হয়ে যায়। অন্যদিকে, রাতে সমাজবিরোধীরা স্কুলে ঢুকে সামগ্রী চুরি করে চম্পট দেয়। পুলিশ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জয়েন্ট বিডিও সকলের কাছেই সমস্যার কথা জানিয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারপরেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

স্কুলটিতে প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৩৭৮ জন পড়ুয়া। শিক্ষক রয়েছেন ১৬ জন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকা কাকলি ধর বলেন, 'বৃষ্টির দিনে রান্নাঘরে জল জমে যাওয়ায় এত পড়ুয়ার মিড-ডে মিল বানানো কঠিন হয়ে যায়। হাঁড়ি, কড়াই নিয়ে ক্লাসরুমের বারান্দায় রান্না করতে হয়। মিড-ডে মিল খাওয়ার কোনও জায়গা না থাকায় খুব সমস্যা হয়। অবিলম্বে টিন পালটানো দরকার।'

গত ছয়মাস যাবৎ স্কুলে বসানো সোলার পাম্পটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ডাবগ্রাম-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে গত জুন মাসে চিঠি দিলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে ভরসা স্কুলের একমাত্র চাপকল। স্কুল প্রাঙ্গণে একটি 'মার্ক টু' কল থাকলেও সেটি বর্তমানে অকেজো। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বলেন, 'পঞ্চায়েত প্রধান সোলার পাম্প ঠিক করতে লোক পাঠাবেন বলে একাধিকবার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।'

তিনি জানিয়েছেন, এই স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকরা অধিকাংশই দিনমজুর। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকেন। প্রতিদিন অধিকাংশ পড়ুয়া উপস্থিত থাকে। আগামী বছর থেকে পঞ্চম শ্রেণি চালু হচ্ছে। ফলে পড়ুয়ার চাপ বাড়বে। 'সেক্ষেত্রে জলের উৎস বাড়ানো প্রয়োজন' বলে মন্তব্য করেছেন কাকলি।

এদিকে, স্কুলের সমস্যাগুলি দ্রুততার সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের। তাঁর কথায়, 'দু-একদিনের মধ্যে স্কুলের মিড-ডে মিলের ঘরে নতুন টিন লাগিয়ে দেওয়া হবে। পাম্পসেটের সমস্যার বিষয়ে এদিন বিডিও'র সঙ্গে বৈঠক করেছি। আমাদের নির্মাণসহায়ক অসুস্থ। সেই কারণে পাম্পসেট ঠিক করা যাচ্ছে না।

একতিয়াশাল মহিপাল বিএফপি স্কুলের রান্নাঘরে জমা জল।

> বৃষ্টির দিনে রান্নাঘরে জল জমে যাওয়ায় এত পড়ুয়ার মিড-ডে মিল বানানো কঠিন হয়ে যায়। হাঁড়ি, কড়াই নিয়ে ক্লাসরুমের বারান্দায় রান্না করতে হয়। মিড-ডে মিল খাওয়ার কোনও জায়গা না থাকায় খুব সমস্যা হয়। টিন পালটানো দরকার।
>
> **কাকলি ধর** *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক একতিয়াশাল মহিপাল বিএফপি স্কুল*

অন্য একজন নির্মাণসহায়ককে কয়েকদিনের জন্য পাঠানো যায় কি না, সেই বিষয়টি দেখার জন্য বিডিওকে আবেদন করেছি।'

কয়েকদিন আগে রাতে স্কুলে ঢুকে জলের পাইপ চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। স্কুল চলাকালীন মাঠের মধ্যে তরুণরা ঢুকে আড্ডা দেয়। গেট বন্ধ করার পরেও রাতে তালা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে যায়। তারপরেও উৎপাত বন্ধ হচ্ছে না বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। এই পরিস্থিতিতে সর্বক্ষণের জন্য পুলিশি নজরদারির দাবি উঠেছে।

বন্ধ কাঁচাকালী জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল। - সংবাদচিত্র

পড়ুয়াশূন্য বলে তালা স্কুলে

মনজুর আলম

চোপড়া, ২ অক্টোবর : চোপড়া ব্লকে আরও একটি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। এর আগে ভৈষপিটা জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল কাঁচাকালী জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের। মূলত দুটি সমস্যার কারণে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এক, পড়ুয়ার অভাব। দুই, শিক্ষক না থাকা। এক দশকের মধ্যে দুটি সরকারি স্কুল এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাঁচাকালী জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলটি স্থাপিত হয় ২০০৮ সালে। শুরুর দিকে সব ঠিকঠাক চললেও বিগত কয়েক বছরে পড়ুয়া সংখ্যা কমতে থাকে। সমান্তরালভাবে কমতে থাকে শিক্ষক সংখ্যাও। একটা সময়ে যখন পড়ুয়া ভর্তির সংখ্যা শূন্যতে এসে ঠেকে, তখন স্কুলের একমাত্র শিক্ষক সম্প্রতি অন্যত্র বদলি নিয়ে চলে যান। তারপরেই পাকাপাকিভাবে তালা ঝোলে স্কুলটিতে।

বিষয়টি নিয়ে চোপড়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) ফারুক মণ্ডলের প্রতিক্রিয়া, 'কাঁচাকালী জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলে মূলত পড়ুয়ার সমস্যা ছিল। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, ওই স্কুলের জন্যে প্রথমে একজন গ্রুপ-ডি কর্মীকে নিয়োগ করা হলেও পরে তাঁকে অন্য একটি স্কুলে দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা রাকেশ কর জানাচ্ছেন, শুরুর দিকে কয়েকবছর শতাধিক ছাত্রী ওই স্কুলে পড়ত। দুজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হঠাৎ বদলি নিয়ে চলে যান। তারপর একমাত্র শিক্ষকই স্কুলের 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' সামলাতেন। বিগত এক-দুই বছর মাত্র ১২ থেকে ১৫ জন পড়ুয়া নিয়ে চলত ওই স্কুল। শেষমেশ সংখ্যাটা শূন্যে এসে ঠেকে। একমাত্র শিক্ষকও বদলি নিয়ে চলে যান।

ঠিক সাত বছর আগে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈষপিটা জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলে এভাবেই পাকাপাকিভাবে তালা ঝুলেছিল। একমাত্র শিক্ষক বদলি নিয়ে চলে যাওয়ার পর নতুন করে নিয়োগ না হওয়ায় শেষমেশ স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষকের অভাব

- সাত বছর আগে শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় ভৈষপিটা জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল
- সেই পথ ধরেই এবার বন্ধ হয়ে গেল কাঁচাকালী জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল
- স্কুলে একজন শিক্ষক ছিলেন, এর ফলে পড়ুয়া সংখ্যা কমতে কমতে শূন্য হয়ে যায়
- তারপরেই ওই শিক্ষক বদলি নিয়ে অন্যত্র চলে যান, তালা ঝোলে স্কুলে
- বহু বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকার দরুন এই সমস্যা

সেসময় স্থানীয় বাসিন্দা এবং অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে সরব হলেও স্কুলটি পুনরায় চালু করানো সম্ভব হয়নি। সেই ক্ষত এখনও বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও কাঁচাকালী জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুল বন্ধ হওয়ায় আশপাশের বাসিন্দারা সরব নন। কারণ ওই এলাকার অভিভাবকরা সন্তানদের অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় আগামীদিনে আরও সরকারি স্কুল যে এভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেই আশঙ্কা এখন আর অমূলক নয়।

প্রকল্পের উদ্বোধন

নকশালবাড়ি, ২ অক্টোবর : বুধবার উদ্বোধন হল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের। প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রকমজোত এলাকার শিউবর মৌজায় প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়েছে। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি সংসদের আবর্জনা ওই এলাকায় ডাম্পিং করা হবে। সেইজন্য ব্যাটারিচালিত বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিদিন ওই গাড়ি বিভিন্ন সংসদ থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে এই এলাকায় জমা করবে। এদিন উদ্বোধনে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা।

ও মাঝি রে...।। *জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তিস্তায় গৌতমেন্দু নন্দীর ক্যামেরায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জঙ্গলকে প্লাস্টিকমুক্ত রাখতে উদ্যোগ

লাটাগুড়ি, ২ অক্টোবর : লাটাগুড়ির জঙ্গলকে প্লাস্টিক ফ্রি জোন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করল বন দপ্তর। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রচার ও সকলকে সচেতন করার কাজ শুরু হয়েছে বন দপ্তরের তরফে। পাশাপাশি জঙ্গলে প্রবেশের জন্য পর্যটকদের জন্য জারি করা হয়েছে একাধিক বিধিনিষেধ। জঙ্গলের মাঝে থাকা জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেট, জল কিংবা মদের বোতল যাতে কেউ না ফেলেন তার জন্য লাগাতার নজরদারির পাশাপাশি এই কাজে জড়িতদের জরিমানাও করা হবে।

লাটাগুড়ি জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই সড়কেই মাঝেমধ্যে পথচলতি মানুষেরা নিয়ে আসা খাবার খেয়ে খাবারের অবশিষ্ট অংশ প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে ফেলে রাখছে দীর্ঘদিন ধরে। শুধু প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যই নয় অনেক সময় জঙ্গলের মাঝের রাস্তাকেও মদ্যপানের আখড়ায় পরিণত করেন অনেকে। মদ্যপানের পর সেই মদের বোতল জঙ্গলের ভেতরেই ফেলে দিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। যা থেকে অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আহত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

ট্রাইসাইকেল বিলি পরিষদের

খড়িবাড়ি, ২ অক্টোবর : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে বুধবার খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জের বাদলভিটা গ্রামের এক বিশেষভাবে সক্ষম তরুণকে ট্রাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে। চা বাগান এলাকার ওই তরুণ চিনু খারুয়া পুজোর আগে ট্রাইসাইকেল পেয়ে খুব খুশি। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানিয়েছেন, এলাকার বিশেষভাবে সক্ষমদের ইতিমধ্যেই পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩০ জনকে ট্রাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে। যাদের প্রয়োজন, সকলকেই দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সভাধিপতি।

বৃষ্টি মেখে মহালয়ার ভোরে পাহাড়ি পথে

ভাস্কর বাগচী ও সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : মেঘের কোলে ঢাকা পড়ায় তখনও আলো ছড়াতে পারছিল না সূর্য। এমন পরিস্থিতিতে ছিল বৃষ্টির পূর্বাভাস। আটকে থাকতে মন চাইছিল না ওদের। কিন্তু শালবাড়ি পেরিয়ে সুকনায় পৌঁছানোর আগেই বৃষ্টি। মাথা বাঁচাতে তখন প্রত্যেকের আশ্রয় ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'ধারে থাকা গাছ। যদিও বৃষ্টি থেমে সূর্যের দেখা মিলতে বেশি সময় লাগেনি পাহাড়ি পথে। ওরাও থেমে থাকেনি বেশিক্ষণ।

রাতে বৃষ্টি হলেও গজলডোবার রাস্তায় সকালটা ছিল ঝলমলেই। পাহাড় পথের মতো সমতলের রাস্তাতেও ছুটে চলেছে একের পর এক মোটরবাইক, চার চাকার গাড়ি। বুধবার মহালয়ার সকাল তাই ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছিল রংটং, রোহিণী থেকে গজলডোবা। হইহুল্লোড় থেকে পেটপুজো, সবই চলল সময়ের সঙ্গে। দিনটা হয়ে যেন উঠল দুর্গাপুজোর 'ড্রেস রিহার্সাল'।

মহালয়ার সকালে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী এবং মহানন্দার ঘাটে তর্পণ, দীর্ঘকাল ধরেই সমার্থক। যা চিরন্তন বর্তমান সময়েও। কিন্তু সময় বদলের সঙ্গে শিলিগুড়িতে এখন যুক্ত হয়েছে মহালয়ার সকালে 'দে ছুট'য়ের চলটাও। একটা সময় হাতেগোনা কিছু তরুণ-তরুণীর মধ্যে পাহাড়পথে বেড়াতে যাওয়ার খিদেটা থাকলেও, এখন তা সংক্রামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি-দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকায়, এবছর কী হবে, তা নিয়ে একটা 'কিন্তু' ছিলই। যদিও কোথাও রোদ, কোথাও আবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, দুর্যোগের ঘনঘটা ছিল না কোথাও। ফলে 'শর্ট ট্যুরে' তেমন ব্যাঘাত ঘটেনি। বরং আলো-ছায়ার এমন মনোরম পরিবেশকে উপভোগ করেছেন প্রত্যেকেই।

মেঘ বলেছে যাব যাব।। *মহালয়ার ভোরে দুধিয়ায় সূত্রধরের তোলা ছবি।*

কাকা সুজিতের সঙ্গে রংটং গিয়েছিলেন শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র শতাজিৎ বসাক। তিনি বললেন, 'রাস্তায় হালকা বৃষ্টি পেয়েছি। কিন্তু কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। বেশ মজা করেই রংটং এসেছি।' চলার পথে যে বারবার বৃষ্টির জন্য দাঁড়াতে হয়েছে, জানালেন রোহিণীতে ঘুরতে আসা বাগডোগরার জ্যোতিনগরের তনুশ্রী চক্রবর্তী। বন্ধুবান্ধবীরা মিলে প্রতিবছরই মহালয়ার দিন তাঁরা ঘুরতে বের হন বলে জানালেন।

রংটংয়ে দেখা মিলল চম্পাসারির কিছু তরুণের। তাঁদের গন্তব্য শিবখোলা। রংটং স্টেশনের আগে যে রাস্তাটি উপরের দিকে উঠে গেল, সেই পথ ধরার ফাঁকে সূর্য সেন কলেজের ছাত্র শৈশব দাস বললেন, 'পাড়ার বন্ধুরা একজোট হয়ে এদিন ঘুরতে বের হয়েছি। তবে এবার নয়। গত কয়েক বছর ধরেই মহালয়ার সকালে বেরিয়ে পড়ি।' চার চাকার গাড়িতে অনেক পরিবারকেই দেখা গিয়েছে পাহাড়ি পথে। এমনই একটি পরিবার সাতসকালে খুঁজে নিয়েছিল দুধিয়া দিয়ে প্রবাহিত বালাসনের ধার।

নেহাত গাড়ির সংখ্যা কম ছিল না গজলডোবার রাস্তায়। ভিড়টা ছিল ভোরের আলো পর্যটন প্রকল্প সংলগ্ন বা তিস্তার চরে সারি সারি রেস্তোরাঁয়। কেউ পরিবার নিয়ে এসেছেন মহালয়ার দিনটা উপভোগ করতে, কেউ আবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এমন দিনে চুটিয়ে আড্ডা মারতে। তিস্তার চর থেকে ধারের রেস্টুরেন্ট, সর্বত্রই ছিল সুখের গল্প পাঠ, পুজোর দিনগুলির পরিকল্পনা। পরিবার নিয়ে এখানে বেড়াতে আসা চয়নপাড়ার যূথিকা দাস বললেন, 'এক মাস ধরেই পুজো পরিকল্পনা চলছে। সত্যি বলতে কিছুতেই পরিকল্পনা শেষ হচ্ছে না।' বলা যায়, সমস্ত পরিকল্পনাই বাস্তবের মুখ দেখবে ষষ্ঠী থেকে দশমীতে।

গাঁজা পাচারে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : গাঁজা পাচার করতে এসে মঙ্গলবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হতে ধরা পরেছে দুজন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম লিটন ওরাওঁ ও জামির হোসেন। দুজনেই কোচবিহার জেলার দিনহাটার বাসিন্দা। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কোচবিহার থেকে প্রায় ২১ কেজি গাঁজা নিয়ে শিলিগুড়ি আসে লিটন ও জামির। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে তিনবাত্তি মোড়ের কাছে তাদের আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই দুজনের কাছ থেকে গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হয়। স্কুল ব্যাগে ভরে গাঁজার প্যাকেটগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তারা দুজনেই গাঁজা সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। আসল মালিকের থেকে প্যাকেটগুলি নিয়ে এসে শিলিগুড়িতে কয়েকটি জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল তাদের।

পার্কে পুজোর প্যান্ডেলে বিতর্ক

নকশালবাড়ি, ২ অক্টোবর : পার্কের ভেতর দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পাড়া খেমচি পার্কে। যদিও পুজো উদ্যোক্তারা দাবি করেছেন, বিগত ১০ বছর ধরে তাঁরা এই জায়গায় দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরি করে আসছেন। এবারও স্থানীয় পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়েই প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে।

২০০০ সালে এই পার্কটি তৈরি করা হয়েছিল। তারপর এটি দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। সম্প্রতি নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এই পার্কটির নতুন করে সৌন্দর্যায়ন হয়। পার্কে প্যান্ডেল তৈরি করা নিয়ে এলাকার বাসিন্দা মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'পার্কে পুজোর প্যান্ডেল করার ফলে পার্কের ভেতরে কোনও শিশু আর খেলাধুলো করতে পারছে না।' রায়পাড়া মহিলা দুর্গাপুজো কমিটির তরফে এই পার্কে পুজো করা হয়। কমিটির কোষাধ্যক্ষ বর্ণালি সেন বলেন, 'গত দশ বছর ধরে পার্কের ভেতরে পুজো করে আসছি। এবারও গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতিতে পুজো করা হচ্ছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোর বক্তব্য, 'পার্কের ভেতরে কোনও জিনিসপত্রের ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ ওই কমিটির কাছ থেকে নেওয়া হবে, এই চুক্তিতেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রাধাগোবিন্দ ঘোষের বক্তব্য, 'পার্ক ছাড়াও এলাকার অন্য জায়গাতে এই প্যান্ডেল করা যেতে পারত। কিন্তু তৃণমূলের কিছু নেতা-কর্মী মহিলাদের সামনে এগিয়ে দিয়ে গায়ের জোরে পার্কের ভেতরেই মণ্ডপ তৈরি করেছেন।' তাঁর অভিযোগ, 'সারাবছর এরা ক্লাবগুলিতে অনৈতিক কাজ করবে। আর উৎসবের আগে গ্রামের দুই-একজন লোককে জমায়েত করে মাতব্বরি করবে।'

মাসখানেক আগে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে পার্কটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়। পার্কের ভেতরে বসানো হয় পেভার্স ব্লকের রাস্তা। শিশুদের খেলার জন্য নানারকম সামগ্রী। ফলে পার্কের ভিতর পুজোর প্যান্ডেল তৈরি করায় পার্কের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ।

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে কেনাকাটা করতে ক্রেতাদের ভিড়। বুধবার। ছবি : তপন দাস*

ভালোবাসায় ঢাকল মনীষীদের মূর্তি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ অক্টোবর : 'আমার ভালোবাসার শহর নকশালবাড়ি' বোর্ড ঢাকা পড়ল ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি। নকশালবাড়ি থানার সামনের পার্কের এই ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে শহরজুড়ে। বুধবার নকশালবাড়ি থানার সামনে অবস্থিত পার্কে এই বোর্ডের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। বোর্ডটি যেভাবে বসানো হয়েছে তাতে মনীষীদের মূর্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। তৃণমূলের উন্নয়নের বোর্ডে মনীষীদের অপমান বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

যদিও এই বিতর্ককে পাত্তা দিতে নারাজ সভাধিপতি। তাঁর সাফাই, 'শহরবাসীর মতামত নিয়েই বোর্ডটি বসানো হয়েছে। কোনও মনীষীকে অপমান করা হয়নি। যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা সামনে এসে বলুন।'

পার্কের পাশেই বাড়ি চিকিৎসক ঋত্বিক বিশ্বাসের। তিনি বলেন, 'এমন ঘটনা শিলিগুড়ি বা অন্যান্য জায়গায় হয়ে থাকলে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ত। পার্কের অন্যদিকে অনেক জায়গা রয়েছে, সেখানেও বোর্ডটি বসানো যেত। মনীষীদের মূর্তি এভাবে ঢেকে দেওয়া খুবই অপমানজনক।' সিকে ছেত্রী নামে এক প্রাক্তন সেনকর্মীর কথায়, 'এই ঘটনা মন্দিরের সামনে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়ার মতো। কোনও শহিদের মূর্তির সামনে বিজ্ঞাপনের ব্যানার ঝুলিয়ে শহিদকে যেভাবে অপমান করা হয়, এই ঘটনাও তেমন। প্রশাসনের বিকল্প জায়গা খুঁজে বোর্ডটি সরানো দরকার।'

নকশালবাড়ি থানার পার্কের সামনে সেই বিতর্কিত বোর্ড।

> শহরবাসীর মতামত নিয়েই বোর্ডটি বসানো হয়েছে। কোনও মনীষীকে অপমান করা হয়নি। যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা সামনে এসে বলুন।
>
> **অরুণ ঘোষ** *সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

গত বছর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে নকশালবাড়ি থানার সামনে পার্কটি তৈরি করা হয়। পাশাপাশি পার্কের ভেতর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি বসানো হয়। এই বছর পার্কটিকে আরও আর্কষণীয় করে তুলতে বসানো হয় আমার ভালোবাসার শহর নকশালবাড়ি বোর্ড। কিন্তু যেভাবে সেটি বসানো হয়েছে তাতেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

দেবীপক্ষে শুরু ফুলপাতি উৎসব

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : সপ্তমীর দিন শিলিগুড়িতে ফুলপাতি শোভাযাত্রা পাহাড়ের নানা সংস্কৃতির মিলনমেলায় পরিণত হয়। কালিম্পংয়ের কুমুদিনী হাইস্কুল থেকে মিরিকের রবীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ব্যান্ড, মিলে যায় একই সুরে। সেইসঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে চলে দেবী দুর্গার নানা রূপের আরাধনা। দেবীপক্ষ শুরু হতেই ফুলপাতি উৎসবের সূচনা হয়েছে। আর সেইসঙ্গে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে শোভাযাত্রার।

ভানুভক্ত সমিতি আয়োজিত শিলিগুড়ির ফুলপাতি উৎসব এবছর ৩৩তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ৯ দিনের বিশেষ পুজো। এ প্রসঙ্গে বুধবার কথা হচ্ছিল সমিতির মহাসচিব কৃষ্ণ লামার সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'মহালয়ার দিন আমরা পুজোর জায়গায় মাটির মধ্যে তিল জল গম ছড়িয়ে দিই। এরপর সেখানেই নয়দিন ধরে দুর্গা মায়ের নয় অবতারের পুজো হয়। নয়দিনের পুজো শেষে ধানের মতো গাছ বের হয়। সেই গাছ নিয়ে আমরা দশমীর দিনে গুরুজনদের কাছে যাই। তাঁরা আশীর্বাদ হিসেবে সেটা আমাদের কানের ওপরে লাগিয়ে দেন।'

তাঁর সংযোজন, 'সপ্তমীর দিন আমাদের বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। সেই শোভাযাত্রায় পাহাড় থেকে প্রচুর মানুষ অংশ নেন। এরপর দুপুর থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় রবি রত্না ডোঙ্গানা মাঠে।' এই শোভাযাত্রা কার্যত পাহাড়ের বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনমেলায় পরিণত হয়। কৃষ্ণের বক্তব্য, 'এবারের শোভাযাত্রায় মিরিকের রবীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ব্যান্ড, কালিম্পংয়ের কুমুদিনী হাইস্কুলের ব্যান্ড, নেপালিদের নৌমতি বাজনার সুর শোনা যাবে। শুধু তাই নয়, শোভাযাত্রায় দেখা যাবে লাখে, সিংহী, ড্রাগন, ডোমপু, ইয়াক নৃত্যও।' রবি রত্না ডোঙ্গানা মাঠ থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি নিবেদিতা রোড, প্রধাননগর, হিলকার্ট রোড, হাসমি চক সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করবে। নবমীর দিন নয়জন বালিকাকে বসিয়ে তাদের পুজো করে খাওয়ানো হবে। কৃষ্ণর কথায়, 'সকলের মঙ্গল হোক। শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকুক, আমাদের এটাই প্রার্থনা।'

পুজোতেও রাজনীতির তর্জা

উন্নয়ন বনাম 'অভয়া' স্টল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : উৎসবেও 'রাজনীতির লড়াই' জারি থাকবে শহরে। আরজি কর কাণ্ড জিইয়ে রাখতে পুজোয় বিজেপির স্টলের নামকরণ করা হবে 'অভয়া'। শুধুমাত্র নামকরণেই থেমে থাকতে নারাজ গেরুয়া শিবির। উৎসবের দিনগুলোতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করবে বিরোধী দল। অন্যদিকে, উৎসবের মাঝে প্রকাশ্যে রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে আনতে নারাজ শাসকদল তৃণমূল। তা বলে তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। তাই রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরা হবে দলের স্টলগুলিতে।

আরজি কর কাণ্ডের এক মাস পর উৎসবে ফেরার আহ্বান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। সেসময় মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছিল বিজেপি। দলীয় সূত্রে খবর, পুজোর মধ্যে আন্দোলনে নেমে উৎসব বানচাল না করলেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জারি রাখবে দল। এ প্রসঙ্গে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেছেন, 'আমরা হাসমি চকে স্টল করছি। ওই স্টলের নাম রাখা হবে অভয়া। স্টল থেকেই গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে।'

বিজেপি সূত্রে খবর, বড় মণ্ডপগুলির আশপাশে এই 'অভয়া স্টল' করার পরিকল্পনা হয়েছে। এর জন্য মণ্ডল কমিটিগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এভাবে কি মানুষের মন পাওয়া যাবে? রাজ্য স্তরের এক নেতার কথায়, 'সাধারণ মানুষের মন থেকে ওই ঘটনা কিন্তু মুছে যায়নি। আমাদের বিশ্বাস, মানুষই প্রতিবাদ জারি রাখবেন।' তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের স্পৃহা বজায় থাকায় এবছর উৎসবের সেই আমেজটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বলেও মনে করছেন অরুণ।

অন্যদিকে, বিজেপির এই 'কৌশলের' সমালোচনা করতে ছাড়েনি তৃণমূল। দলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের কটাক্ষ, 'উৎসবের সময় এধরনের প্রবণতা ঘৃণ্য রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষই ওদের ডাকে সাড়া দেবে না।' যদিও বিজেপি বিরোধিতার জন্য পুজোর স্টল ব্যবহার করার কথা কোনও তৃণমূল নেতা সরাসরি স্বীকার করেননি। তবে শাসকদল যে জল মাপবে, তা বলাই বাহুল্য। দলের এক নেতা তো বলেই দিলেন, 'দেখি না ওরা কী করে।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রতিটি স্টল থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি মমতার লেখা বইগুলি যে স্টল আলো করে থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পাপিয়া বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বই যেমন থাকবে, তেমনই সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের কথাও তুলে ধরা হবে।' সবমিলিয়ে পুজোয় শিলিগুড়িতে দুই ফুলের দুই নীতির একটা 'লড়াই' যে চলবে, তার আন্দাজ ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে।

উৎসবে কর্মসূচি

- পুজোয় বিজেপির স্টলের নামকরণ করা হবে 'অভয়া'
- উৎসবের দিনগুলোতে স্টল থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করবে পদ্ম শিবির
- উৎসবের মাঝে প্রকাশ্যে রাজনীতির প্রসঙ্গ টানতে নারাজ শাসকদল
- তৃণমূল রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক ফিরিস্তি তুলে ধরবে তাদের স্টলগুলিতে

উদ্বোধন

চোপড়া ও চাকুলিয়া, ২ অক্টোবর : বুধবার মহালয়ার দিন চোপড়া ব্লকের সোনাপুর দুর্গা মন্দির পুজো কমিটির পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজো কমিটির কর্তাদের পাশাপাশি চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল সহ ব্লক প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, গোয়ালপোখর-১ ব্লকের শান্তিনগর উদয়ন মিলন সংঘ এবং চাকুলিয়ার মিলন সংঘ ক্লাবের পুজো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা হর্ষ দীপক মর্দানী - কে 24.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক

লটারির 63H 91623 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "লটারির প্রতি আমার আগ্রহ ছিল নূন্যতম এবং লটারির টিকিট কেনার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে ডিয়ার লটারির টিকিটের পুরস্কার বিজয়ীদের কথা জানার পর আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এটা আমার কাছে একটা জাদুকরী অভিজ্ঞতার মতো ঘটেছে এবং আমি খুবই স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচ করে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে একজন কোটিপতিতে পরিণত হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

বৃহস্পতিবার, ১৬ আশ্বিন ১৪৩১, ৩ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩৭ সংখ্যা

ধর্ম ও রাজনীতি

ক্ষমতার পাশা খেলায় ধর্ম ও ভগবানকে কখনো-কখনো বোড়েতে পরিণত করা হয়। তিরুমালা মন্দিরের প্রসাদ নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর অভিযোগ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওই মন্দিরের প্রসাদি লাড্ডুতে পশুর চর্বি মেশানো ভেজাল ঘি ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সেজন্য একটি গবেষণাগারের জুলাই মাসের রিপোর্টকে হাতিয়ার করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে তেলুগু দেশমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডিকে আরও কোণঠাসা করা এই অভিযোগের প্রধান লক্ষ্য।

ওয়াইএসআর কংগ্রেসের প্রধানকে জনমানসে হেয় করার জন্য চন্দ্রবাবু লাড্ডু বিতর্কে ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে অন্ধ্রের রাজনীতিতে জলঘোলা হচ্ছে। দেবতার প্রসাদের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। চন্দ্রবাবু সেই প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেছেন। বরং লাড্ডু বিতর্ককে সামনে রেখে জগনকে গণশত্রুতে পরিণত করার সংকীর্ণ রাজনীতির তরবারিতে শান দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদের এই ভূমিকার নিন্দা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার প্রয়োজন কী, জানতে চেয়েছেন বিচারপতিরা। চন্দ্রবাবু কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের শরিক। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের ছোট শরিক আবার বিজেপি। তদন্তের আগেই প্রসাদি লাড্ডুতে ভেজাল ঘি মেশানোর অভিযোগ জানাতে চন্দ্রবাবুর সাংবাদিক বৈঠক নিয়েও আদালত প্রশ্ন তুলেছে। প্রসাদে পশুর চর্বি মেশানো ঘি মেশানোর অভিযোগ নিঃসন্দেহে তিরুপতি তিরুমালা মন্দিরে হাজার হাজার ভক্তের বিশ্বাস, আস্থায় আঘাত।

জগনের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে না গিয়ে এমন সংবেদনশীল বিষয়কে টেনে আনা সমর্থনযোগ্য নয়। দুর্নীতির যে সব অভিযোগ জগনের বিরুদ্ধে আছে, সেগুলিকে হাতিয়ার করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করতেই পারতেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু তিনি বা বিজেপি সে পথে যায়নি। শীর্ষ আদালত তাই লাড্ডু নিয়ে তদন্ত করার আগে সাংবাদিক বৈঠকে বলার দরকার নিয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই তুলেছে।

চন্দ্রবাবু এবং বিজেপি রাজনৈতিক মোকাবিলার বদলে অপবাদ দিয়ে হেয় করে চটজলদি সাফল্য পাওয়ায় বিশ্বাসী। মানুষের অভাব-অভিযোগের সমাধানের বদলে ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে ভোটে সাফল্য পাওয়া তাদের একমাত্র লক্ষ্য। জগনের আমলে তিরুপতির মন্দিরের লাড্ডুতে ভেজাল ঘি মেশানোর অভিযোগ যাচাই করতে সিট গঠন করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারও রিপোর্ট তলব করেছে। কিন্তু অভিযোগ যাচাই করার আগেই চন্দ্রবাবুদের আস্ফালনে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি পরিষ্কার।

শুধু ক্ষমতা ও ভোট নিয়ে ভাবনাচিন্তার ফসল এই সংকীর্ণতা। চলতি বছরের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করার সময়ও প্রশ্ন উঠেছিল। গেরুয়া শিবির সেসবের পরোয়া করেনি। মোদি ভেবেছিলেন, রাম আবেগকে হাতিয়ার করে লোকসভা ভোটের বৈতরণি অনায়াসে পার করা যাবে। অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাসকে ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে নয়, ভোট পাওয়ার মাধ্যম করে তোলা হয়েছে। তিরুপতি লাড্ডুতে চন্দ্রবাবু একই কৌশল প্রয়োগ করেছেন।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, ধর্ম যার যার-উৎসব সবার। ধর্মীয় উৎসবে সমস্ত মানুষের শামিল হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ভারতের মতো দেশে সব ধর্মেই প্রাণের উৎসব আছে। কে কীভাবে সেই উৎসবে শামিল হবে, সেটা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসঙ্গ। ধর্ম, ধর্মে আস্থা এবং ধর্মীয় উৎসব নিয়ে এই সহজ কথাটি রাজনীতির কারবারিরা উপেক্ষা করে। অথচ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কই থাকার কথা নয়। তবুও ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়িয়ে তার থেকে ফায়দা নিংড়ে নেওয়ার প্রবণতা এ দেশে দীর্ঘদিনের।

যুগ বদলালেও যে অভ্যাসে কোনও পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। রাজনীতির এই নগ্ন খেলা ঠেকাতে তাই নাগরিক সমাজেরই সচেতন, সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতির ফায়দা তোলার প্রবণতায় ছেদ টানতে পারে শুধুমাত্র নাগরিক সমাজ।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

রাজ্যে সিপিএম-কং জোট ডুবন্ত নৌকো

সর্বভারতীয় সিপিএমে কারাতের প্রবেশ ও বঙ্গ কংগ্রেসে অধীরের পতন। দুটো ঘটনাই রাজ্য রাজনীতির বহু অঙ্ক পালটাবে।

প্রসূন আচার্য

সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে রাহুল গান্ধির সম্পর্ক ছিল দারুণ। সীতারামের প্রয়াণে সিপিএম-কংগ্রেসের সম্পর্ক অত মসৃণ থাকবে না।

সীতারাম ইয়েচুরির মৃত্যু বাংলার সিপিএমের কাছে বড় ধাক্কা। কারণ একটাই। ২০১৬ সাল থেকে বাংলায় যে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের শুরু হয়েছে, মাঝে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে কিছুটা ধাক্কা খেলেও, সে ব্যাপারে দক্ষিণী আর স্পষ্ট করে বললে কেরল লবিকে কার্যত চুপ করিয়ে রেখেছিলেন ইয়েচুরিই। গান্ধি পরিবারের সঙ্গে, বিশেষ করে সোনিয়া এবং রাহুলের সঙ্গে সীতারামের সম্পর্ক কীরকম ঘনিষ্ঠ ছিল, নয়াদিল্লিতে ইয়েচুরির স্মরণসভায় সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাহুল নিজেই।

আপাতত সিপিএমের দায়িত্বে আবার তীব্র কংগ্রেস বিরোধী প্রকাশ কারাত। যদিও অস্থায়ী, কিন্তু কেরলে যাঁরা রাজনীতির হাঁড়ির খবর রাখেন, তাঁদের কাছ থেকে শুনলাম, তীব্র কংগ্রেস বিরোধী কেরলের দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের চাপেই প্রকাশকে আবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কেরলেও ভোট হবে। ওখানে সিপিএমের প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস। লোকসভায় রাহুলের পার্টি কেরলে ১৯টি আসন জিতেছে। সিপিএম মাত্র একটি। বলার অপেক্ষা রাখে না, কংগ্রেস কেরলে ক্ষমতায় আসার অপেক্ষায়।

এত কথা বলার একটাই কারণ। আগামীদিনে বাংলায় কী হবে? এখনও পর্যন্ত সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব, আরও স্পষ্ট করে বললে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট কিন্তু কংগ্রেসের হাত ধরে চলার পক্ষে। কেরল যাই ভাবুক, বঙ্গ সিপিএম কিন্তু তাই নিয়ে ভাবিত নয়। এখন তাদের লক্ষ্য শূন্য থেকে আগে যাওয়া যায় কি না। শূন্যের আগে কোনও সংখ্যা বসানো যায় কি না। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন থেকে পথ দখলের নাগরিক আন্দোলন, এসব ব্যাপারে তারা তীব্র মমতা বিরোধিতার স্ট্যান্ড নিয়েছে। কিছুদিন আগে, অধীর চৌধুরী যখন প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বে ছিলেন, তখন সিপিএমের স্ট্যান্ড নিয়ে সেইভাবে আপত্তি তোলেনি হাইকমান্ড। অর্থাৎ সোনিয়া, রাহুল বা খাড়গে। কিন্তু কী দিল্লিতে, কী বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সেতুবন্ধনের যিনি প্রধান কান্ডারি, সেই ইয়েচুরি আজ আর নেই।

ইতিমধ্যেই মমতা বিরোধী অধীরের পরিবর্তে মমতা বিরোধিতায় তুলনায় নমনীয় শুভঙ্কর সরকার রাজ্যে কংগ্রেস সভাপতি হয়েছেন। দায়িত্ব নিয়ে প্রথম দিনই শুভঙ্কর বলেছেন, অকারণে সব ব্যাপারে মমতা বা তৃণমূল বিরোধিতায় তিনি যাবেন না।

২২ অগাস্ট দিনটি আমাদের এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ওই দিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণসভা ছিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ওই দিন শেষবারের জন্য অসুস্থ সীতারাম তাঁর প্রাক্তন কমরেডকে নয়াদিল্লির এআইএমএস-এর আইসিইউ থেকে লাল সেলাম জানিয়ে ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছিলেন। একই সঙ্গে বুদ্ধদেবের স্মরণসভায় এই বাংলায় ২০১৬ সালে সিপিএমের সঙ্গে জোটের প্রধান কান্ডারি আব্দুল মান্নান, তাঁর সঙ্গে প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ এসেছিলেন। ওই দিনের পর দেড় মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস এবং সিপিএম, দুই দলই সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উপরেই নির্ভর করে চলে। কার্যত সিপিএম বাংলায় প্রান্তিক দলে পরিণত হলেও তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কম। তবু বুদ্ধদেব জীবিত থাকায় এবং দিল্লিতে ইয়েচুরি থাকায় বাংলা সিপিএম ভিন্ন পথে চলতে পেরেছিল।

তবে আরজি করের ঘটনার পর যে ভাবে প্রতিদিন অধীর প্রচণ্ড চাপে পড়া মমতার উপরে বোমাবর্ষণ করছিলেন, তাতে ক্ষুব্ধ মমতা একদিন সোজাসুজি ইন্ডিয়া ব্লকের অন্যতম কান্ডারি গান্ধি পরিবারের বন্ধু লালুপ্রসাদকে ফোন করে বলেন, তাহলে তিনি কি ইনডি ব্লক ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন? তৃণমূলের পক্ষ থেকে একই বার্তা দেওয়া হয় মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ারকেও। অধীর সম্পর্কে এর আগেও লালুপ্রসাদ মমতার ক্ষোভের কথা রাহুলকে বলেছিলেন। এবারের ঘটনার পর রাহুল এবং খাড়গে রীতিমতো চাপে পড়ে যান। তারপরই অধীর বিদায়।

আরজি করের ঘটনার পর যেভাবে প্রতিদিন অধীর প্রচণ্ড চাপে পড়া মমতার উপরে বোমাবর্ষণ করছিলেন, তাতে ক্ষুব্ধ মমতা একদিন সোজাসুজি ইন্ডিয়া ব্লকের অন্যতম কান্ডারি গান্ধি পরিবারের বন্ধু লালুপ্রসাদকে ফোন করে বলেন, তাহলে তিনি কি ইনডি ব্লক ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন? তৃণমূলের পক্ষ থেকে একই বার্তা দেওয়া হয় মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ারকেও। অধীর সম্পর্কে এর আগেও লালুপ্রসাদ মমতার ক্ষোভের কথা রাহুলকে বলেছিলেন। এবারের ঘটনার পর রাহুল এবং খাড়গে রীতিমতো চাপে পড়ে যান। তারপরই অধীর বিদায়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে ৪২ জন সাংসদের দল তৃণমূল এই মুহূর্তে কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে সিপিএমের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এখন কথা হচ্ছে, সর্বভারতীয় সিপিএম আর বঙ্গ কংগ্রেসে দুই পরিবর্তনের কতটা প্রভাব বাংলায় পড়বে? সিপিএমের ক্ষেত্রে কারাত এবং প্রদেশ কংগ্রেসে শুভঙ্করের প্রভাবে এই রাজ্যের রাজনীতি কতটা পালটাবে?

গত লোকসভা ভোটের নিরিখে জোট হিসেবে দুই দল লড়াই করলেও কংগ্রেস খাড়গে, রাহুল, বেণুগোপাল (কেরলের এই সাংসদ তীব্র সিপিএম বিরোধী হিসেবে পরিচিত) মিলে সিদ্ধান্ত নেন, অধীরের পরিবর্তে শুভঙ্কর সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। দলের পক্ষ থেকে রাতে এই কথা শুভঙ্করকে প্রথমে ফোন করে বলা হয়। পরে এআইসিসি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

একটি লোকসভা আসন জেতে এবং ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে ছিল। আর অধীরের জেলা মুর্শিদাবাদে একটি আসনে (যেখানে সেলিম লড়েছিলেন) সিপিএম এগিয়ে। অর্থাৎ কংগ্রেস নিজের ক্ষেত্রে সিপিএমের থেকে এগিয়ে। দক্ষিণ মালদা জেতা ছাড়াও উত্তর মালদায় তিন লাখের বেশি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। বীরভূমে মিল্টন রশিদ দুই লাখের বেশি ভোট পেয়েছেন। রায়গঞ্জে ভিক্টরও তাই। অর্থাৎ কংগ্রেস রাজ্যে সিপিএমের তুলনায় বেশ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায়।

কংগ্রেস হাইকমান্ড কোনওভাবেই চায় না, বাংলায় কংগ্রেস আবার শূন্য হোক। এটাও চায় না, মমতা ইন্ডিয়া ব্লকের প্রতি বিরূপ হোক। হাই কমান্ড এটাও জানে, বাংলায় কংগ্রেস এককভাবে বা অন্য জোটের উপর ভর করে আগামী এক যুগ ক্ষমতায় আসতে পারবে না। বরং যদি মমতার সঙ্গে থেকে কিছু বিধায়ককে জেতানো যায়, সেটা ভালো। কারণ, তারা সর্বভারতীয় দল।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গ সিপিএম যতই কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করুক, সেই সম্ভাবনা ক্রমেই কমছে। কংগ্রেসের ঘরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, তৃণমূল কি আমাদের জেতার মতো আসন কিছু ছাড়বে? আসলে কংগ্রেস চিরকাল ক্ষমতাকেন্দ্রিক দল। এই রাজ্যে ৪৭ বছর ক্ষমতায় না থাকলেও অনেকদিন কিছু বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু তাও আজ শূন্য।

রাজনীতিতে শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা খুবই কঠিন। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার। কেরলের দুই নেতা কারাত আর বেণুগোপাল (এই মুহূর্তে রাহুল এবং খাড়গের সব থেকে বিশ্বস্ত নেতা, কেরলে আগামী মুখ্যমন্ত্রীর মুখ), দুজনের কেউই চান না, কংগ্রেস-সিপিএম জোট হোক। সেই সম্ভাবনাই আগামীদিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৫

বিশিষ্ট গায়িকা প্রতিমা বড়ুয়া পান্ডের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৩

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী সাধনা বসু।

আলোচিত

যারা মানুষের সেবা করে, তারা কাজটা করে পুরোপুরি নিঃশব্দে। আর যারা কাজ করে না, তারা বকবক করে। বকে বেশি। আমি চাই, কথা কম, কাজ বেশি। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এখন।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

অমৃতসরে বাড়ির পাঁচিল টপকে ঢুকেছিল ৩ চোর। মুখে কালো কাপড়। তাদের দেখে এক মহিলা সদর দরজা বন্ধের চেষ্টা করেন। উলটো দিক থেকে চোররাও দরজা ঠেলতে থাকে। সোফা দিয়ে দরজা বন্ধ করতে সফল হন মহিলা। পালিয়ে যায় চোররা।

ভাইরাল/২

দুবাইগামী বিমানযাত্রীর তোলা ভিডিও ভাইরাল। ফুলঝুরির মতো আলোর গোলা ধেয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে উল্কাবৃষ্টি। আদতে সেটা নয়। এগুলি ইজরায়েলের দিকে ছোড়া ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল।

জনমন জনমত

হারিয়ে যাচ্ছে একচালার প্রতিমা

হাতেগোনা আর কয়েকটা দিন বাকি পুজোর। মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমাদর্শন বাঙালির চিরকালীন অভ্যাস। এটা ছাড়া পুজো যেন অসম্পূর্ণ। তবে ইদানীং মণ্ডপে আর দেখতে পাই না সাবেকি একচালার প্রতিমা। একচালার প্রতিমা অনেকের পছন্দের, কেননা তার মধ্যেই যেন ফুটে ওঠে বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারের ছবি।

বিভিন্ন আবাসন, বাড়ির পুজো ছাড়া একচালার প্রতিমা আর দেখাই যায় না। তবে প্লেনে নিয়ে যাওয়া সুবিধা বলে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে এই ধরনের প্রতিমার চাহিদা বেশি। কিন্তু একচালার প্রতিমা তৈরি অনেক বেশি সময় ও শ্রমসাপেক্ষ বলে এখন আর অনেক শিল্পীই তা বানান না।

একচালার প্রতিমার মতোই বাঙালির একান্নবর্তী পরিবার এখন আর নেই বললেই চলে। তাই সেই হিসেবে মনে হতে পারে যে, পাঁচচালার প্রতিমাই যেন আধুনিক সময়ের প্রতিফলন।

তবে পাঁচচালার প্রতিমা প্রথম তৈরি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে, ১৯৩৮ সালে। তৈরি করেছিলেন শিল্পী গোপেশ্বর পাল আর তাঁর সহকর্মীরা। সে বছর পঞ্চমীর দিন পুড়ে যায় কুমোরটুলি সর্বজনীনের একচালার প্রতিমা ও মণ্ডপ। সেইসময় পুজোর সভাপতি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনিই রাতারাতি সমস্যা সমাধানে নতুন প্রতিমা তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগী হন। একচালার প্রতিমা বানানো শ্রম ও সময়সাপেক্ষ, মাত্র একদিন সময়, তাই কম সময়ে প্রতিমা তৈরি করা হয় পাঁচটি কাঠামোয়।

তবে একথা স্বীকার্য, প্রতিমা যেমনই হোক না কেন, পুজোর সময় সেই সূত্রেই মৃৎশিল্পীদের কিছু লক্ষ্মীলাভ হয়, তাঁদের মুখে হাসি ফোটে। উৎসবকে ঘিরে লাভের মুখ দেখেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।

উৎসবের আসল সার্থকতা এখানেই।

অরিন্দম ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

রাজমহল পাহাড়ে বৃষ্টি হলে জীবন বদল

জলের নাম কি সবসময় জীবন? মালদা-মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে মানুষের অন্য কথা। নদীতীরে অনেকে চোখের জলে ভাসেন।

শিমূল সরকার

লম্ফটা দমকা হাওয়ায় ফট করে নিভে গেল। মোবাইলের আলোয় হারুন শেখ দেখে কাঠিটা তখনও জেগে আছে। চরাচর নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা। এই বছর বৃষ্টি কম। তবু মহেশগঞ্জের নদীর পাড়ের জমিতে ঝিঙে, করলা ঢেলে ফলেছে। কয়েকদিন পরেই হাটে নিয়ে যাবে। দু'বেলা দেখে আর হিসেব কষে! হঠাৎ সোনালি আকাশে কে যেন কাঠকয়লা ঘষে দিল।

ফরাক্কার হুসেনপুর, নয়নসুখ, মহেশতলা বা সামশেরগঞ্জের চাচন্ড, প্রতাপগঞ্জ, শিকদারপাড়ায় ভরা বর্ষায় সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। মালদার ভূতনি, মানিকচক, রতুয়ার মতো। একবারেও গান গায়নি, মেঘ দে-পানি দে! তারপরেও কেন আকাশ ফুটো? খবর শোনেনি, নিম্নচাপ হয়েছে? নিম্নচাপ খায় না গায়ে মাখে? আশ্বিনের রাতে হারুনের কপাল পুড়ল। উঠোনে পুঁতে রাখা পাটকাঠির উপরে জল চড়ল। বিবির কোলে ছোট্ট সন্তান। ঘরের মাটির মেঝে ভিজে গেল। সামনের রাস্তায় জল। নদীর পাড়ে বাড়ি। গঙ্গা কখন যে ফুঁসে উঠবে কে জানে।

কঠিন এক বাস্তব। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো- এত জল, খাবার জল কোথায়? রিলিফের চাল, গম কীভাবে রান্না করবে? তবু ওই ঘোলা জলেই রান্না হয়। গ্যাস নেই। পাটকাঠি ভিজে একশা। দেশলাই জেলে আগুন ধরাতে বিস্তর ধোঁয়া হয়, আঁচ ওঠে না।

নদীর ভাঙনে পাঁচ বছর আগে হুসেনপুরের লোকেরা এমন বাদল দিনে পালিয়ে এসেছিল। গঙ্গা তাদের ঘরদোর সব গিলে খেয়েছে। বিডিও অফিসের সামনে ঠাঁই নিয়েছে। চাষের জমি গিয়েছে। এখন ওই টোটো বা দোকানে কাজ করে দিন চলে। পিতা-পিতৃব্যের চাষের পেশা, নদীর সঙ্গে লড়াইয়ে বিবর্তিত। জমি জলে গেলে কে উদ্ধার করবে?

আহিরন, মিঠেপুর, সেকেন্ডার গল্প প্রায় কাছাকাছি। শীতের ফসল বুনেছিল। জল উঠে কোথাও বাঁশলৈ কোথাও পদ্মা দিয়েছে ভাসিয়ে। ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পাহাড়ে বৃষ্টি হলে উঠোনে মাছ নামে।

এই ফসল তাদের ভরসা। গোরু পোষে, আছে দুধ বেচার কাজ। সেই দুধেই তো শহরের বাবুদের চায়ে রং ধরে। গোরুকে এই বর্ষার জাবনা দেওয়া, জোঁক, সাপের হাত থেকে রক্ষা করা বড্ড কঠিন। চন্দ্রবোড়া, কালাচ যেন বেড়েই চলেছে।

ফরাক্কার বাঁধ তৈরির সময়ে বাবা-কাকারা আশা করেছিলেন, এবার গঙ্গা-পদ্মা বাগে আসবে। বাম তীরের বহু গ্রামের কপাল পুড়েছে। এই বর্ষাতে তাদের ক্ষতি ফসলের। অশনিসংকেত যখন জল নামবে। মাটির নীচে যেন সিঁদ কাটবে। কথায় বলে, জলের নাম জীবন। মালদা-মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে সেটাই উলটে গিয়েছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কতজন চোখের জলে বলল, ওইখানে আমার জমি ছিল। ওইখানে ছিল বাড়ি। কেউ বলে গঙ্গায় স্নান করে আসতে পথেই ভিজে কাপড় শুকিয়ে যেত। এখন পড়শির বাড়ির ছাদে, স্কুলবাড়ির ছাদে স্বপ্ন দেখতে হয়। বালির বস্তা থাকছে। ফি বছর এটাই ভবিতব্য!

গঙ্গা-পদ্মার পাড়ে অদ্ভুত এক কোলাজ উঠে আসে। কিছু মানুষ পলি জমে ভালো ফসলের আশা করেন, কেউ বন্যার জলে মাছ ধরার স্বপ্ন দেখেন। পচুইয়ের হাঁড়ি ভেসে, কাজু মিঁয়ার মাথায় হাত। থানার দারোগাবাবু পরোয়ানা খারিজ বন্ধে চিন্তায়! পানীয় জলের একমাত্র উৎস টেপাকলে পেট খারাপের ঠিকানা। ঘরের কোণে সরীসৃপের হিমশীতল ছোঁয়া।

আশ্বিনের রাত মানে কারও কাছে আবেগ, তো কারও কাশফুল ঝরে গিয়েছে। এই বৈচিত্র্য হয়তো জীবনের অন্য আকর্ষণ।

(লেখক পুলিশ অফিসার। প্রাবন্ধিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫৪

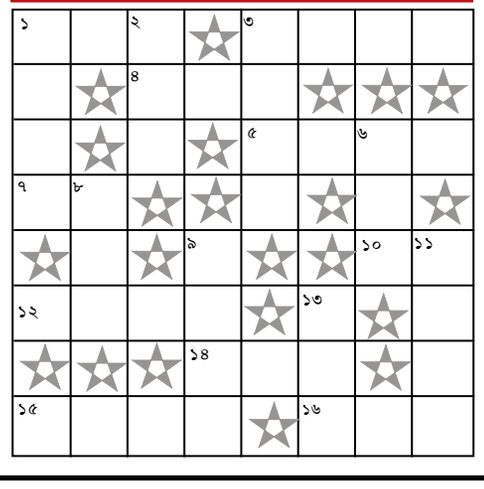

পাশাপাশি : ১। দশমহাবিদ্যার একজন দেবী ৩। এই দেবী ১৮ হাত দিয়ে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ৪। ময়ূরের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫। যে অল্পেই মারমুখী হয়ে ওঠে ৭। কোমরে বাঁধার কাপড় ১০। ছোট আকারের পতঙ্গ ১২। হাতের আঙুলে পরার বর্ম ১৪। চূড়ান্ত সর্বোচ্চ বা অমোঘ ১৫। যিনি দুর্গাকে সিংহ দিয়েছিলেন ১৬। মেয়েদের কেশবিন্যাস।

উপর-নীচ : ১। ভদ্রকালীর আট যোগিনীর একজন ২। শুকনো জ্বালানি কাঠ ৩। যার সঙ্গে তুলনা করা হয় ৬। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় ৮। আবিষ্ট বা মুগ্ধ ৯। বাজে খরচ বা ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করা ১১। সাহরানপুরে এই দেবীর মন্দির আছে ১৩। রামগড়ুরের বাসা যা দিয়ে ঠাসা।

সমাধান ■ ৩৯৫৩

পাশাপাশি : ২। ভদ্রকালী ৫। মজুরি ৬। গরহাজির ৮। মল ৯। আম ১১। অপরাজিতা ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া।

উপর-নীচ : ১। হৈমবতী ২। ভরি ৩। কাশ্মীর ৪। সম্ভর ৬। গল ৭। হারেম ৮। ময়রা ৯। আতা ১০। নারায়ণী ১১। অম্বিকা ১২। জিরান ১৩। বিড়া।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পিতৃপক্ষের অবসান। মহালয়ার সকালে কলকাতার বাবুঘাটে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ। – আবির চৌধুরী

ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ ভারতের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সমান্তরালে তীব্র হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য সংকট। মঙ্গলবার ইজরায়েলের ওপর ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম। ইজরায়েলের পক্ষে-বিপক্ষে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে মেরুকরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ইজরায়েল, ইরান দু-দেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ভারতের বিদেশনীতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

মঙ্গলবার ইজরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ইরানের হামলার পরেই ভারতীয়দের সতর্ক করে নির্দেশিকা জারি করেছে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতীয়রা যেন ইরান না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইরানে বসবাসকারী এদেশের নাগরিকদের তেহরানে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। বুধবার ওয়াশিংটনে জয়শংকর বলেন, 'এটা খুব কঠিন সময়। এখন পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখা ও আলোচনার গুরুত্বকে লঘু করা সম্ভব নয়। শান্তি বজায় রাখতে আমাদের পক্ষে যেটা করা সম্ভব সেটাই করব। শুধু লেবানন নয়, লোহিত সাগর, হুথি, ইরান, ইজরায়েলে যা হচ্ছে আমরা সবকিছু নিয়েই উদ্বিগ্ন।' স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের সমর্থক হলেও ভারত যে ইজরায়েলের সঙ্গে বোঝাপড়া বজায় রাখতে আগ্রহী সেই বার্তা দিয়েছেন জয়শংকর। তিনি বলেন, '৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যা হয়েছে তাকে আমরা জঙ্গি হামলা বলেই মনে করি। ইজরায়েলকে অবশ্যই জবাব দিতে হত। তবে আমাদের মতে, রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক আইন এবং ন্যায়-নীতি মেনে হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন আমাদের সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহলকে সক্রিয় হতে হবে।'

তেহরান-বেইরুটে বিজয়োৎসব
ইরানকে ফল ভুগতে হবে : নেতানিয়াহু

তেল আভিভ, ২ অক্টোবর : কূটনৈতিক মহলের আশঙ্কাই সত্যি হল। মঙ্গলবার রাতে ইজরায়েলের ওপর ইরানের 'ক্ষেপণাস্ত্র বৃষ্টি'র জেরে কার্যত যুদ্ধের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল মধ্যপ্রাচ্য। হামলার বদলে পালটা হামলার নীতি মেনে ইরানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বুধবার তিনি বলেন, 'গতকাল ইরান বড় ভুল করেছে। এজন্য ওদের চড়া দাম দিতে হবে।'

মঙ্গলবার ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে তারা প্রায় ৪০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে বলে দাবি ইরানের। ইজরায়েলের সরকারি মুখপাত্র অবশ্য ১৮১টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কথা জানিয়েছেন। হামলায় ইজরায়েলে প্রাণহানির কথা জানা না গেলেও বেশ কিছু পরিকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে। গাজায় হামাসকে কোণঠাসা করার পর কয়েকদিন ধরে লেবাননে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার জন্য বিমান হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। সোমবার ভোররাত থেকে তারা লেবাননে স্থল অভিযানও শুরু করেছিল। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের ওপর ইরানের হামলা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর জেরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবলতর হল কি না তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

ইজরায়েলের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে। ওই এলাকায় বাড়তি বাহিনী পাঠানো হচ্ছে। ইজরায়েল আক্রান্ত হলে আমেরিকা চুপ করে বসে থাকবে না। ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক দেশ ইজরায়েলের ওপর হামলার নিন্দা করেছে। পালটা আমেরিকাকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে দূরে থাকার 'পরামর্শ' দিয়েছে ইরান। অন্যদিকে, ইরানের পাশে দাঁড়িয়েছে সিরিয়া, লেবাননের হিজবুল্লা ও হুথি গোষ্ঠী এবং প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরাকও ঝুঁকে রয়েছে ইরানের দিকে। আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে সক্রিয় হলে রাশিয়া ও চিন পালটা পদক্ষেপ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ বৃহত্তর সংঘাতে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

ইরানের তরফে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরেই তেহরান ও বেইরুটে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে উৎসবে মেতেছেন। অনেকের হাতে ছিল ইজরায়েলি হামলায় নিহত হিজবুল্লা নেতা হাসান নাসরুল্লার ছবি ও পতাকা। পোড়ানো হয়েছে আতশবাজি। কয়েকজনকে আনন্দে শূন্যে গুলি ছুড়তে দেখা গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য সংকট জটিল হতেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। বুধবার ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম সাড়ে ৭৪ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে। মঙ্গলবারের চেয়ে যা ১ শতাংশ বেশি।

হামলাস্থল থেকে বিড়ালছানাকে উদ্ধার মহিলার। বেইরুট।

একনজরে
- ইরানের তরফে ১৮১টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কথা জানিয়েছে ইজরায়েল
- নেতানিয়াহুর পাশে আমেরিকা
- ইরানের সমর্থনে সিরিয়া, হিজবুল্লা, হুথি এবং হামাস
- তেহরান, বেইরুটে বিজয়োৎসব
- চড়ছে তেলের দাম

নবরাত্রিতে কোপ আমিষ খাবারে

অযোধ্যা, ২ অক্টোবর : আসন্ন নবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় সব ধরনের আমিষের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল স্থানীয় প্রশাসন। ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে নবরাত্রি। চলবে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। ওই সময়ে মাছ, মাংস সহ সব ধরনের আমিষ পণ্য বিক্রি, বিতরণ ও পরিবেশন বন্ধ থাকবে বলে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন অযোধ্যার খাদ্য ও ওষুধ সুরক্ষা বিভাগের সহকারী কমিশনার। এই নির্দেশ মাছ-মাংস বিক্রেতা ছাড়াও হোটেল ও রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

পুনেতে কপ্টার দুর্ঘটনা, মৃত ৩

পুনে, ২ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের পুনেতে কপ্টার দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, ঘন কুয়াশায় দিশাহারা হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। অক্সফোর্ড গলফ ক্লাবের হেলিপ্যাড থেকে উড়েছিল বেসরকারি সংস্থার কপ্টারটি মুম্বইয়ের জুহুর উদ্দেশে রওনার পথে এই দুর্ঘটনা।

ভেঙে পড়ার কিছু পরেই কপ্টারটিতে আগুন ধরে যায়। কপ্টারে থাকা দু-জন পাইলট ও এক ইঞ্জিনিয়ারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মণিপুরে হত কুকি কমান্ডার

ইম্ফল, ২ অক্টোবর : মণিপুরে অশান্তি অব্যাহত। বুধবার চূড়াচাঁদপুরের লিসাং গ্রামের কাছে ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল আর্মির এক স্বঘোষিত কমান্ডারকে গুলি করে খুন করল অজ্ঞাতপরিচয় কিছু দুষ্কৃতী। নিহতের নাম সেইখোহাও হাওকিপ।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ ওই হামলার ঘটনা ঘটে। এদের পর এক হামলা এবং অশান্তির ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং অবশ্য আশাবাদী। তিনি মণিপুরে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা মেইতেই বনাম কুকি গোষ্ঠী হিংসার ঘটনায় লাগাম টানতে সমস্ত সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক আলোচনায় বসার আর্জি জানিয়েছেন।

বুধবার মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, 'আমি সবাইকে সত্য, অহিংসা এবং স্বচ্ছতার আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর্জি জানাচ্ছি। আসুন রাজ্যের সংকট কাটাতে আমরা সবাই মিলে রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিই।'

অভিযোগ রেলমন্ত্রীর
৬১ প্রকল্প আটকে রাজ্যে

কলকাতা, ২ অক্টোবর : এই রাজ্যে আটকে থাকা রেল প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকেই দুষলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। বুধবার শিয়ালদায় একগুচ্ছ রেল প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে তিনি রাজ্য সরকারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেন, 'জমি জট ও অন্যান্য কারণে এই রাজ্যে ৬১টি প্রকল্প আটকে রয়েছে। রাজ্য সরকার সহযোগিতা করলে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দও রয়েছে।' রেলমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। এই রাজ্যের সঙ্গে বরাবরই কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ।

রেলমন্ত্রী এদিন বলেন, 'রাজ্যের রেল পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে রেলমন্ত্রক অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু রাজ্য সরকার আগ্রহ দেখাচ্ছে না। রাজ্য প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে এক পা এগোলে কেন্দ্রীয় সরকার দশ পা এগোবে। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও রাজ্য এক পা-ও এগোচ্ছে না।' তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'দু-দফায় রেলমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যের জন্য যে প্রকল্পগুলি অনুমোদন করেছিলেন, আগে সেগুলো বাস্তবায়িত করুন। এই রাজ্যে রাজনীতি করতে আসবেন না। এখন রেল দফতর যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিতেই ব্যর্থ। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটছে। আপনি নিজের দায়িত্ব পালন করুন।'

বৈষ্ণোকে শমীক
শিয়ালদার নাম বদলের প্রস্তাব

কলকাতা, ২ অক্টোবর : এবার শিয়ালদা স্টেশনের নাম বদলের প্রস্তাবকে ঘিরে জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হল। বুধবার শিয়ালদা স্টেশনে একগুচ্ছ রেল প্রকল্পের উদ্বোধনে এসেছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। রেলমন্ত্রীর সামনেই বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য প্রস্তাব দেন, শিয়ালদা স্টেশনের নাম বদল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্টেশন করা হোক। কারণ দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী শিয়ালদায় এসেছিলেন। তাঁদের এরাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাই তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে এই স্টেশনের নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্টেশন করা হোক। তবে বিজেপির সাংসদের এই প্রস্তাব নিয়ে রেলমন্ত্রী কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। শমীক বলেন, 'শিয়ালদা স্টেশনের নাম বদলের দাবি আমরা দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাচ্ছি। এদিন রেলমন্ত্রীর সামনে আমরা সেই দাবি আবার জানালাম।'

কিন্তু বিজেপির এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'শিয়ালদা স্টেশন ঐতিহ্যবাহী। বিজেপি কাউকে সম্মান করতেই পারে। কিন্তু তাই বলে একজনের নামেই সব জায়গার নাম হবে, এটা তো হতে পারে না। তাছাড়া শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে তো কলকাতা বন্দরের নাম করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে আবার নতুন করে কেন শিয়ালদা স্টেশনের নাম বদলের এই প্রস্তাব আনা হচ্ছে? এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি না।'

বাঙালি শ্রমিকের মৃত্যু
মমতাকে তোপ বোসের

চেন্নাই ও কলকাতা, ২ অক্টোবর : অনাহারে মৃত্যু হল পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাজের খোঁজে তামিলনাড়ু যাওয়া এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম সমর খাঁ। তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। এই ঘটনায় বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের তীব্র নিন্দা করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপাল বলেন, 'মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে আমার সাংবিধানিক সহকর্মী। গান্ধিজির প্রিয় দরিদ্র নারায়ণের কি এইভাবে খেয়াল রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? ভগবান যেন সবাইকে সুমতি দেন।' সোমবার চেন্নাইয়ে সমর খাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে অনাহার বলে জানিয়েছে। কাজের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের যে দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হয় তা নিয়েও সরব হয়েছেন রাজ্যপাল।

গ্রেটার চেন্নাই কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, 'দালালের মাধ্যমে পোন্নেরিতে গিয়েছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। কিন্তু ওই দালাল তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করে। নিজেদের সঙ্গে থাকা টাকাপয়সাও শেষ হয়ে যায় তাঁদের।' ১৬ সেপ্টেম্বর এগমোর চেন্নাই সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে ৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। রেল পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে। পাঁচদিন ধরে তাঁরা শুধুমাত্র জল ছাড়া আর কিছুই খাননি। ডায়ারিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যান তাঁরা। রেল পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে এবং খবর দেয় হাসপাতালে। পাঁচজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সোমবার সমর খাঁর মৃত্যু হয়।

রাজভবনের এক আধিকারিক বলেন, 'বাংলার মানুষের সবথেকে বড় দুর্দশা হল রাজ্যে কাজ নেই। রাজ্যে কোনও কাজ নেই। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন।' অন্যদিকে মৃত সমর খাঁর দেহ ইতিমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরে তাঁর বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকেদের দুর্দশা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে চেন্নাইয়ে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল। হাসপাতাল ও শেল্টার হোমগুলিতে তাঁরা কীভাবে রয়েছেন সেটা খতিয়ে দেখতে রাজভবনের আধিকারিকদেরও পাঠিয়েছেন তিনি। তাঁদের বাড়িতে ফেরত পাঠানোর বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি নিজেদের রাজ্যে কোনও কাজের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারকে আর্জি জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপালের মন্তব্যের সমালোচনা করে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প নিয়েছে। তাঁদের এই রাজ্যে কাজের ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়াও চলছে। রাজ্যপাল সবকিছু জানেন না। রাজ্যের বিরোধিতা করাই ওঁর প্রধান কাজ।' অন্যদিকে শাসক দলকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'রাজ্য সরকার কোনওদিনই কর্মসংস্থানের কথা ভাবেনি। শুধু উদ্বোধন আর প্রচার করে গিয়েছে। সেই কারণেই রাজ্যের শ্রমিকদের অন্য রাজ্যে যেতে হয়।'

৫৬৫ কেজি কোকেন উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর : দশেরা ও দেওয়ালি উৎসবের আগে বিপুল পরিমাণ কোকেন উদ্ধার করল দিল্লি পুলিশ। একইসঙ্গে বুধবার বেআইনিভাবে মাদক রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪ জনকে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজধানীতে এটাই সর্বকালের সর্বোচ্চ মাদক উদ্ধার। ৫৬৫ কেজি কোকেনের চোরাবাজারে দাম প্রায় ২০০০ কোটি টাকা।

পিকে'র দলের আত্মপ্রকাশ

পাটনা, ২ অক্টোবর : বুধবার মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন থেকে পথ চলা শুরু করল ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর বা পিকের নতুন রাজনৈতিক দল জন সুরাজ। আগামী বছর বিহারে বিধানসভা ভোটে সমস্ত আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিকের দল। নতুন দলের কার্যনির্বাহী সভাপতি হয়েছেন প্রাক্তন কূটনীতিক মনোজ ভারতী। তবে পিকে কোন দায়িত্বে রয়েছেন সেটা স্পষ্ট নয়। পিকে বলেছেন, 'জন সুরাজ যদি আগামী নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসে তাহলে বিহারে মদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেবেন।'

পেলোডারে পিষে পড়ুয়ার মৃত্যু

কলকাতা, ২ অক্টোবর : মহালয়ার সকালে পেলোডারে পিষে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা। তার কাজই চলছিল। বুধবার সকালে সাইকেল নিয়ে পড়তে যাচ্ছিল নবম শ্রেণির পড়ুয়া। দীনেশনগর অটোস্ট্যান্ডের কাছে একটি গাছের গোড়ায় দাঁড়ায় সে। তখনই পেলোডার পিষে দেয় তাকে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ওই পড়ুয়াকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে রাস্তার অবস্থা খারাপ। ঘটনার দীর্ঘক্ষণ পরে পুলিশ এসেছে।

স্থানীয় কাউন্সিলার অনীতা কর মজুমদার ঘটনাস্থলে আসেননি। এই নিয়ে যখন তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তখন একদল দুষ্কৃতী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ শহরতলি) বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। ঘাতক ওই পেলোডারের চালক এখনও পলাতক। তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার। – রাজীব মণ্ডল

৪০০ পুজোর উদ্বোধন মমতার

কলকাতা, ২ অক্টোবর : আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে একদিকে যখন কলকাতায় রাজপথে মিছিল বেরিয়েছে, তখন কলকাতা ও জেলার পুজো উদ্বোধন প্রক্রিয়া শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে দলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র উৎসব সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও করেন মমতা। কয়েকদিন আগে রাজ্যবাসীকে উৎসবে ফেরার আহ্বান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এদিন নিজেই 'জাগো বাংলা'র অনুষ্ঠানে পুজোর প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রশ্ন তুলে বলেন, 'অনেকে বলেন, কেন পুজো করব, কেন উৎসব করব। কথায় আছে, বারো মাসে তেরো পার্বণ। আমরা সব কাজ করি, ধর্মকর্ম মানি। আমরা সেটাই সবসময় করে থাকি। যারা কাজ করে, তারা নিঃশব্দে কাজ করে। আর যারা কাজ করে না, তারা বকবক করে যায়।'

এদিন কলকাতা সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ৪০০টিরও বেশি পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নারী সুরক্ষার বিষয়ও তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, 'পুজোর দিনগুলিতে সব এলাকায় শান্তিতে পুজো করবেন। বিশেষ করে মা-বোনেদের খেয়াল রাখবেন। আমার পুজো উদ্বোধন করা শুরু হয়েছে। এটা চলবে।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী হাতিবাগান সর্বজনীন, চেতলা অগ্রণী সহ কলকাতার বেশ কিছু পুজো উদ্বোধন করেন।

নির্যাতিতার বাড়িতে ফের সিবিআই

কলকাতা, ২ অক্টোবর : আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বুধবার বেলা ১২টায় সিবিআইয়ের এক প্রতিনিধিদল নির্যাতিতার বাড়িতে যায়। তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে তারা। নির্যাতিতার ঘরে এক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি করে এক মহিলা সহ তিন সদস্যের সিবিআইয়ের দল। আগেও একাধিকবার নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, নির্যাতিতার বাবার তরফে সিবিআইয়ের কাছে একটি চিঠি যায়। তাতে তদন্ত সংক্রান্ত বেশকিছু বিষয় ও সন্দেহভাজন কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা ছিল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্যাতিতার বাবার এই চিঠিটি সিবিআইকে গুরুত্ব সহকারে দেখার নির্দেশ দেয়। জানা গিয়েছে, এই চিঠির বিষয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন তদন্তকারীরা। দেড় ঘণ্টা সোদপুরের বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকরা থাকার পর দুপুর দেড়টা নাগাদ সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

আরজি করে হুমকি সংস্কৃতির বিশেষ তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছিল। বেশ কয়েকজন সিনিয়ার ও জুনিয়ার চিকিৎসককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই তদন্ত কমিটি। এবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিলেন কমিটির সদস্যরা। একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। সূত্রের খবর, ৩৭ জনের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয়টি উঠেছে। এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পুলিশের মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আরজি করের ঘটনার মাঝেই এদিন সকালে ওই হাসপাতালে রাতে এক কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

আরজি করে বসল নির্যাতিতার মূর্তি

কলকাতা, ২ অক্টোবর : তিলোত্তমার খুনের বিচার চেয়ে বুধবার ফের উত্তাল হল কলকাতা। জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে মহামিছিলে শামিল হলেন সমাজের সব স্তরের মানুষ। মিছিল শেষে ধর্মতলায় মহাসমাবেশে নির্মম এই খুনের বিচার চাইলেন সকলেই। এর আগে এদিন সকালে আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার মূর্তি বসানো হয়। জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে পূর্ণ কর্মবিরতি চলছে। পুজোর সময় আন্দোলন কোন পথে এগোবে তা শীঘ্রই জানানো হবে বলে এদিনের মহা সমাবেশের মঞ্চ থেকে জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

বুধবার সকালে আরজি কর হাসপাতাল চত্বরের প্ল্যাটিনাম জুবিলি হলের সামনে অধ্যক্ষের ঘরের কাছে বসানো হয় নির্যাতিতার ওই প্রতীকী

মূর্তি। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের এমএসভিপি সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় সহ জুনিয়ার ডাক্তাররা। বিনা পারিশ্রমিকে ফাইবার গ্লাসের ওই প্রতীকী মূর্তিটি গড়েছেন শিল্পী অসিত সাঁই। নাম দেওয়া হয়েছে 'সময়ের কান্না'। তবে যন্ত্রণাকাতর ওই মূর্তিটি বসানো নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। কুণাল ঘোষ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'তিলোত্তমার নামে এই মূর্তিটি বসানো সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যের স্পিরিটের পরিপন্থী। কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তি এটা করতে পারেন না। শিল্পের নামেও না। প্রতিবাদ, ন্যায়বিচারের দাবি থাকবেই। কিন্তু মেয়েটির যন্ত্রণার মুখ দিয়ে মূর্তি বানানোও ঠিক নয়।' জুনিয়ার ডাক্তারদের কাজে ফেরার আবেদন জানিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'প্রিয় ডাক্তাররা, আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে আমিও আছি। তাই সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। তবে এবার কাজে ফিরুন, এভাবে মানুষের কষ্ট বাড়াবেন না।'

বুধবার মহালয়ার ভোর থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন শহরে। তিলোত্তমা খুনের বিচার চেয়ে ভোরেই রাস্তা দখল নিয়ে পথে আঁকা হয়েছে প্রতিবাদী ছবি, হয়েছে পথনাটিকা। অনেক জায়গায় ঢাক বাজিয়ে পোস্টার হাতে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন মানুষ। নির্যাতিতার আত্মার শান্তি কামনায় বহু জায়গায় গণ তর্পণ করা হয়েছে।

এদিন দুপুরে তাঁদের ডাকে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহামিছিল হয়। মিছিলে যোগ দেন সমাজের সব স্তরের মানুষ। যোগ দেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার, উষসী চক্রবর্তীরা। উষসী বলেন, 'মহালয়া মানে অসুর নিধন, অশুভ শক্তির বিনাশ। সমাজে যেসব অশুভ অসুর আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের শাস্তির দাবিতে এই মিছিল। যত দিন না তাদের বিনাশ হচ্ছে, গ্রাম-শহর সর্বত্র উৎসব আর প্রতিবাদ হাতে হাত মিলিয়ে চলবে।' জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম মুখ কিঞ্জল নন্দ কুমার বলেন, 'সাধারণ মানুষ পাশে না দাঁড়ালে, সাহায্য না করলে এই আন্দোলন হত না।'

শীঘ্রই সংস্কার তৃণমূলে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ অক্টোবর : লক্ষ্য ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। এখন থেকেই সংগঠনের নীচুতলায় বড় ধরনের সংস্কার আনতে চলেছে তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনে যেসব শহর এবং ব্লকে ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, সেখানকার স্থানীয় নেতাদের লোকসভা নির্বাচনে আগ্রহ কেমন ছিল, তা নিয়ে রিপোর্ট তৃণমূল ভবনে জমা পড়েছে। ওই রিপোর্ট নিয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদফা কথা বলেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। তাতে বেশ কয়েকজন নেতার ভূমিকায় দলীয় নেতৃত্ব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তাই খুব শীঘ্রই দলের ব্লক এবং টাউন সভাপতি পদে বড় ধরনের রদবদল আনা হচ্ছে। একইসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যানকেও। অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে সব নেতার এলাকায় তৃণমূলের ফল খারাপ হয়েছে, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে। কারণ জনভিত্তি না থাকা নেতাদের পদ আঁকড়ে বসে থাকা চলবে না।

উত্তরবঙ্গের ফল নিয়ে অভিষেক তো বটেই, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। উত্তরবঙ্গের জন্য একাধিক প্রকল্প রাজ্য সরকার নেওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র দলীয় নেতাদের সাংগঠনিক ব্যর্থতার কারণে উত্তরবঙ্গের ৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে মাত্র একটি দখল করতে পেরেছে ঘাসফুল শিবির। জনসংযোগের অভাব, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও সরকারি প্রকল্পের প্রচারে দলীয় নেতাদের ব্যর্থতাই এর প্রধান কারণ বলে মনে করছেন ঘাসফুল শিবিরের নেতারা। তাই ব্লক ও টাউন স্তরে নতুন কমিটি গড়ে তোলার আগে একাধিকবার ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ চলছে।

লক্ষ্য বিধানসভা ভোট

অবস্থানে জুনিয়ার ডাক্তাররা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

ঘরের উমাকে ছেড়ে এলেন বাবা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২ অক্টোবর : বুধবার থেকে শুরু হয়ে গেল দেবীপক্ষ। এদিন থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীর দেখা মিলতে শুরু করেছে। আর কয়েকদিন পরেই উমার ঘরে ফেরার আনন্দে উৎসবে মাতবে বাঙালি। এদিকে, এদিনই নিজের পরিচয় গোপন রেখে ঘরের উমাকে ‘রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চা’ বলে পরিচয় দিয়ে চাইল্ড হেল্পলাইনের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন খোদ বাবা।

প্রথমে চাইল্ড হেল্পলাইনের আধিকারিকরা কিছুই বুঝতে পারেননি। সেই ব্যক্তি দপ্তরে শিশুকন্যাকে পৌঁছে দিয়ে, তার পরিবারের খোঁজ পেতে আবার চাইল্ড হেল্পলাইনের কর্তাদের সঙ্গে থানায় গিয়ে অভিযোগও দায়ের করে আসেন। জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেই ব্যক্তি জানান, শিশুটিকে তিনি চেনেন না। রাস্তায় শিশুটি তাঁর পিছু নেয়। বাচ্চাটির নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই নাকি তিনি তাকে প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে চান বলে জানান।

কী ঘটেছে? বছর চারেকের সেই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে এদিন দুপুরে ডুয়ার্সকন্যায় হাজির হন সেই ব্যক্তি। তাঁর কথাবার্তা শুনে চাইল্ড হেল্পলাইনের কর্তারা প্রথমে একটুও সন্দেহ করেননি।

তাঁরা বরং শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্য সেই ব্যক্তিকে সাধুবাদও জানান। তারপর শিশুটিকে হোমে রাখার তোড়জোড় শুরু হয়। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। তবে কিছুক্ষণ পরে একজন মহিলা এসে ওই শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবি করেন। তখনই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

চাইল্ড হেল্পলাইন কাউন্সেলার অসীম দাস বলেন, ‘জনৈক ব্যক্তি যে ওই শিশুটির বাবা তা প্রথমে কেউ বুঝতে পারিনি। বিষয়টি জানতে পেরে অবাক হয়ে যাই।’

ফেরার পালা

- শিশুটিকে হোমে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
- তাই মা চাইলেও তাকে এদিন বাড়ি ফেরানো যায়নি
- মঙ্গলবার তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে
- সেইসঙ্গে হবে কাউন্সেলিং
- তারপর শিশুকে মায়ের কাছে পাঠানো হবে

সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু শিশুটির কাউন্সেলিং ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘নিয়ম নির্দেশিকা মেনে শিশুটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।’

চাইল্ড হেল্পলাইন ও সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন তার বাবা। তারপর আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকা থেকে টোটোয় চেপে ডুয়ার্সকন্যা পৌঁছান। সেখানে শিশুটিকে জমা করে দেন।

বলেন, শিশুটি কেন পিছু নিয়েছে, তা জানেন না। শিশুর বাড়ির কাউকেও তিনি চেনেন না।

শিশুটির নাম-ঠিকানা জানার চেষ্টা করা হয়। সে সাদরিভাষী। অল্পবিস্তর বাংলা বোঝে। তবে বাবা পাশে থাকতেও সে কেন বাবার পরিচয় বলেনি, সেকথা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। তার কাছে একটি চিরকুটে একটি ফোন নম্বর পাওয়া যায়। সেই ফোন নম্বর আলিপুরদুয়ার শহরের একটি ক্লাবের এক সদস্যের।

ক্লাবের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ উপলক্ষ্যে এই ধরনের চিরকুট শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিলি করা হয়েছিল।

তারপর সেই ক্লাবের সহায়তায় মাইকিং করে শিশুটির মায়ের খোঁজ মেলে।

সেই মহিলা ডুয়ার্সকন্যায় গিয়ে ওই শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবি করেন। তাঁর কথায়, ‘স্বামী ভাড়াটিয়ার ব্যবসা করে। বেড়াতে যাওয়ার নাম করে মেয়েকে নিয়ে বের হয়েছিল। বাড়িতে গিয়ে জানায়, মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে।’ কেন স্বামী এমন করল, ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না সেই মহিলাও।

বেহাল পথে পুজো, পর্যটনে অশনিসংকেত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : ৯৫ বছর পর স্থান পরিবর্তন। কালিম্পং মিলনি ক্লাবের পুজো এবার হচ্ছে টাউন হলের পরিবর্তে কিছুটা দূরে শ্যামাদেবী ভবনে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল থাকায় শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পংয়ে বাঁশ-ত্রিপল নিয়ে যেতে রাজি হননি ডেকোরেটরের শিল্পীরা, জানালেন পুজো কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবারই ভার্চুয়ালি এই পুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিলিগুড়ির ডেকোরেটার শিল্পীরা যদি কালিম্পং পাহাড়ে উঠতে না চান, তবে বেহাল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে কীভাবে উঠবেন পর্যটকরা? এই প্রশ্নই এখন ধাক্কা খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। মঙ্গলবার থেকে রাস্তাটি সচল হলেও একাধিক জায়গায় ধসের চিহ্ন, এবড়োখেবড়ো রাস্তা এবং তার জেরে যানজট লেগে থাকায় ভরসা পাচ্ছে না পর্যটন মহল। ভারী বর্ষণের সম্ভাবনায় পর্যটন ব্যবসায়ীদের ভীতিটা আরও বাড়ছে। বুধবারই আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি কালিম্পংয়েও টানা তিনদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। দুই পাহাড়েই দু-একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি যত হবে, ততই বেহাল হবে সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। তাই কালিম্পংয়ের পুজো-পর্যটন নিয়ে আশঙ্কাটা বেশি।

পুজোর দিনগুলিতে পর্যটকদের ভিড় জমাট বাঁধলেও কার্যত মহালয়ার দিন থেকেই পাহাড়ি পর্যটনের ঢাকে কাঠি পড়ে যায়। বুধবার কালিম্পং শহরে কিছু বাঙালি মুখও দেখা গিয়েছে। কিন্তু অতীতের চেনা ছবিটা নেই। পুজোর দিনে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়েও রয়েছে পর্যটন মহল। দেখা যাবে না বলে নিশ্চিত কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ। তাঁর কথায়, ‘এবার হোটেল বুকিংয়ের হার দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তেমন ভিড় হবে না। দিনের পর দিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক খারাপ থাকাতেই এই অবস্থা। তাছাড়া প্যাকেজ ট্যুর থেকে এখন কালিম্পংকে বাদ দিয়ে পেলিংকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ফ্লাইং ট্যুরিস্টদের ওপরই নির্ভর করছে পুজোর পর্যটন।’

বুকিং না করেও প্রতিবছর প্রচুর পর্যটক কালিম্পংয়ে বেড়াতে আসেন। কিন্তু দিনের পর দিন জাতীয় সড়কটি খারাপ থাকায় যেভাবে নেতিবাচক প্রচার চলছে, তাতে ফ্লাইং ট্যুরিস্ট পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় তিস্তা-রঙ্গিত ট্যাক্সি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুরজ ছেত্রী। তিনি বলছেন, ‘এখন সমাজমাধ্যমের যুগ। যেভাবে সমাজমাধ্যমে রাস্তা এবং পাহাড়ের অবস্থা ভালো নয় বলে প্রচার চলছে, তাতে বেড়াতে আসতে অনেকেই ভয় পাবেন।’ তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে। কিছু পর্যটক পাওয়া যাবে বলে সুরজ আশাবাদী।

তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ কিছুদিন ধরেই সমাজমাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। কারও প্রশ্ন, ‘পরিবার নিয়ে যেতে চাই। যাওয়াটা কি ঠিক হবে?’ ‘পাহাড়ে গিয়ে আটকে পড়ব না তো’, এমন আশঙ্কাও রয়েছে পর্যটকদের মনে। এধরনের প্রশ্ন মূলত সিকিম এবং কালিম্পং নিয়ে। যার মূলে রয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা এবং ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

যত সমস্যা বেহাল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে।

ফের অবস্থানে জুনিয়ার ডাক্তাররা

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : ফের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তার ও পড়ুয়ারা। বুধবার সকাল থেকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা। অন্যদিকে, আরজি করে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনে দোষীদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তির দাবিতে বুধবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মশাল মিছিল করেন প্রতিবাদীরা। মিছিলটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে।

আরজি কর কাণ্ডের ঘটনার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও আন্দোলন শুরু হয়। পড়ুয়া ও জুনিয়ার ডাক্তাররা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের পাশে দাঁড়ান সিনিয়ার ডাক্তাররাও। মাঝে কয়েকদিন অবস্থান বিক্ষোভ বন্ধ ছিল। কিন্তু বুধবার থেকে ফের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলেন তাঁরা। অনির্দিষ্টকালের জন্যে এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে বলে আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জখম

রাজগঞ্জ, ২ অক্টোবর : ফের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন এক তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম তরুণের নাম বিশু দাস (২৫)।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রাজগঞ্জ বাবুপাড়ার সঞ্জীব মোদক বলেন, ‘বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে ছটফট করছিল বিশু। তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়।’ সঞ্জীব আরও জানান, একটি গাছের ডাল ভেঙে বিদ্যুতের তারে পড়েছিল। সেটি সরাতে বিশু বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠেছিলেন। কিন্তু টেকনিকাল বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিদ্যুৎকর্মী চন্দন রায়কে জানানো হয়।

বিশু অস্থায়ী বা স্থায়ী কর্মী নন বলে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

ভুয়ো নামের

প্রথম পাতার পর

বিস্তারিত তথ্য সহ দুই শতাধিক ব্যক্তির দীর্ঘ তালিকা রয়েছে।

সেই তালিকায় নাম থাকা রাজাডাঙার এক বাসিন্দার কথা, ‘আবাসের তালিকায় নাম ওঠার পর দালালদের পরামর্শে পুরসভা এলাকায় রেলের জমিতে একটা বাড়ি করেছিলাম। দালালরাই জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। ওরা আধার কার্ডের ফোটোকপি এবং কিছু কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এক টাকাও পাইনি। কিছুদিন আগে শুনলাম আমার টাকা নাকি তোলা হয়ে গিয়েছে। পুরসভায় গিয়েছিলাম। কেউ আর পাত্তা দিচ্ছে না।’ তবে দুর্নীতির কথা মানতে রাজি হননি স্বপন। তাঁর বক্তব্য, ‘এত বাড়িঘর তৈরি করতে গিয়ে ভুলত্রুটি হতে পারে। তবে তছরুপ হয়নি। অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি করেছেন। সেখানকার ঠিকানায় আধার কার্ড তৈরি করেছেন। প্রত্যেকের বাড়ি রয়েছে পুরসভা এলাকায়।’

পুর দুর্নীতি কাণ্ডে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। মাল থানায় কর্মরত ওই সিভিক ভলান্টিয়ার এলাকায় ডন নামে পরিচিত। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে অভিযোগ জমা হয়েছে পুর দপ্তরে। এর আগেও কয়েকজন পুরকর্মীর সঙ্গে মিলে মাল বাটাইগোল হাটের বরাতপ্রাপ্ত ইজারাদার আরমান হোসেনকে সরকারি মাশুল আদায়ে বাধা দেওয়া, প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই ডনের বিরুদ্ধে। পুলিশে লিখিত অভিযোগও জমা হয়েছিল। কিন্তু প্রভাবশালীদের হাত মাথার উপর থাকায় কিছুই হয়নি বলেই অভিযোগ।

স্বপনের ডান হাত হিসাবে বিশ্বজিৎ সর্বত্র ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়ায় বলেও অভিযোগ উঠেছে। পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বজিতের মা রেণুবালা বিশ্বাস মারা যাওয়ার পর নিয়ম ভেঙে রেণুবালার নামে আবাস যোজনার টাকা তোলা হয়েছে বলেই অভিযোগ।

আরও নাম আছে। দেবজিৎ বিশ্বাস, অভিজিৎ বিশ্বাস, অনীতা বিশ্বাস, সত্যজিৎ বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস- উপভোক্তার তালিকায় থাকা এই পাঁচজনকে নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। প্রত্যেকেই ময়নাগুড়ির ভোটপট্টির বাসিন্দা। প্রত্যেকের নামেই আবাস যোজনার টাকা তোলা হয়েছে। পুর দপ্তরে জমা পড়া অভিযোগ অনুযায়ী পাঁচজনই ডনের আত্মীয়। বিশ্বজিৎ বলছেন, ‘যথাযথ জায়গায় যা বলার বলব। আগে আমি পুরসভায় কাজ করতাম। তাই সিভিকের ডিউটি করার পর বাকি সময়টা পুরসভায় থাকি।’

অন্যরকম উৎসব এল এই বাংলায়

প্রথম পাতার পর

দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা হলে হয়তো জল এতদূর গড়াত না। বাস্তবে ওই খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজন সিভিক ভলান্টিয়ার এবং একজন পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার হয়েছেন। ওই মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিবিআই তদন্তভার নিলেও মামলাটির কিনারা করতে পারেনি। ওই ঘটনার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থায় উঠে আসা দুর্নীতির তদন্তও করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

বাংলার ঘরে ঘরে বিশেষ কিছু প্রশ্ন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন, হাসপাতালের ভিতরে মহিলা চিকিৎসককে কারা নৃশংস অত্যাচার করল? কারা তাঁকে খুন করল? কীভাবে খুন করা হল? ঘটনার পর থেকে উঠে আসা বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, এই নৃশংস ঘটনা একজনের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। এটা নিঃসন্দেহে সম্মিলিত অপরাধ। অন্তত চার-পাঁচজন মিলিতভাবে এই অপরাধ সংগঠিত করেছে।

কিন্তু দেশের তাবড় গোয়েন্দা সংস্থা এখনও ঘটনার কিনারা করতে না পারায় সংশয় জাগছে, কোথাও কি সদিচ্ছার অভাব আছে? কোথাও কি কোনও সমঝোতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে? প্রশ্নগুলি শুধু আমার নয়, সাধারণ মানুষেরও। আরজি করের ঘটনা রাজ্য প্রশাসনকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গত ১৪ বছরের শাসনে প্রথম এতটা বেগ পেতে হল।

এখনও কি স্বস্তিতে রাজ্য প্রশাসন? একেবারেই না। এখনও তরুণী চিকিৎসকের হত্যার বিচার না হওয়া, হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের সুরক্ষা আঁটোসাঁটো করতে রাজ্য প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি পালিত না হওয়ায় ফের অনির্দিষ্টকালের আন্দোলন শুরু করেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। অর্থাৎ বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে, পুজোর মধ্যেও রাজ্যজুড়ে আন্দোলন, প্রতিবাদের রেশ থাকবে।

মণ্ডপে মণ্ডপে যদি আরজি কর নিয়ে স্লোগান ওঠে, পুজোর মধ্যেও যদি ‘জাস্টিস ফর আরজি কর’ স্লোগান তুলে মশাল হাতে রাত দখলে রাস্তায় নামে সাধারণ মানুষ, তখন কী হবে? কীভাবে সামলাবেন পরিস্থিতি? কলকাতা পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন একটি বড় পুজো কমিটির কর্মকর্তা স্বরূপ বিশ্বাস। তিনি রাজ্যের এক মন্ত্রীর ভাইও বটে। আশঙ্কাটা অমূলক নয়।

দেবীপক্ষের সূচনায় মহালয়ার রাতেও বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমেছেন প্রচুর মানুষ। হয়েছে মশাল মিছিলও। আর এক সপ্তাহের মধ্যে পুজো। কাজেই পুজোতেও আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে মানুষ রাস্তায় নামবে না, মণ্ডপে গিয়ে আরজি কর নিয়ে জাস্টিস চেয়ে স্লোগান তুলবে না, এই নিশ্চয়তা কে দেবে?

বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ, আন্দোলন নিশ্চয়ই হোক। তবে হাসপাতালে এসে মানুষ যেন সঠিক চিকিৎসা পায়। বিনা চিকিৎসায় যেন কাউকে জীবন হারাতে না হয়। সেটাও নিশ্চিত হোক। উৎসবের দিনগুলিতে শান্তি বিরাজ করুক সর্বত্র। দুগ্গা দুগ্গা...।

নিয়ম ভেঙে

প্রথম পাতার পর

ওই বৈঠকগুলি থেকেই তালিকা বানিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ছাত্র সংগঠন এবিভিপি’র নেতারা। নিয়োগের বিরোধিতা করে এর আগে ক্যাম্পাসে আন্দোলন করেছিল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। এদিন রণজিতের বক্তব্য, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে যদি নিয়োগ হয়ে থাকে তাহলে কিছু বলার নেই।’ দু’দিন আগেও যে রণজিৎ নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন হঠাৎ করে কেন তিনি উলটো সুরে গাইছেন, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কোনও সমঝোতার ভিত্তিতেই শিক্ষাবন্ধু সমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক অবস্থান বদলেছেন কি না তা নিয়েও শুরু হয়েছে চর্চা। ২৪ সেপ্টেম্বর রেজিস্ট্রার বদল নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের চিঠি পৌঁছেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর থেকেই বদলি, নিয়োগ, ছুটি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছেন দেবাশিস। দায়িত্ব বদলের চিঠি পাওয়ার পর নীতিগতভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় বলেই মত শিক্ষকদের। তার উপর কর্তব্যের শেষবেলায় নিয়োগ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। নিয়োগ বাতিল না করা হলে পুজোর আগেই দেবাশিসের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন শিক্ষকদের একাংশ।

চাঁদার জুলুম

প্রথম পাতার পর

ওঁরা এত দিতে পারবেন না। পুজো কমিটিগুলি ব্যবসায়ী সমিতির থেকে একবারে চাঁদা নিয়ে নিলে বেশি ভালো হয়।’ শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ী সংগঠন ঠিক করেছে, আগামী ৬ তারিখ হিন্দি হাইস্কুলের মাঠ থেকে তারা শহরের বিভিন্ন ক্লাবকে চাঁদা দেবে। তার মধ্যে হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি, হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতো বেশ কয়েকটি বড় সংগঠনও রয়েছে। হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সনৎ ভৌমিক বলছেন, ‘আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের আমরা কার্ড দিয়ে দিই। যাঁদের কাছে কার্ড থাকবে, তাঁদের থেকে কেউ চাঁদা নেবে না।’ কিন্তু তারপরও কিছু ক্লাব সাধারণ ব্যবসায়ীদের জোরজবরদস্তি করছে বলে অভিযোগ। সেই কারণে প্রশাসনিক নজরদারির দাবিও উঠতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বলছেন, ‘আমার কাছে এরকম কোনও অভিযোগ নেই। অভিযোগ পেলে অবশ্যই বিষয়টি দেখব। তবে শিলিগুড়িতে এরকম জুলুম হয় না।’

গান্ধি জয়ন্তী

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২ অক্টোবর : বুধবার বিভিন্ন জায়গায় গান্ধি জয়ন্তী পালন করা হল। আঠারোখাইয়ের তরাই আশ্রয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে এদিন মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি হেমন্ত সিনহা জানান, মাটিগাড়া চা বাগানের ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষকে নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়েছে।

নকশালবাড়ি-২ ব্লক তৃণমূলের তরফে লোয়ার বাগডোগরায় দলীয় কার্যালয়ে গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন মনোজ চক্রবর্তী, প্রশান্ত দত্ত, বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ। অন্যদিকে, গোয়ালপোখর-১ ব্লকে একইভাবে গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এদিন বাপুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল এবং বিডিও কৌশিক মল্লিক।

কিশনগঞ্জে রমজান নদীর তীরে গান্ধিঘাটে বুধবার বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে গান্ধি জয়ন্তী পালন করা হল।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন প্রণব-অধীর

বাগডোগরা, ২ অক্টোবর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের রবীন্দ্রনাথ দে ও মোহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন প্রণব দাস-অধীর শাসমল। ফাইনালে তাঁরা ১৪৮ পয়েন্টে সঞ্জয় দাস-মানিক সরকারকে হারিয়েছেন। তৃতীয় হয়েছেন মৃগাঙ্ক রায়-রঞ্জন সরকার। মঙ্গলবার ফাইনালে উঠেছিলেন প্রণব-অধীর। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তাঁরা ৬৭৬ পয়েন্টে মৃগাঙ্ক-রঞ্জনের বিরুদ্ধে জয় পান।

সেরা শিলিগুড়ি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের এসপি রায় ট্রফি আন্তঃকলেজ টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ি কলেজ। দলে ছিলেন মনোরূপ ঘোষ, বিনীত প্রধান, সপ্তার্শ্ব চক্রবর্তী ও সৌমিক বসাক। ফাইনালে তারা ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়কে। রানার্স দলে ছিলেন রোমিও মাহাতো, রৌনক তিওয়ারি, অর্ণব থাপা ও শিবম শর্মা। পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বিনীত। ফাইনালে তিনি ৪-১ গেমে সুমিত ঘোষকে হারিয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন পল্লবী রায়। ফাইনালে তিনি একই ব্যবধানে জিতেছেন সায়োনিশা চাকীর বিরুদ্ধে। পুরস্কার তুলে দেন ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন সিংহ, সহকারী অধ্যাপক সুমন দাস, পীযূষকান্তি বর্মন, অরিন্দম ঘোষ প্রমুখ।

ত্রিমুকুট শ্রেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার অধীনে কালিম্পং জেলা টেবিল টেনিস সংস্থা আয়োজিত স্টেজ টু প্রতিযোগিতায় ত্রিমুকুট জিতল বিবেকানন্দ ক্লাব ও তিস্তা তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির শ্রেয়া ধর। সে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৫, ১৭ ও ১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে রানার্স হয়েছে দয়িতা রায়।

পুজোয় পরিবার থেকে দূরেই মৌনীরা

কোচবিহার, ২ অক্টোবর : কারও পুজো কাটবে মুম্বইয়ে। আবার কারও কলকাতায়। কেউ পুজোর দিনগুলিতে নিজের সিনেমার প্রচার নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আবার কেউ জমিয়ে ধুনুচি নাচবেন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজোয়। কোচবিহারের সেলেব্রিটিদের আপাতত এটাই রুটিন। অভিনেত্রী মৌনী রায় থেকে সুরাইয়া পারভিন, সোহিনী গুহ রায়দের পুজো কাটছে পরিবার থেকে দূরেই।

কোচবিহার শহরের ব্যাংচাতরা রোডে নিজেদের আদি বাড়ি বলিউড অভিনেত্রী মৌনীর। আপাতত কাজের চাপে কখনও মুম্বই তো কখনও বা বিদেশে দিন কাটছে। কয়েকমাস আগে কোচবিহারে বেড়াতে এসে মদনমোহনবাড়ি ঘুরে গিয়েছেন। তারপর আর নিজের বাড়িতে আসা হয়নি। এবার পুজোয় তিনি মুম্বইয়ে থাকবেন। আরেক অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় প্রতিবছর তাঁর মুম্বইয়ের বাড়িতে দুর্গাপুজো করেন। সেখানে সপরিবারে আমন্ত্রণ রয়েছে মৌনীদের। স্বামীকে নিয়ে সেখানেই পুজো কাটাবেন মৌনী। অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে শুরু করে দশমীর ধুনুচি নাচ- সবই করবেন বাঙালি রীতি মেনেই। মৌনী জানিয়েছেন, ছোট থেকেই তিনি পুজোতে দারুণ আনন্দ করেন। তাই চূড়ান্ত কর্মব্যস্ততা থাকলেও এখনও পুজোর দিনগুলিতে কাজ সরিয়ে রেখে পুজোয় মেতে ওঠেন। মৌনীর ভাই মুখর রায় বলেছেন, ‘এবার পুজোতে দিদি মুম্বইয়ে থাকবে। আমরা আপাতত কোচবিহারেই রয়েছি। মনে হচ্ছে পুজোতে দিদির সঙ্গে দেখা হবে না।’ মৌনীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব সাজতে পছন্দ করতেন। পুজো মানেই বাঙালি মেয়েদের সাজগোজকে নতুন করে পাওয়া। তাই আর পাঁচটা মেয়ের মতো মৌনীও বছরভর দুর্গাপুজোর জন্য অপেক্ষা করতেন। ছোটবেলায় হাতে মেহেন্দি, শাড়ি পরে সেজেগুজে পাড়ার পুজোয় আড্ডা দিতেন মৌনী। কোচবিহারে তাঁর বাড়ির পাশেই মিতালি সংঘের পুজো হয়। কিছুটা দূরে মৈত্রী সংঘের পুজো। আরেকপাশে গান্ধিনগর লীলাস্মৃতি ভবানী মন্দিরের পুজো।

দুর্ঘটনায় জখম দুই

চাকুলিয়া, ২ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুই বাইক আরোহী। বুধবার চাকুলিয়া থানার শিমুলিয়া রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতরা মির্জাতপুর এলাকায় বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এদিন তাঁরা কানকি থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। শিমুলিয়ার কাছে আসতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লোহার রেলিংয়ে ধাক্কা মারে বাইকটি। ঘটনায় গুরুতর জখম হন বাইকে সওয়ার দুজন। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে।

দুই মেয়ের হাতে পুজো পাচ্ছেন মা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ অক্টোবর : একজন জলপাইগুড়ির নিউটাউনপাড়ার জয়া চক্রবর্তী, অপরজন তাঁর আত্মীয়া শিখা চক্রবর্তী। মা দুর্গা অশুভ শক্তি বিনাশ করেন। নারীদের উত্থানের কাহিনী তাঁর হাতেই। তবে পুজোর ক্ষেত্রে মহিলা পুরোহিতদের দিয়ে পুজোর চল এখনও পরিচিত নয় অতটা। কিন্তু শহরের এই দুই মহিলার হাত ধরে আগামীতে মহিলা পুরোহিতের স্বপ্ন দেখেছেন অনেকেই।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পুজো করা নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকলেও এই দুই নারীর হাত ধরে যে নতুন আরেক অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। জয়া পুজো সামলাবেন শিলিগুড়ির মাতৃকুটিরের পুজোর দায়িত্ব। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির একটি হোমের পুজোর ভার শিখার কাঁধে। পুরুষদের থেকে কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই এই মহিলারা। পরিবার সামলে বারোয়ারি পুজোতেও অনন্যা শিখা-জয়ারা। তবে এই দুই নারীর শুরু দুর্গাপুজো দিয়ে নয়। লক্ষ্মী, সরস্বতীপুজো দিয়েই হাতেখড়ি তাঁদের। তবে তাঁদের করা পুজো কতটা সমাজ মেনে নিচ্ছেন, সেটা নিয়েও যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন তাঁরা।

যেমন শিখার কথায়, ‘বাবার সঙ্গে বিভিন্ন সময় পুজোর আয়োজন করতাম। বাবার দেওয়া মন্ত্র ভাইদের শেখাতাম। চণ্ডীপাঠও করেছি। একদিন এক কাকু আমায় বলেন পুজো করতে। সেই থেকেই শুরু।’

তবে প্রথমে বড় পুজো করার কথা ভাবেননি শিখা। লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজো করতেন। একসময় শহরের এক হোম থেকে দুর্গাপুজো করার ডাক পড়ে। মনে সাহস নিয়ে সেই শুরু। শিখা বলেন, ‘পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেকেই মেনে নিতে পারেন না মহিলাদের করা পুজোকে। সেটা দেখলে খারাপ লাগে। শিলিগুড়ির মাতৃকুটির পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা প্রিয়ংবদা বিশ্বাসের কথায়, আমাদের পুজোর বিশেষত্ব হল সবটাই নারীকেন্দ্রিক। আমরা চাই নারীরা যেমন মহাকাশে বিজ্ঞানচর্চা করছেন, ঠিক তেমনই পুজোর ক্ষেত্রেও পুরুষদের সমান হোক।

এবার দুর্গাপুজোয় পৌরোহিত্য করবেন শিখা চক্রবর্তী ও জয়া চক্রবর্তী।

প্রতিমা ছাড়াই উদ্বোধন

প্রথম পাতার পর

কাজ করার ফাঁকে সেই স্ক্রিনের দিকেই বারবার নজর পড়ছিল মণ্ডপশিল্পীদের। কর্মীদের মধ্যে একজনকে বলতে শোনা গেল, ‘মণ্ডপের উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।’

একই কথা শোনা গেল ভারতনগর তরুণ তীর্থের পুজোমণ্ডপে গিয়েও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তখনও চলছে। মণ্ডপে যাওয়ার রাস্তার দুইপাশে আলোকসজ্জার কাঠামো বসানো হলেও তাতে আলো লাগেনি। ভেতরে যেতেই নজরে পড়ল, স্ক্রিনের সামনে বসে রয়েছেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী।

কয়েক পা দূরে থাকা মণ্ডপের সামনে পালকি তৈরি করছিলেন এক শিল্পী। তাঁর মুখে চওড়া হাসি। বললেন, ‘পুজো তাহলে শুরু হয়েই গেল।’

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছে নবাঙ্কুর সংঘ ও গণেশ ঘোষ কলোনির দুর্গাপুজোরও। কিন্তু দুই মণ্ডপেই প্রতিমা এসে পৌঁছায়নি এদিন। সরকারি নির্দেশ না মেনে উপায় নেই, তাই কার্যত বাধ্য হয়েই উদ্বোধনে সায় দিতে হয়েছে পুজো কমিটিকে।

গণেশ ঘোষ কলোনিতে পুজো উদ্বোধনের আওয়াজ পেয়ে মাঠের বাইরে দিয়েই উঁকি দিয়ে স্ক্রিনে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছিল বছর পনেরোর বিজয় দাস, বছর সতেরোর পবিত্র দাসরা। পুজো তো শুরু হয়ে গেল? প্রশ্ন করতেই একগাল হাসি, ‘এবারে ঘোরার পালা। তবে কেনাকাটাও যে এখনও অনেকটা বাকি রয়েছে।’

শিলিগুড়িতে পুজো মূলত শুরু হয় ষষ্ঠী থেকে। কিন্তু গত কয়েক বছরে প্রশাসনিক আর্জিতে পুজো এগিয়ে এনেছে অনেক ক্লাবই। তৃতীয়া বা চতুর্থীতেই মণ্ডপ উদ্বোধন হওয়ার নজির রয়েছে। এবারে অবশ্য অনেকটা এগিয়ে মহালয়াতেই পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। তবে, আক্ষরিক অর্থে কিন্তু কোথাও এদিন পুজোর ঢাক বাজতে দেখা যায়নি। নিদেনপক্ষে শোনা যায়নি কিশোরকুমারের গলায় অতি পরিচিত সেই পুজোর গানের কলিও।

শহরতলির খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘ ও ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর আনারস ও চা ব্যবসায়ী সমিতির পুজোরও এদিন উদ্বোধন হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে। ওই দুই জায়গাতেও মণ্ডপে ছিল না প্রতিমা। খড়িবাড়ির ওই পুজো কমিটির সম্পাদক ত্রিলোকি জয়সোয়াল বলছেন, ‘বৃষ্টির জন্য প্রতিমা শুকোতে সমস্যা হওয়ায় মণ্ডপে প্রতিমা রাখা হয়নি।’

আরজি কর আবহে পুজো হলেও উৎসব হবে কি হবে না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু কেনাকাটা কিংবা পুজো উদ্বোধনের ছবি সেই সংশয়ে জল ঢেলে দিয়েছে। হায়দরপাড়ার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস যেমন ব্যাখ্যা দিলেন, ‘পুজো পুজোর জায়গায়, প্রতিবাদের জায়গায় প্রতিবাদ। যা ঘটেছে, সেটা তো আমাদের মনে রয়েছে। মন থেকে তো মোছা যাবে না।’

‘আসলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি,’ বলছিলেন দেশবন্ধুরপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়জিৎ রায়। তাঁর কথায়, ‘আসলে মন একদিকে মানতে চাইছে না, অন্যদিকে আবার আমাদের বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, কী যে করব, বুঝে উঠতে পারছি না।’

এদিন সকাল থেকেই শহরের মণ্ডপ পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন শিলিগুড়ির কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং, ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর সহ অন্য পুলিশকর্তারা। সন্ধ্যায় তাঁদের পুজো উদ্বোধনের সময় থাকতে দেখা গিয়েছিল সুব্রত সংঘে। সেখানে ছিলেন জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যরা। পরিদর্শন প্রসঙ্গে পুলিশ কমিশনার বলছিলেন, ‘আসলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক রয়েছে কি না, কী জিনিস দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে, সে বিষয়গুলোই আমরা খতিয়ে দেখেছি।’

তথ্য সহায়তা : কার্তিক দাস (খড়িবাড়ি) ও সৌরভ রায় (ফাঁসিদেওয়া)

বারোয়ারি-বিগ বাজেট একাকার

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে পুজো দেখতে বেরিয়ে সকলেই দেশবন্ধুপাড়ায় যান। শহরের নামকরা বিগ বাজেটের পুজো থেকে শুরু করে, মধ্যম বাজেটের পুজো, মহিলাদের পুজো সবই দেখা যায় এই পাড়ায়। একদিকে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব শহরবাসীর অষ্টমীর সকালে ও নবমীর সন্ধ্যায় পছন্দের আড্ডার জায়গা। অপরদিকে সুব্রত সংঘের পুজোর থিম থেকে শুরু করে মণ্ডপসজ্জা ও মেলায় ঘুরতে ভিড় জমান বহু মানুষ। এরই মাঝে নিজেদের থিম ও প্রতিমায় নজর কাড়তে চেষ্টার ত্রুটি করে না হিমাচল সংঘ, নবোদয়, চিত্তরঞ্জন অ্যাথলেটিকও। মহিলা পরিচালিত পুজো রয়েছে 'অপরাজিতা' সহ আরও অনেক পুজো।

সারাবছর পুজোর অপেক্ষায় থাকেন শহরবাসী। আর শহরবাসীকে কী বিশেষ পুজো উপহার দেবে তা নিয়ে চিন্তায় থাকে শহরের অন্যতম দুটি বিগ বাজেটের পুজো সুব্রত সংঘ ও দাদাভাই। পাশাপাশি এই দুটি ক্লাবের মধ্যে চলে থিম, প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার লড়াই। তবে সাধারণ মানুষের যে বিরাট উচ্ছ্বাস দেখা যায় এই পুজো দুটিকে কেন্দ্র করে তা পুজোর সময় ওখানে গেলেই বোঝা যায়। এবছর পুজোর আড্ডা দাদাভাইতেই জমবে বলে জানাচ্ছিলেন সুমিত সরকার, প্রবণ সাহা, অভিলাষরা।

পুজো উদ্যোক্তা বাবুল পাল চৌধুরীর কথায়, 'আমাদের পুজো আমরা বড় আকারেই করার চেষ্টা করি। শুধু আমরাই নয় বহু মানুষের আবেগও জড়িয়ে আছে এই পুজোকে কেন্দ্র করে। পুজোর দিনগুলিতে যুব প্রজন্মকে জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা যায় এখানে।' তুমুল ভিড় দেখা যায় সুব্রত সংঘেও। এই পুজোয় মেলাও বসে। কাজেই মেলা ঘুরতে, মণ্ডপ দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমান। তবে পুজো উদ্যোক্তাদের নিজেদের আড্ডাটা চলে ক্লাবের সামনে। ক্লাবের সামনে বসেই তাঁরা আড্ডা, গল্প ও আনন্দে মেতে ওঠেন।

পাড়ায় যখন থিমে থিমে টক্কর, দর্শক টানতে প্রতিযোগিতা সেই সময়ই বারোয়ারি পুজো হলেও ঘরোয়া পুজোর ছোঁয়া পাওয়া

দেশবন্ধুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপের কাজ চলছে। বুধবার।

যায় নবোদয় সংঘ, চিত্তরঞ্জন অ্যাথলেটিক ক্লাব, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবে। নবোদয়ের এবারের থিম 'আঁধারে আলো'। থিমের পুজো যেমন হচ্ছে তেমনি মহিলাদের একসঙ্গে ফলপ্রসাদ কাটা, ঢাকিদের বাজনার সঙ্গে কচিকাঁচাদের মেতে ওঠা, একসঙ্গে খিচুড়ি ভোগপ্রসাদ খাওয়া সবটাই হয়। পুজো সম্পাদক বিশ্বজিৎ দে'র কথায়, 'আমাদের ক্লাবের পুজো ঠিকই তবে একটা ঘরোয়া আমেজ থাকে। সবাই পুজোর দিনগুলি একসঙ্গে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া ও মায়ের পুজোয় মেতে উঠি।'

ঠিক একইভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বস্ত্রদান সহ নানান আয়োজনের মধ্য দিয়ে পুজোর দিনগুলি কেটে যায় হিমাচল সংঘে। প্রতিবার তাঁদের পুজো দেখতে বহু

আমার পাড়া আমার পুজো

আড্ডা আর মেলা

- শহরের অন্যতম দুটি বিগ বাজেটের পুজো সুব্রত সংঘ ও দাদাভাই
- এই দুটি ক্লাবের মধ্যে চলে থিম, প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জার লড়াই
- পুজোর দিনগুলিতে যুব প্রজন্মকে জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা যায় দাদাভাইয়ের মাঠে
- সুব্রত সংঘের মেলা দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমান

মানুষ ভিড় জমান। থিমের পুজোর সঙ্গে থাকে নানা ধরনের আয়োজন, তাতে এলাকার মানুষের উপস্থিতি আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয়। পলাশ কর্মকারের কথায়, 'পুজোর জন্যই তো সারাবছর অপেক্ষা করি। আমাদের পুজোয় বড়, ছোট সকলে মিলে একত্রে মেতে উঠি।'

দেশবন্ধুপাড়ার মহিলারা একত্রে নিজেদের মধ্যে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছায় শুরু করেন দুর্গাপুজো 'অপরাজিতা'। নিজেদের মধ্যেই নানা আয়োজন ও মায়ের পুজোর মধ্য দিয়েই দিন কেটে যায় পুতুল দেবগুপ্তের। বলছিলেন, 'বাইরে গিয়ে পুজো ঘোরার সুযোগ পাই না। আমরা নিজেদের মধ্যে এত আনন্দ করি, ধুনুচি নাচ, ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করা সবটাই হয়।' বাচ্চাদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই পুজোর আয়োজন করে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব। বিশেষ পুজোর পাশাপাশি এই মণ্ডপে ঢুঁ মারলেই দেখা যাবে আট থেকে আশি সকলেই যেন আড্ডা, গল্পে, খেলায় মেতে উঠেছেন। পুজোর দিনগুলি একদম ছুটির মেজাজে মায়ের আরাধনার মেতে ওঠেন সকলে। বারোয়ারি পুজো থেকে শুরু করে ঘরোয়া পুজো সবেতেই বাজিমাত করে দেশবন্ধুপাড়া।

চুরির অভিযোগে ধৃত স্বামী-স্ত্রী

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : ছোট থেকে মাসির বাড়িতেই বড় হয়েছে প্রিয়াংকা ঘোষ। মাসিই তার বিয়ে দিয়েছিলেন অজয় দাসের সঙ্গে। অথচ সেই মাসির বাড়ি থেকে টাকা চুরি করল স্বামী-স্ত্রী। দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। গতমাসের ২২ তারিখ মাসির গান্ধিনগরের বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকা চুরি হয়। থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই প্রিয়াংকাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে তাকে তিনদিনের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে চুরির বিষয়টি স্বীকার করে ওই তরুণী।

ফিল্ম ফেস্ট শুরু

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : বাংলা, তেলুগু, তামিল, মারাঠি, মালয়ালম, অসমিয়া সহ বেশ কয়েকটি ভাষায় শর্ট ফিল্ম এবং তথ্যচিত্র দেখা যাবে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি আয়োজিত ফিল্ম ফেস্টিভালে। বুধবার কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রিভিউ থিয়েটারে এই ফেস্টিভালের উদ্বোধন হয়। শহরের সিনেমাপ্রেমীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পরিচালক অনিলকুমার আনন্দ। তাঁর পরিচালিত শর্ট ফিল্ম 'মক্কার' দেখানো হয়েছে এদিন। সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ জানিয়েছেন, এদিন ছয়টি শর্ট ফিল্ম এবং দুটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়েছে। আগামী ৫ অক্টোবর সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে।

পত্রিকা প্রকাশিত

ইসলামপুর, ২ অক্টোবর : বুধবার মহালয়ার দিন দাগ পত্রিকার পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আরজি করের নির্যাতিতার বিচার এই সংখ্যার মূল বিষয়বস্তু বলে জানিয়েছেন পত্রিকার সম্পাদক মনোনীতা চক্রবর্তী। তিনি জানান, দেবীর পুজোয় ১০৮টি পদ্মের কথা মাথায় রেখে ১০৮টি লেখা দিয়ে এই সংখ্যা সাজানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, উত্তরবঙ্গের ডাকঘর নিয়ে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার কাজও প্রায় শেষের পথে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : মঙ্গলবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বিকি রায়। তিনি গুরুংবস্তির বাসিন্দা ছিলেন। বিকি চম্পাসারি থেকে চেকপোস্টের দিকে স্কুটারে চেপে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পিছন দিক থেকে একটি গাড়ি তাঁকে ওভারটেক করায় স্কুটারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। রাস্তার ধারে চলছিল নির্মাণকাজ। সেখানে একটি গর্তের ভেতর স্কুটার সমেত পড়ে যান।

গান্ধি স্মরণ

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বুধবার মহাত্মা গান্ধির জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হল। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। সেইসঙ্গে এদিন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের তরফেও দলীয় কার্যালয়ে দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক জীবন মজুমদার।

বসে আঁকো

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : মহালয়া উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর তরফে বুধবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল ১১টা থেকে সম্মিলনী ভবনে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। চারটি বিভাগে ১৮৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। দুর্গাপুজোর শেষে বিজয়া সম্মিলনীতে প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হবে।

দুগ্গা মায়ের ছবি আঁকছে মেয়ে। বুধবার মিত্র সম্মিলনীর বসে আঁকো প্রতিযোগিতায়। ছবি : তপন দাস

তর্পণেও তিলোত্তমা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : মহালয়ায় পিতৃপক্ষের অবসানে সূচনা হয়েছে দেবীপক্ষের। শিউলির গন্ধমাখা ভোরে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করতে অনেকেই পৌঁছে গিয়েছিলেন এয়ারভিউ মোড়ের লালমোহন মৌলিক ঘাটে। সেখানে অনেকে আরজি করের নির্যাতিতার উদ্দেশে তর্পণ নিবেদন করেন। শহরের বাসিন্দা তপন পাইন বললেন, 'আমি ওই চিকিৎসকের আত্মার শান্তির কামনায় তর্পণ করেছি। আমরা সাধারণ মানুষ এভাবেই প্রতিবাদ জানিয়েছি।' একই কথা শোনা গেল সুমিতা দত্তের গলাতেও। পুরোহিত তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তিলোত্তমার উদ্দেশে তর্পণ করবেন না?' কিছুটা আবেগতাড়িত তিনি উত্তর দেন, 'কেন করব না? নিশ্চয়ই করব।' এদিন ঘাটে আসা পুরোহিতদের মুখেও শোনা যায় আরজি কর প্রসঙ্গ। পুরোহিত মোমিন চক্রবর্তী বললেন, 'ভোর থেকে অনেকেই বলেছেন তিলোত্তমার জন্য তর্পণের কথা। সত্যিই তো মেয়েটার আত্মার শান্তি হোক।' উত্তরবঙ্গ পুরোহিত উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'আরজি করের ঘটনায় ধিক্কার জানাচ্ছি। যে কেউ তিলোত্তমার আত্মার শান্তি কামনা করতেই পারেন।'

অন্যদিকে, মহালয়ার ভোরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডে কন্ট্রোল রুম তৈরি করেছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পদস্থ কর্তারা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর সহ অন্য কর্তারা। পুলিশ কমিশনার সহ দুই জোনের ডিসিপিরা নির্দিষ্ট সময় পরপর মহানন্দা ঘাটের খোঁজখবর নিয়েছেন। যানজট যাতে না হয়, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখেছেন। কমিশনার বলেন, 'বৃষ্টি হওয়ায় নদীতে স্রোত বেশি। কারও যাতে সমস্যা না হয়, সেজন্য এদিন সকাল থেকে আমরা উপস্থিত ছিলাম।'

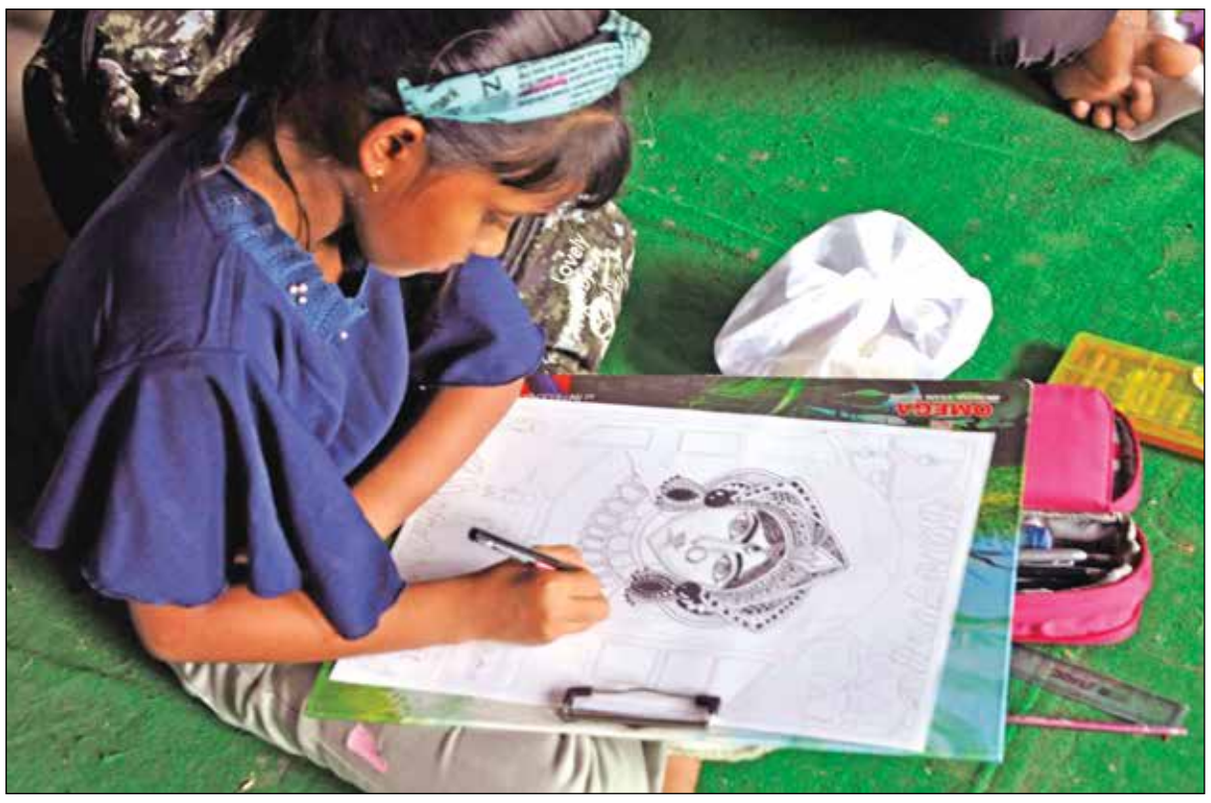

এদিন ভোর থেকে শুরু হয় তর্পণ। তিলোত্তমার আত্মার শান্তি কামনায় যে তাঁরা তর্পণ নিবেদন করবেন, সেটা আগেই ঘোষণা করেছিলেন লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ারের সদস্যরা। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা তর্পণ করতে চলে আসেন।

উৎপল ভট্টাচার্য বলছিলেন, 'তর্পণ চলার সময় একটি মিছিল ঢুকে যায়। ওঁরা অনুরোধ করেন, তিলোত্তার উদ্দেশে তর্পণ করবেন। এরপরই বিষয়টা ছড়িয়ে যায়।'

এব্যাপারে কথা হচ্ছিল সুগন্ধা বিশ্বাসের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'প্রতিবার আমি বাবার উদ্দেশে তর্পণ করি। এবারে তিলোত্তমার জন্যও করলাম।' তিলোত্তমা যেন ন্যায়বিচার পায়, মহালয়ার ভোরে সেই দাবি নিয়ে চর্চা চলল ঘাটের আনাচে-কানাচে। শহরের নাগরিক বিপ্লব দাসকে বলতে শোনা গেল, 'তিলোত্তমা যাতে বিচার পায়, তর্পণের পর সেই প্রার্থনা করেছি।'

সবজির দাম নিয়ে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : সবজির দাম মধ্যবিত্তের নাগালে আনতে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক হল শিলিগুড়ি পুরনিগমে। বুধবার মেয়র গৌতম দেবের সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে বেশ কিছু সবজি, বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন এবং লংকার দাম নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পুজোর সময় যাতে বাজারে সবজির দাম ঠিক থাকে সেই বিষয়ে কথা হয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতে শহরের বিভিন্ন বাজারে টাস্ক ফোর্সের নজর থাকবে। মেয়রের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ির বাজারে সবজির দাম নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। পেঁয়াজ, রসুন সহ বেশ কিছু সবজির দাম বেড়েছে। তা নিয়ন্ত্রণে আনতেই এদিন বৈঠক করা হয়েছে।' মাঝে কয়েকদিন বৃষ্টি হতেই শহরের বিভিন্ন বাজারে সবজির দাম চড়চড়িয়ে বেড়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক, বৃহস্পতিবার থেকেই শহরের সমস্ত বাজারে নজরদারি শুরু করবে টাস্ক ফোর্স।

প্রতি রাতে গণ্ডগোল, দুর্ঘটনা

শহরে মাঝরাতেও অবাধে সিংগিং বার

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : কিছুদিন আগের কথা। রাত ১২টা নাগাদ সেবক রোড দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন এক ভদ্রলোক। হঠাৎ বেসামাল অবস্থায় দুই তরুণ ও এক তরুণীকে নিয়ে একটি মোটর সাইকেল ধাক্কা দেয় ওই ভদ্রলোককে। আচমকা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে গিয়ে নাক, মুখে চোট পান তিনি। মোটর সাইকেলও উলটে গিয়ে পড়ে যায় বাইক আরোহী তিনজনই। তাদেরও অল্পবিস্তর আঘাত লাগলেও কোনওরকমে উঠে মোটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় তিন তরুণ-তরুণীই। ওই ভদ্রলোককে স্থানীয় কয়েকজন প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।

এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। শহরে বার, সিংগিং বারগুলি বেশিরভাগ সেবক রোডের ধারে রয়েছে। তাই এই রাস্তায় প্রতিদিন ঘটছে ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনা। প্রশ্ন উঠেছে, কেন বার, সিংগিং বারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যাচ্ছে না?

কখনও রাজনৈতিক নেতাদের হাত করে, কখনও প্রশাসনের একাংশকে কাজে লাগিয়ে দিব্বি নির্ধারিত সময়ের পরেও শহরের বার, সিংগিং বার চলছে রমরমিয়ে।

অভিযোগ, এই বারগুলিতে প্রায়ই বিভিন্ন অসামাজিক কাজের কারণে মারপিট বেধে যায়। বিশেষ করে যেখানে সিংগিং বার রয়েছে, সেখানেই গণ্ডগোল সামলাতে কিছু সময় নাজেহাল হতে হয় পুলিশকর্মীদের। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, বারে মাঝেমধ্যেই গণ্ডগোল থামাতে কালঘাম ছোটে আমাদের। এদের বেশিরভাগই প্রভাবশালী হওয়ায় তারা ছাড়াও পেয়ে যায় অনায়াসে।

শিলিগুড়ি সিংগিং বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সুবীর দাস বলেন, 'এমনিতে রাত ১২টা পর্যন্ত খোলা রাখার কথা। তবে বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান থাকলে অনুমতি নিয়ে আরও কিছু সময় খোলা রাখা যায়।' কিন্তু প্রশ্ন, তাও নির্ধারিত সময়ের পরেও কেন খোলা রাখা হয় সিংগিং বার? সুবীরের উত্তর, 'আসলে অনেকে ফ্যামিলি নিয়ে আসে তো, তাই একটু দেরি হয়ে যায়। তবে আমরা চেষ্টা করি।'

এরই মধ্যে আসন্ন দুর্গাপুজো নিয়েও বারগুলির ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই কারণে পুলিশের তরফে আগাম বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তাঁর বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট সময়ে যাতে বার বন্ধ করে দেওয়া হয়, তা প্রশাসন দেখবে। তাছাড়া প্রায় সব জায়গাতেই পুজোর সময় সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন থাকবে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা চোখে পড়লে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

কড়া নজরদারি

- দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে শহরে বারগুলির ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে
- নির্দিষ্ট সময়ে বার বন্ধ করতে পুজোয় প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি চলবে
- এবার প্রায় সব জায়গায় পুজোর সময় সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন থাকবে

এদিকে শহরের বারগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। সম্প্রতি শংকর শহরে কতগুলি বার, বার কাম রেস্তোরাঁ, সিংগিং বার ও ফরেন লিকার শপ রয়েছে তা জানতে চেয়ে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেছেন। তাঁর কথায়, 'বার নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরকম অভিযোগ ওঠে। কিন্তু অনেকেই এই বিষয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে। সেই কারণে আমি বার, সিংগিং বারগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানতে চেয়ে আরটিআই করেছি। উত্তর পেলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেব।'

আজ চালু হচ্ছে স্ট্রিট ফুড হাব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : এখনও মেলেনি বিদ্যুৎ সংযোগ, চুক্তিও হয়নি সকলের সঙ্গে। কিন্তু যেনতেনপ্রকারে পুজোর আগেই চালু করতে হবে স্টেশন ফিডার রোডের স্ট্রিট ফুড হাব। তাই তড়িঘড়ি অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে বৃহস্পতিবারই হাবটির উদ্বোধন করছে পুরনিগম। ২০টির মধ্যে কমপক্ষে ১০টি স্টল ওইদিন চালু করে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে।

বুধবার সকালে পারিষদদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বর্তমান কী পরিস্থিতি, কোথাও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না ইত্যাদি খতিয়ে দেখেন তিনি।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, '৩ তারিখ আমরা ফুড স্টলের উদ্বোধন করব। বেশিরভাগ স্টলেরই চুক্তি হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বায়োটয়লেট নিয়ে সমস্যা ছিল। সেগুলি মিটে গিয়েছে।'

এসএফ রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন দাস বলছেন, 'আমাদের দোকানের সামনে বায়োটয়লেট এবং দোকান বসানোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। মেয়রের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, সমস্যার সমাধান করা হবে। তাই আমাদের আর কোনও অভিযোগ নেই।'

সম্প্রতি মেয়র ব্যবসায়ীদের ডেকে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেন। তিনি ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করেন, বায়োটয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হবে। স্টলগুলিও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে থেকেও সরানো হবে। এরপরই পুর আধিকারিকেরা এসে পৌঁছান এলাকায়। তাঁরা এসে বিষয়টি দেখে স্টলগুলি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে থেকে সরিয়ে দেন। সিদ্ধান্ত হয়, বৃহস্পতিবারই ফুড স্ট্রিট হাবের উদ্বোধন হবে। আপাতত অস্থায়ীভাবে স্টলগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হবে। চালু হওয়ার পর পৃথকভাবে মিটার বসিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে।

কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে নালিশ

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : চম্পাসারি মোড়ে বাঁশের গেট বসানো নিয়ে ঝামেলা। সেই ঝামেলার সূত্র ধরে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ই-মেলে অভিযোগ জানাল সব্যসাচী ক্লাব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে। দিলীপ আবার প্রধাননগর থানায় সব্যসাচী ক্লাবের বিরুদ্ধে পুরনিগমের গেট বসাতে বাধা দেওয়ার পালটা অভিযোগ করেছেন।

সব্যসাচী ক্লাবের সম্পাদক মিঠুন দাসের অভিযোগ, 'প্রতিবছর আমরা চম্পাসারি মোড়ের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় গেট বসাই। যদিও এবার সেখানে কাউন্সিলার গেট বসিয়ে দিয়েছেন।' বিষয়টি ক্লাবের তরফে মেয়রকে জানানো হয়েছিল। মেয়র মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। যদিও এরপরেও দিলীপ বর্মন কোনও কথা শোনেননি বলে অভিযোগ ক্লাব কর্তৃপক্ষের। সেখানে গেটের জন্য কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এরপরই ক্লাবের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়। অন্যদিকে কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'শুভেচ্ছাবার্তার ওই গেটে মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ ফেস্টুন টাঙানো হবে। ওদের (ক্লাবের) জন্য কি আমরা তাহলে গেট বসাতে পারব না?'

বাঘা যতীনের দৌড়ে নজর কাড়ল ৮ বছরের খুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি, ২ অক্টোবর : রাতভর বৃষ্টির পর বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের মহালয়ার দৌড়ের সাফল্য নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দৌড় শুরুর আগে ভোর সওয়া পাঁচটায় নির্ধারিত থাকা জুম্বা সেশনেই তা অনেকটা কেটে যায়। আর এক হাজার রানারের দৌড়ের ছন্দ যেন শিলিগুড়িতে পুজো উৎসবের সূচনা করে দিল। অনেকেই মোবাইলে মহালয়া শুনতে শুনতে চোখ রেখেছিলেন দৌড়ে। প্রতিযোগী ও দর্শকদের উত্তেজনা বাড়িয়ে দৌড়াতে নেমে পড়েন দুই সেলেব্রিটি অ্যাথলিট হিমাশ্রী রায় ও সিকিমের ম্যারাথন ম্যান বলে পরিচিত অমর সুব্বা। তাঁদের উৎসাহেই সম্ভবত ৮ বছরের রাজীবচন্দ্র রায় ৫ কিলোমিটার দৌড় সম্পূর্ণ করে ফেলে। প্রাণের আনন্দে রাজীবের দৌড় প্রতিযোগিতায় আলাদা মাত্রা দিয়েছিল।

আলাদা করে নজর কেড়েছে অনূর্ধ্ব-৩৫ পুরুষদের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে শীর্ষস্থানের জন্য অভিষেক সেঙ্গর ও পূরণ রাইয়ের টক্কর। শেষপর্যন্ত ০.৩৪ সেকেন্ডে পূরণকে পেছনে ফেলে বাজিমাত অভিষেকের। এই বিভাগে পরবর্তী তিনটি স্থান গিয়েছে ওয়াদজে বিঠাল মাহান, তিলক মণ্ডল ও অজয় ভুজেলের দখলে।

পাঁচ কিলোমিটার রেস সম্পূর্ণ করতে দৌড়োচ্ছে রাজীবচন্দ্র রায়। বুধবার। ছবি : তপন দাস

অনূর্ধ্ব-৩৫ মহিলাদের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম পাঁচে রয়েছেন যথাক্রমে অঞ্জলি কুমার, তামসী সিং, চন্দ্রকলা লুটিয়েল, সঞ্জিতা ওরাওঁ ও সঞ্জনা সুব্বা।

৩৫ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে সেরা তিনে বীরবাহাদুর রাই, সুদীপ প্রধান ও বাসিল কুজুর জায়গা পেয়েছেন।

৩৫ ঊর্ধ্ব মহিলাদের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে সরস্বতী রাই, প্রতিমা টুডু ও সুদীপ্তা শীল প্রথম তিনে রয়েছেন। ৫০ ঊর্ধ্ব পুরুষদের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে সুবর্ণ সুব্বা, রুদ্রেশ্বর ডেকা ও কুশ দেওয়া পেয়েছেন প্রথম তিনটি স্থান। অনূর্ধ্ব-৩৫ পুরুষদের ৫ কিলোমিটার দৌড়ে রমজান আলি, রিওয়াজ ছেত্রী ও পঞ্চেনাম বেরা আছেন সেরা তিনে। একই বয়স সীমার মহিলাদের বিভাগে প্রথম তিনে অনীশা মুন্ডা, অদিতি মণ্ডল ও সাবিনা রাই। ৩৫ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের ৫ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম তিনটি স্থানে রাজকুমার মৌর্য, লালমোহন মাহাতো ও সম্রাট রাই। ৩৫ ঊর্ধ্ব মহিলাদের ৫ কিলোমিটার দৌড়ে সেরা তিন সীমা চক্রবর্তী, এলিনা লেপচা ও মমতা রাই। ৫০ ঊর্ধ্ব মহিলাদের ৫ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম তিনে নামপের লেপচা, কৃষ্ণা তামাং ও সাচিত থাপা। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার তুলে দেন হিমাশ্রী রায়, অমর সুব্বা, মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, বাঘা যতীনের কর্মকর্তা শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ মার্টিন সিনহা প্রমুখ।

গৌড়চণ্ডীপুজোর দায়িত্ব নারীবাহিনীর কাঁধে

পূর্ণেন্দু সরকার

আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্য সহ দেশজুড়ে নারীদের প্রতিবাদের জোয়ার দেখা গিয়েছে। শুধু প্রতিবাদী হিসেবে নয়, মহিলারা একজোট হয়ে অনেক অসাধ্য কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। নারীরা যে অনেক কাজই একজোটে করতে পারেন সেই ধারণা আরও প্রকট হয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে। তাই এবার কোমর বেঁধে নেমেছেন দক্ষিণ বেরুবাড়ির গৌড়চণ্ডীর সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মহিলা সদস্যরা। রায় পরিবারের সদস্যদের থেকে সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এলাকার মহিলারা। এবার ১০৭ বছরে পা দেবে গৌড়চণ্ডী সর্বজনীন দুর্গাপুজো। এতদিন পুজোর কাজে পুরুষরাই প্রাধান্য পেতেন। কিন্তু এবার মহিলারাই পুজোর আয়োজনে এগিয়ে রয়েছেন। পুজো কমিটিতে কোনও পুরুষ সদস্যকে রাখা হয়নি।

গৌড়চণ্ডী এলাকার জমিদার বাড়ির সদস্য অসরাম রায় ওই পুজো শুরু করেন। ওই পরিবারের সদস্য ছত্রপতি রায় আজও নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো করেন। গোড়ার দিকে বনেদি রায়বাড়ির পুজো হিসেবে শুরু হলেও পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় তা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। প্রায় ৩০-৩৫ বছর আগে ওই এলাকার বুড়িতোর্ষা নদীতে শিবচণ্ডীর মূর্তি পাওয়া যায়। সেসময় শাল গাছ বিক্রি করে ওই মন্দির তৈরি করে শিবচণ্ডী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওই মন্দিরের পাশে মণ্ডপ বানিয়ে এখন দুর্গা প্রতিমা পুজো করা হয়। ছত্রপতি জানান, প্রথম পুরোহিত ছিলেন নিদাম গোঁসাই। সর্বজনীন হয়ে উঠলেও আজও দুর্গাপুজো পরিবারের বয়স্ক সদস্যের নামে উৎসর্গ করা হয়।

আরজি করের মহিলা চিকিৎসক খুনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান পুজো কমিটির সদস্য নমিতা রায়। এতদিন নেপথ্যে সব দায়িত্ব সামলে নিজেদের কাঁধে ভার নিয়ে তাঁরাও খুশি। তিনি বললেন, ‘এত দশক ধরে কেবল পুরুষরা পুজোর দায়িত্ব সামলেছেন। কেন মহিলারা সব কাজ করতে পারবে না। পাড়ার সব মহিলাদের জেদেই আমরা সমবেতভাবে পুজোর দায়িত্ব নিয়েছি।’ প্রতিবছর দলবেঁধে চাঁদা তোলেন মহিলা সদস্যরা। ওই পুজো কমিটির যুগ্ম সভাপতি মমতা বাড়ইয়ের কথায়, ‘এবারই প্রথম মহিলাদের মাধ্যমে গৌড়চণ্ডী শিবচণ্ডী সর্বজনীন দুর্গাপুজো করা হচ্ছে।’

দক্ষিণ বেরুবাড়ির গৌড়চণ্ডীর এই মন্দিরেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছেন মহিলারা।

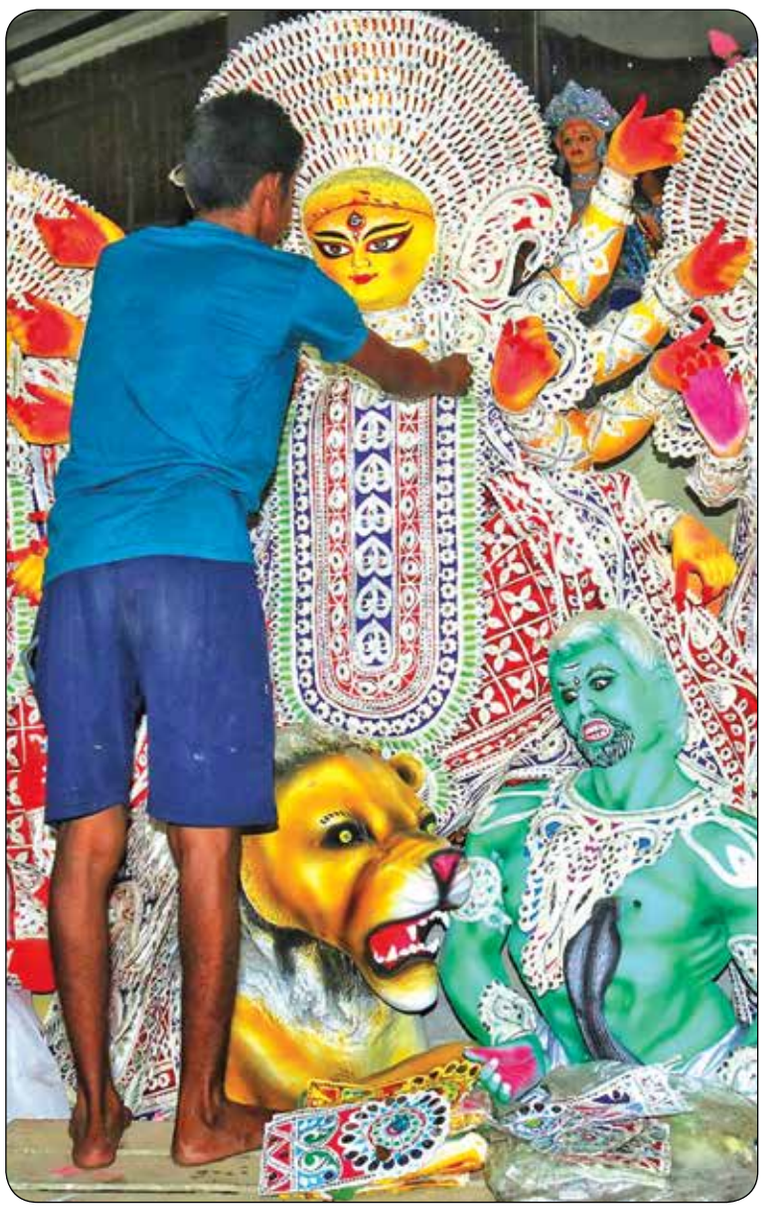

শোলার গয়নায় সাজানো হচ্ছে প্রতিমা। কোচবিহারের কুমোরটুলিতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ধর্মসভার পুজো মূল ভিত্তি নিয়মনিষ্ঠা

শিবশংকর সূত্রধর

আড়ম্বর নয় বরং নিয়মনিষ্ঠাই এখানে পুজোর মূল সম্পদ।

চারদিকে বিভিন্ন জায়গার পুজোর আয়োজনে যেখানে আড়ম্বরই প্রাধান্য পায়, সেখানে কোচবিহারের ধর্মসভার পুজোর মূল বৈশিষ্ট্য নিয়মনিষ্ঠা। হাতেগোনা যে কয়েক জায়গায় এখনও পুজোয় রীতিনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম এই ধর্মসভার পুজো। শাস্ত্র মেনেই এই পুজোর প্রতিটি রীতি পালন করা হয়। প্রতিপদ থেকে বিসর্জন, প্রতিটি প্রক্রিয়া পুরাণবিধির বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিবছরের মতো এবছরও এখানে দুর্গার নয়টি রূপের পুজো করা হবে। এছাড়াও মহালয়ার ভোরে পিতৃতর্পণ হবে। ১৪৩ বছরের এই পুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সাজোসাজো রব ধর্মসভায়।

কোচবিহারের ধর্মসভার পুজোর নিয়মকানুন অনেকটাই আলাদা। সচেতনভাবেই এখানকার পুজো উদ্যোক্তারা অন্য পুজোর সঙ্গে টেক্কা দেন না। কে কত বড় আয়োজন করল সেই প্রতিযোগিতাতেও নামেন না। তাঁদের পুজোর মূলমন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করা। আয়োজকরা জানিয়েছেন, মহালয়ার ভোরে সাগরদিঘিতে পিতৃতর্পণ হবে। পিতৃতর্পণের সময় সাধারণ মানুষ সেখানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাবেন। এরপর প্রতিপদে হরিশপাল চৌপথি সংলগ্ন স্থায়ী মন্দিরে পুজো শুরু হবে। ধর্মসভায় একে একে দুর্গার নয়টি রূপের অর্থাৎ প্রতিপদে শৈলপুত্রী, দ্বিতীয়ায় দেবী ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয়ায় চন্দ্রঘণ্টা, চতুর্থীতে দেবী কুষ্মান্ডা, পঞ্চমীতে স্কন্দমাতা, ষষ্ঠীতে দেবী কাত্যায়নী, সপ্তমীতে কালরাত্রি, অষ্টমীতে মহাগৌরী ও নবমীতে সিদ্ধিদাত্রীর পুজো হবে। দশমীতে ব্রতের পালন ও দেবীর বিসর্জন হবে। এছাড়াও অষ্টমীতে কুমারী ও সন্ধিপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। নবদ্বীপ থেকে সৌরভ মুখোপাধ্যায় এসে এখানে পুজো করবেন। প্রতিদিনই পুজোর পাশাপাশি ভোগ বিতরণ, আরতি, চণ্ডীপাঠ, ভাগবত পাঠ চলবে। বস্ত্রদান সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিও নেওয়া

হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী রাধানাথের নিত্যপুজো তো রয়েছেই।

ধর্মসভার দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক দিলীপকুমার সাহার কথায়, ‘ইতিমধ্যেই মন্দিরে দুর্গার প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের পুজোয় ভক্তিই একমাত্র সম্পদ। প্রচুর সংখ্যক ভক্তরা পুজোয় ব্রত রাখেন।’ পুজোর অন্যতম কর্মকর্তা প্রবীর দাস বলেছেন, ‘সকলের সহযোগিতা নিয়ে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। জোরকদমে পুজোর প্রস্তুতি চলছে।’

পুজোয় মিশে থাকে আবেগ

শমিদীপ দত্ত

বাজেটের দিক দিয়ে এইসব পুজো হয়তো খুব হাই প্রোফাইল নয়। কিন্তু যুগে যুগে পাড়ার এইসব পুজো অনেক না বলা গল্প বলে যায়। এই পুজোয় আবেগ, ঐক্যের দিক দিয়ে নেই কোনও খামতি। কোথাও পাড়ার সমস্ত শিশুকে একসঙ্গে বসিয়ে অষ্টমীর দিন চলে পুজো। কোথাও আবার প্রথা রয়েছে একসঙ্গে ঢাকের তালে জল নিতে যাওয়ার। এছাড়া পাত পেড়ে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া তো রয়েছেই। মহিলা শক্তি সংগঠনের পুজো হোক, কিংবা প্রধাননগর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পুজো, শিলিগুড়ি শহরের এইসব পাড়ার পুজোয় অনেকটা আবেগ জড়িয়ে রয়েছে।

মহানন্দাপাড়ার আমরা ক’জন দুর্গাপুজো কমিটির এবছর ২৬তম বছর। শহরের অন্য বড় পুজোর তুলনায় তাদের বাজেট হয়তো খুবই কম। কিন্তু এই পুজোর মূল আকর্ষণ হল পুজোর দিনগুলোতে কমিটির সকলে মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করা। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে রুমা ভট্টাচার্য, মিতা মৈত্র, নুপুর সান্যালদের গলায় ভেসে আসে উত্তেজনা। তাঁদের কথায়, ‘সারাবছর আমরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকলেও আমাদের এই ছোট পুজোই আমাদের পাড়াকে একটা পরিবার হিসেবে মিলিয়ে দেয়। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত আমরা দুপুরে একসঙ্গেই খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়াদাওয়া করি। নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।’

এই মেলবন্ধনের কথাই প্রতিধ্বনিত হল প্রধাননগর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য সুতপা ঠাকুরের গলাতেও। তাঁর কথায়, ‘পুজোর একদিন আমরা শান্তিনিকেতনের মতো এখানে আনন্দমেলার আয়োজন করি। সেখানে আমরা পাড়ার মেয়েরা নিজেরাই স্টল বসাই। যার যেটা ইচ্ছে, সেই স্টলে আমরা রাখি। নিছক আনন্দের জন্যই সবটা করা।’ এছাড়া নবমীতেও সকলে মিলে খিচুড়ি-ভোগ প্রসাদের আয়োজন করেন সুতপারা।

এই একসঙ্গে মিলে ভোগ খাওয়ার কথা বলতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা শক্তি সংগঠনের সদস্য সুপ্রিয়া গোস্বামী, নিতু সিংরা। নিতু বললেন, ‘অষ্টমীর দুপুরে গোটা পাড়ায় ঘুরে খিচুড়ি বিতরণের আনন্দই আলাদা। সেইসঙ্গে পাড়ার শিশুদের পুজো করার মধ্যেও একটা তৃপ্তিলাভ হয়।’ সবমিলিয়ে, বাজেটে ছোট হলেও এই পুজোগুলো থেকে পাওয়া আনন্দ এখানকার বাসিন্দাদের সারাবছরের কাজ করার সম্পদ।

পাশের গ্রামকে দেখে পুজো

সুভাষ বর্মন

একসময় গ্রামে একটাও দুর্গাপুজো হত না। কিন্তু পাশের গ্রামে হত। নিজেদের গ্রামে কালীপুজো হত খুবই জাঁকজমক করে। কিন্তু তাতে কি মন ভরে? তাই বাবুদের হাত ধরে ফালাকাটার রাইচেঙ্গা মৌজার বাবুরহাটে শুরু হল দুর্গাপুজো। এভাবে গত তিন দশক ধরে দুর্গাপুজোর আয়োজন চলছে। বাবুরহাটের মাঝখানে পাকা মন্দিরে পুজো হলেও সামনে প্যান্ডেল করে পুজো করা হয়। পুজো কমিটির প্রতিনিধি তাপস বর্মনের কথায়, ‘পুজোর দিনগুলিতে নানারকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এলাকার শিশু, তরুণ থেকে সবাই আনন্দে মেতে ওঠেন। সবাই অঞ্জলিও দেন। তাই বাবুরহাটের পুজো এখন সর্বজনীন।’

ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের পাশে রাইচেঙ্গায় বাবুরহাটটি অবস্থিত। প্রতি সপ্তাহের রবি এবং বুধবার করে সেখানে সাপ্তাহিক হাট বসে। এলাকার প্রবীণরা জানালেন, এই হাট আরও আগে চরতোর্ষা নদীর চর এলাকায় বসত। পরে বন্যার জন্য ব্যাপক নদীভাঙন হলে রাইচেঙ্গায় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বাঁধ তৈরি হয়। ভেঙে যায় হাট। তারপর ওই বাঁধের পশ্চিমে বর্তমান জায়গায় হাটটি বসে। এই হাট বসানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ছিল। আর তাঁরা সমাজে ‘বাবু’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাই হাটের নাম বাবুরহাট। কিন্তু এই হাটে সেই সময় কোনও দুর্গাপুজো হত না।

অথচ হাটে ছিল মন্দির। কালীপুজোটা ভালোভাবেই হত। এই বাবুরহাট থেকে কয়েক কিমি দক্ষিণে শিয়ালেরহাট রয়েছে। আর ওখানে অনেক আগে থেকে দুর্গাপুজো হত। তাই পাশের হাটে দুর্গাপুজোর বদলে কালীপুজো করতে হবে বলে সমাজের কর্তাদের নির্দেশ ছিল। কিন্তু সমাজের সেই কর্তাদের রাজত্ব যখন চলে যায়, তখন বাবুরহাটের মানুষও নিজের এলাকায় পুজো করার তাগিদ অনুভব করেন। কারণ পুজোর সময় সবাই শিয়ালেরহাটে গিয়ে অঞ্জলি দিতে পারতেন না। রাস্তার পাশে একটা হাটে মন্দির থাকা সত্ত্বেও পুজো হবে না, সেটা যেন স্থানীয়রা মানতে পারছিলেন না। সেখান থেকে পুজো শুরুর ভাবনা। তবে ওই পুজো খুব বেশি পুরোনো নয়। এবার বাবুরহাটের পুজোর ৩৬তম বর্ষ।

তবে নির্মীয়মাণ মহাসড়ক এই পুজোর অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। কমিটির সভাপতি ভবেশ বর্মন বলেন, ‘মহাসড়কের কাজ সেই কবে থেকে বন্ধ। কিন্তু মন্দিরের সামনে বালি, বজরি ফেলে রাখা হয়েছে। এজন্য অনুষ্ঠান চালাতে সমস্যা হয়। পুজোর প্যান্ডেলও সেভাবে তৈরি করতে পারছি না।’

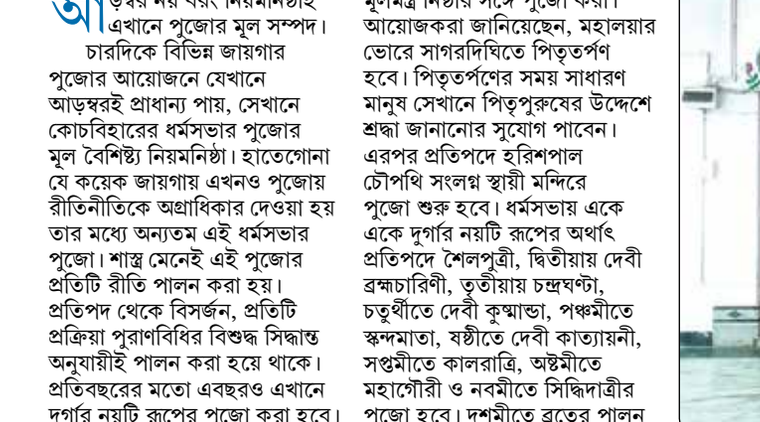

বাবুরহাটের এই মন্দিরে দুর্গাপুজো হয়।

জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়ার বাসিন্দা তৃষা দাশগুপ্ত নতুন নতুন রান্না করে লোকজনকে খাওয়াতে ভালোবাসেন। মা-ঠাকুমার হাতের রান্না ছাড়াও আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও অনেকরকম রান্না শেখা যায়। সেগুলো দেখে দেখেও এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করেন।

চিকেন বৈশাখী

উপকরণ

- মুরগির মাংস
- পেঁয়াজ ভাজা (বেরেস্তা)। বেরেস্তার পেস্ট বানিয়ে এখানে ব্যবহার করতে হবে
- রসুন ও আদা বাটা
- কাজুবাদাম ও কিশমিশ বাটা
- জিরে ও ধনে গুঁড়ো
- টক দই
- টমেটো পেস্ট
- লবণ, হলুদ ও সর্ষের তেল
- গরমমশলা
- কাঁচা লংকা বাটা

প্রণালী

প্রথমে চিকেন ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিতে হবে। এবার কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে তার মধ্যে মুরগির মাংসের টুকরোগুলো কিছুক্ষণ ভেজে তুলে নিতে হবে। এবার ওই তেলে একে একে আদা, রসুন বাটা, কাঁচা লংকা বাটা, টমেটো পেস্ট, জিরে, ধনে গুঁড়ো, লবণ, হলুদ, বেরেস্তা বাটা দিয়ে কষাতে হবে। একটু কষে গেলে ভেজে রাখা মাংস, সামান্য টক দই, কাজু, কিশমিশ বাটা দিয়ে ভালো করে সময় নিয়ে কষাতে হবে, যতক্ষণ না মাংস থেকে পুরো তেল ছেড়ে যায়। শেষে পরিমাণমতো গরম জল দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে গরমমশলা দিয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের চিকেন বৈশাখী।

আইপিএল নিলাম হয়তো রিয়াধে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ অক্টোবর : পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সূচনায় ভারতের মাটিতে ক্রিকেটপক্ষও জমে উঠেছে।

২০২৫ সালের আইপিএলে মোট কতজন ক্রিকেটারকে রিটেইন করতে পারবে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছয়জনকে রিটেইন করার ঘোষণার পর সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলই তাদের সেরা ছয়ের তালিকা তৈরিতে ব্যস্ত এখন।

পাশাপাশি বিসিসিআই ডুবে রয়েছে আগামীর পালাবদলের কক্ষপথে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হিসেবে সামনে আসছে দুইটি দিক। এক, বর্তমান সচিব জয় শা ১ ডিসেম্বর আইসিসি-র শীর্ষপদের দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাঁর শূন্যস্থানে বসবেন কে? বোর্ডের নতুন সচিব কে হবেন? দুই, আগামী আইপিএলের মেগা নিলাম কোথায় হবে। ভারতের মাটিতে যে ২০২৫ সালের

আশিস শেলার

লক্ষ্যে আইপিএলের মেগা নিলাম হচ্ছে না, বিদেশের মাটিতে হবে সেই নিলাম- উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই প্রতিবেদন আগেই প্রকাশিত হয়েছে। আজ জানা গিয়েছে, বড় অঘটন না হলে আইপিএল নিলাম হতে চলেছে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে। সেখানকার ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিসিসিআই-কে আইপিএল নিলাম রিয়াধে করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করার পথে বোর্ড। দুপুরের দিকে দিল্লি থেকে বোর্ডের এক প্রভাবশালী

বোর্ড সচিবের দৌড়ে আশিস শেলার

কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'দিন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে রিয়াধে আইপিএল নিলাম আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত। একান্তই রিয়াধে না হলে তখন দুবাই তো রয়েইছে।' আইপিএল নিলামের বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা প্রবল হওয়ার পাশে বোর্ডের নতুন সচিব নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। শুরু হয়ে গিয়েছে, বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাব খাটানোও। সেই দলেরই বেশ কয়েকজনের নাম ঘুরছে আগামীর সম্ভাব্য বোর্ড সচিব হিসেবে। অনিল প্যাটেল, রোহন জেটলিদের পাশে আজ নয়া বোর্ড সচিবের দৌড়ে প্রবলভাবে সামনে এসেছে মুম্বইয়ের আশিস শেলারের নাম। মজার কথা হল, আশিস বর্তমানে বিসিসিআইয়ের কোশাধ্যক্ষ। তিনি সচিব পদে বসলে কোশাধ্যক্ষ পদ তখন ফাঁকা হয়ে যাবে। প্রয়োজন পড়বে নতুন কোশাধ্যক্ষেরও। এমন সম্ভাবনার দিকটিও নজরে রাখছেন জয়রা। কিন্তু আশিসকে সচিব পদে বসানোর চাপও বাড়ছে ক্রমশ।

শেষ পর্যন্ত জয়ের ভোট কে পান, সেটাই দেখার। প্রতিনিয়ত যেভাবে সচিব পদের সমীকরণ বদলে চলেছে, তারপর বলাই যেতে পারে যেই সেই পদে বসুন না কেন, তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে হটসিটে বসতে হবে।

অশ্বীনকে সরিয়ে সিংহাসনে বুমরাহ

দুবাই, ২ অক্টোবর : ঘরোয়া যুদ্ধে জয়ী জসপ্রীত বুমরাহ। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের দ্বৈরথে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে সরিয়ে শীর্ষস্থান দখল করলেন বুমরাহ। গত কয়েক মাস ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। বাংলাদেশ সিরিজের পর প্রকাশিত তালিকায় অশ্বীনকে পিছনে ফেলে সিংহাসনে তারকা স্পিডস্টার।

ব্যাটে-বলে সফল অশ্বীন সিরিজ সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। সিরিজে দুইজনের উইকেট সংখ্যাও ১১। কিন্তু র‍্যাংকিং যুদ্ধে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে অশ্বীনকে (৮৬৯ পয়েন্ট) টেক্কা বুমরাহর (৮৭০)। উন্নতি ঘটেছে সিরিজে বাংলাদেশের সেরা বোলার মেহেদি হাসান মিরাজের। চার ধাপ এগিয়ে অষ্টাদশ স্থানে রয়েছেন। সাকিব আল হাসান সেখানে পাঁচ ধাপ পিছিয়ে ২৮ নম্বরে।

বুমরাহ, অশ্বীনদের ঠিক পিছনে অস্ট্রেলিয়ার জোশ হ্যাজেলউড। চার নম্বরে অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। সেরা দশে তৃতীয় ভারতীয় বোলার রবীন্দ্র জাদেজা (৬)। ভারত-অজি দ্বৈরথে অন্যতম কুশীলব নাথান লায়োন সপ্তম স্থানে। নিউজিল্যান্ড সিরিজে অভাবনীয়

সাফল্যের সুবাদে লায়োনের সঙ্গে যৌথভাবে শ্রীলঙ্কান স্পিনার প্রভাত জয়সূর্য সপ্তম স্থানে আছেন।

ব্যাটিং বিভাগে ভারতীয়দের মধ্যে সবার আগে যশস্বী জয়সওয়াল। জো রুট (৮৯৯), কেন উইলিয়ামসনের (৮২৯) ঠিক পিছনেই তৃতীয় স্থানে আছেন। কানপুরে দুই ইনিংসে যশস্বী করেন ৭২ ও ৫১ রান। যার সুবাদে ৭৯২ পয়েন্ট নিয়ে কেরিয়ারের সর্বোচ্চ তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। বিরাট কোহলি (৬) ও ঋষভ পন্থ (৯)

তিনে যশস্বী

রয়েছেন সেরা দশে। কোহলি ৬ ধাপ উন্নতি করেছেন। কানপুরে রান না পাওয়া ঋষভ ছয় থেকে নয়ে। সেরা দশ থেকে ছিটকে গিয়েছেন রোহিত শর্মা (১৫)।

অলরাউন্ডার বিভাগে প্রথম দুই স্থানে দুই ভারতীয় রবীন্দ্র জাদেজা ও অশ্বীন। অপর স্পিন-অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল আছেন সাতে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিলে শীর্ষে থাকলেও র‍্যাংকিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার (১২৪) ঠিক পিছনে দুই নম্বরে ভারত (১২০)।

বাজবলের মতোই রোহিতদের গামবল

কানপুর টেস্ট দেখে উপলব্ধি ভনের

লন্ডন, ২ অক্টোবর : খোঁচা রয়েছে। শ্রদ্ধাও রয়েছে। আবার আগামীর অশনিসংকেতও দেখতে শুরু করেছেন তিনি।

কানপুরের গ্রিন পার্কে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত টেস্ট জয় এখন ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের সঙ্গে মিল রয়েছে ইংল্যান্ডের বাজবলের। বছর কয়েক আগে ইংল্যান্ড কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। তারপরই বেন স্টোকসের নেতৃত্বে টেস্ট ক্রিকেটে আগ্রাসনের নয়া ইতিহাস লেখা শুরু হয় বিলেতের ক্রিকেটে। যার পোশাকি নাম হয় 'বাজবল'। সেই অনুকরণেই কানপুরে টিম ইন্ডিয়ার আগ্রাসনকে 'গামবল' আখ্যা দিয়েছেন প্রাক্তন

> নিশ্চিতভাবেই কানপুরে স্মরণীয় টেস্ট ম্যাচ দেখলাম আমরা। বাংলাদেশ ২৩৩ রানে ইনিংস শেষের পর ভারতীয় দল যে ভঙ্গিতে ম্যাচের দখল নিল, তা অনেকটা বাজবলের মতোই। আমি ভারতের এমন আগ্রাসী ক্রিকেটকে গামবল বলব।
>
> **মাইকেল ভন**

ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন। এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ভন সমর্থক হিসেবে পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার অ্যাডাম গিলক্রিস্টকেও। ভনের কথায়, 'নিশ্চিতভাবেই কানপুরে স্মরণীয় টেস্ট ম্যাচ দেখলাম আমরা। বাংলাদেশ ২৩৩ রানে ইনিংস শেষের পর ভারতীয় দল যে ভঙ্গিতে ম্যাচের দখল নিল, তা অনেকটা বাজবলের মতোই। আমি ভারতের এমন আগ্রাসী ক্রিকেটকে গামবল বলব।'

কেন গামবল, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভন। বলেছেন, 'ভারতের কোচ গম্ভীর বরাবরই আগ্রাসী মানসিকতার। সঙ্গে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা তো রয়েইছে। ফলে কোচ গম্ভীরেরও এমন স্ট্র্যাটেজির পথে হাঁটতে সুবিধা হয়েছে।' লাল বলের টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার এমন আগ্রাসন আগামীর

টিম ইন্ডিয়ার ছন্দের প্রতিফলন বিরাট কোহলি-গৌতম গম্ভীরের হাসিতে।

জন্য অশনিসংকেত বলেও মনে করছেন ভন। আর কয়েকদিন পরই রোহিতদের অস্ট্রেলিয়া সফর রয়েছে। আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডও রয়েছে। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভন বলেছেন, 'বাকি দলগুলিকে এবার ভারতকে নিয়ে একটু বেশিই ভাবতে হবে।' ভনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন গিলক্রিস্টও। তাঁর কথায়, 'গম্ভীর-রোহিত জমানার এই ভারত টেস্টের আঙিনায় বেশ অপরিচিত। এভাবে সচরাচর টিম ইন্ডিয়াকে টেস্ট খেলতে দেখা যায়নি আগে। ফলে আগামীর লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া ও অন্য দলগুলিকে বেশি সতর্ক থাকতে হবে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের সময়। গামবলের স্বত্বটা কিন্তু গম্ভীর-রোহিত নিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই।'

রোহিতরাই সেরা, বলছেন বাংলাদেশ কোচ

'পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে ভারত'

কানপুর, ২ অক্টোবর : পাকিস্তান আর ভারত এক নয়।

পাকিস্তানের থেকে অনেক অনেক এগিয়ে রোহিত শর্মার এই ভারতীয় দল। টেস্ট সিরিজের পর এমনই উপলব্ধি বাংলাদেশের হেডকোচ চন্দিকা হাথুরুসিংঘের। সাকিব আল হাসানদের শ্রীলঙ্কান

সাকিব আল হাসানদের পারফরমেন্স হতাশ করেছে কোচ চন্দিকা হাথুরুসিংঘেকে।

কোচের মতে, শুধু পাকিস্তান নয়, বাকিদের থেকেও এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। ভারতই সেরা।

কয়েকদিন আগেই পাকিস্তানে গিয়ে বাবর আজমদের হোয়াইটওয়াশ করেছিল বাংলাদেশ। সেখানে ভারতের হাতে নিজেরাই এবার হোয়াইটওয়াশ। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে কানপুরে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে আড়াই দিনের কম সময়ে টেস্ট হার। 'যশবল'-এর সামনে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া। হাথুরুসিংঘেও বলছেন, 'যেভাবে হারতে হয়েছে, তা আমাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। ভারতের এরকম আক্রমণাত্মক মেজাজ আগে দেখিনি। পুরো কৃতিত্বটা রোহিত এবং তাঁর দলকে দেব। যেভাবে মাঠে নেমে ম্যাচ পকেটে পুরেছে, প্রশংসার দাবি রাখে।'

রূঢ় বাস্তব স্বীকার করে হাথুরুসিংঘে জানান, ভারতীয় দল যে দক্ষতা দেখিয়েছে, তার জবাব ছিল না বাংলাদেশ দলের কাছে। এই সিরিজে অত্যন্ত উচ্চমানের দক্ষতার প্রতিফলন ঘটেছে। যার থেকে শিক্ষা নিতে হবে বাংলাদেশ দলকে। ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। আর ভারতের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা সবসময় কঠিনতম কাজ। যে চ্যালেঞ্জ সামলাতে হলে কতটা উন্নতি করতে হবে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল দুই ম্যাচের এই সিরিজ।

বাংলাদেশের ভরাডুবির অন্যতম কারণ ব্যাটিং বিপর্যয়। মোমিনুল হকের মতো বিক্ষিপ্ত কয়েকটা ভালো ইনিংস এলেও দলগত পারফরমেন্স দেখা যায়নি। নাজমুল হোসেন শান্তদের হেডকোচ তা স্বীকারও করে নিচ্ছেন। বলেছেন, 'গত পাকিস্তান সিরিজে কয়েকজন খুব ভালো খেলেছিল। কিন্তু সমস্যা হল দলগতভাবে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যাটিংয়ে সাফল্য আসছে না। এই সিরিজেও ব্যাটিং হতাশ করেছে। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের দক্ষতার কথা বলব। একইসঙ্গে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমাদেরও।'

প্রথম পাঁচে গুকেশ, অর্জুন

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর : দাবা অলিম্পিয়াডে নজরকাড়া পারফরমেন্সের জন্য ফিডের র‍্যাংকিংয়ের প্রথম পাঁচে ঢুকে পড়লেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ এবং অর্জুন এরিগাইসি। অন্যদিকে, জুনিয়ারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠে এলেন গুকেশ (পুরুষ) ও দিব্যা দেশমুখ (মহিলা)।

আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় দাবা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে গুকেশের প্রতিদ্বন্দ্বী চিনের ডিং লিরেন প্রথম কুড়ির থেকে ছিটকে গিয়েছেন। লিরেন দাবা অলিম্পিয়াডে একটিও ম্যাচ জিততে পারেননি। অন্যদিকে গুকেশ, অর্জুন ও দিব্যা প্রত্যেকেই অলিম্পিয়াডে অপরাজিত থেকে ব্যক্তিগত সোনা জিতেছিলেন।

অর্জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানাকে সরিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। গুকেশ রয়েছেন পাঁচ নম্বরে। মহিলাদের মধ্যে প্রথম দশের মধ্যে রয়েছেন ভারতের আরেক দাবাড়ু কোনেরু হাম্পি। তিনি রয়েছেন ছয় নম্বরে। যদিও হাম্পি অলিম্পিয়াডে নামেননি।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের আগে নতুন হেয়ার স্টাইলে হাজির সূর্যকুমার যাদব।

খেলায় আজ

২০১২ : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আয়াখসের বিরুদ্ধে আমস্টারডামে রিয়াল মাদ্রিদের ৪-১ গোলে জয়ের ম্যাচে তিনি এই হ্যাটট্রিকটি করলেন।

সেরা অফবিট খবর

কসাইয়ের মতো খেলা

প্রথম তিনদিনে কানপুর টেস্টে মাত্র ৩৫ ওভার খেলা হয়েছিল। তারপরও দেড় সেশন বাকি থাকতে টেস্ট হেরে বাংলাদেশি এক নেটিজেনের হাহাকার, 'কসাইয়ের মতো টি২০ খেলল ভারত। বাংলাদেশকে ছাতু বানিয়ে কসাইয়ের মতো টি২০ খেলে ফেলেছে ওরা।'

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারতীয়দের মধ্যে টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশিবার ম্যান অফ দ্য সিরিজ কে হয়েছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. আতোয়াঁ গ্রিজম্যান, ২. ২০১২ সালে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, বীণাপানি সরকার হালদার, অরিজিৎ মণ্ডল, সুজন মহন্ত, অমৃত হালদার, স্বর্ণেন্দু, সমরেশ বিশ্বাস, সবুজ উপাধ্যায়, দেবোজিৎ কাঞ্জিলাল, শ্রীদাত্রী সেনগুপ্ত, সৌরকান্তি ঘোষ, চঞ্চল প্রসাদ।

গোড়ালির চোট নিয়ে গুজব ওড়ালেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অক্টোবর : অনুশীলন শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু বুধবার সকাল থেকে হঠাৎই জানা যায়, মহম্মদ সামির গোড়ালি নাকি ফুলে গিয়েছে। যার জন্য ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হতে পারে টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসারের। কিন্তু এদিন রাতের দিকে সামি নিজেই গোড়ালির চোট নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্ত গুজব ওড়ালেন। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'এই ধরনের গুজব কেন তৈরি হচ্ছে? আমি পরিশ্রম করছি। সম্পূর্ণ ফিট হওয়ার চেষ্টা জারি রয়েছে। বিসিসিআই বা আমি কখনোই বলিনি যে, আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছি। জনসাধারণের কাছে অনুরোধ, অসমর্থিত সূত্র থেকে পাওয়া খবরে কান দেবেন না। আর দয়া করে গুজব ছড়াবেন না।'

বাংলার হয়ে সামির অন্তত দুইটি রনজি ম্যাচে খেলার কথা। সামির গোড়ালি ফুলে যাওয়ার খবর সামনে আসতেই বঙ্গ শিবিরে চিন্তা শুরু হয়। কিন্তু এদিন রাতের দিকের সামাজিক মাধ্যমে সামির পোস্ট বাংলার টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দেবে।

বাংলা দলের মতোই সামির

> এই ধরনের গুজব কেন তৈরি হচ্ছে? আমি পরিশ্রম করছি। জনসাধারণের কাছে অনুরোধ, অসমর্থিত সূত্র থেকে পাওয়া খবরে কান দেবেন না। আর দয়া করে গুজব ছড়াবেন না।
>
> **মহম্মদ সামি**

পোস্ট স্বস্তি দেবে রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীরদেরও। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের কয়েকটি ম্যাচে সামিকে খেলানোর পরিকল্পনা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের রয়েছে। তারপরই সতীর্থদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরের বিমানে উঠে পড়বেন সামি। ফলে পরিস্থিতি বদলে গেলে সেটা টিম ইন্ডিয়ার জন্য কখনোই সুখকর হত না। আহমেদাবাদে ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষবার জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন সামি। তারপর থেকেই গোড়ালির চোটের কারণে তিনি ক্রিকেটের বাইরে। মাঝে অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। সামি সময়ের সঙ্গে সুস্থ হচ্ছেন। দিন কয়েক আগে সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে দ্রুত মাঠে ফেরার ব্যাপারে আশার কথাও শুনিয়েছেন তিনি। কিন্তু আচমকাই সামির গোড়ালি ফুলে যাওয়ার খবরে আশঙ্কার মেঘ জমেছিল। অবশেষে সামিই সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটালেন।

এবার পুরোপুরি সামিকে মাঠে পাওয়ার আশায় বঙ্গ শিবির ও টিম ইন্ডিয়া।

নীরজের কোচের দৌড়ে মাকারভ

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর : প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকেই নীরজ চোপড়ার কোচ বদল নিয়ে চর্চা চলছিল। সেই জল্পনাতেই সিলমোহর দিয়েছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। ক্লস বার্তোনিয়েজ ভারতীয় জ্যাভলিন দলের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন কোচ হিসাবে ভাসছে একাধিক নাম। শোনা যাচ্ছে নীরজের কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন অলিম্পিকে পদকজয়ী সের্গেই মাকারভ।

অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের প্রধান রাধাকৃষ্ণ নায়ার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভারতীয় জ্যাভলিন দলের কোচ হিসাবে আমরা মাকারভের নাম বাছাই করেছি। তবে পুরো বিষয়টাই নির্ভর করছে সাইয়ের অনুমোদনের ওপর।' মাকারভ সিডনি ও এথেন্স অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। সোনা জিতেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। ৫১ বছরের রাশিয়ার এই প্রাক্তন অ্যাথলিটই নীরজদের কোচ হওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে আছেন।

ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করতে চান

অবশেষে পাকিস্তানের নেতৃত্ব ছাড়লেন বাবর

লাহোর, ২ অক্টোবর : পাকিস্তান ক্রিকেটে ফের পালাবদল।

সাদা বলের ফরম্যাটে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন বাবর আজম। টি২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর থেকে চাপ বাড়ছিল। ব্যাটে রান না থাকায় ঘরে-বাইরে সমালোচনা, কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় বাবরকে। অবশেষে সেই চাপের মুখে পদত্যাগ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক লম্বা পোস্টে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান বাবর। জানান, অধিনায়কত্ব যেমন সম্মানের, তেমনই বাড়তি চাপও। চাপ সরিয়ে নিজের ব্যাটিংয়ে ফোকাস দিতে চান। লিখেছেন, 'নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি আমি। দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্মানের। কিন্তু সরে দাঁড়ানোর সময় এখন। নিজের ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করতে চাই। উপভোগ করতে চাই ব্যাটিং।'

পাশে থাকার জন্য সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আরও বলেছেন, 'আপনারা যাঁরা আমাকে নিরন্তর সমর্থন জুগিয়েছেন, ভরসা রেখেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের উৎসাহ, সমর্থনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি গর্বিত, সবাই মিলে যে সাফল্য পেয়েছি তা নিয়ে। দলের প্লেয়ার হিসেবে সফলভাবে নিজের ভূমিকা পালন করে যেতে চাই।'

বাবরের পদত্যাগ গ্রহণ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পিসিবি-র তরফে বলা হয়েছে, 'সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে বাবরের প্রতি আস্থা, সমর্থন দুইটিই ছিল বোর্ডের। কিন্তু খেলোয়াড় হিসেবে আরও বেশি করে অবদান রাখতে চাইছে বাবর। যে সিদ্ধান্তকে বোর্ড সম্মান জানায়।' অধিনায়ক বাবরের ভূমিকার কথাও বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে। বলা হয়েছে, 'সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে বাবরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দলকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া, পাক দলের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রশংসার দাবি রাখে। বিশ্বমানের ব্যাটার ও দলের সিনিয়ার সদস্য হিসেবে ওর প্রতি বরাবর সমর্থন থাকবে বোর্ডের।'

২০১৯ সালে প্রথমবার পাক দলের নেতৃত্বভার পান বাবর (টি২০-তে)। পরের বছর ওডিআই এবং টেস্ট নেতৃত্বও। সাফল্য-ব্যর্থতার যে সফরে গতবছর নভেম্বরে প্রথমবার ব্রেক লাগে। বাবরকে সরিয়ে সাদা বলে দায়িত্বে শাহিন শা আফ্রিদি। টেস্টে শান মাসুদ। কয়েক মাস কাটতে না কাটতে শাহিনকে সরিয়ে সাদা বলের নেতৃত্বে ফের বাবর। এবার নিজেই সরে দাঁড়ালেন। বছর ঘুরলেই ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। বাবরের বিকল্প হিসেবে একাধিক নাম ঘুরছে, যার মধ্যে অন্যতম উইকেটকিপার-ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ান।

সরলেন সাউদি, দায়িত্বে ল্যাথাম

ওয়েলিংটন, ২ অক্টোবর : সামনে গুরুত্বপূর্ণ ভারত সফর। ১৬ অক্টোবর তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু বেঙ্গালুরুতে। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যে চ্যালেঞ্জে নামার আগে অধিনায়কত্বে বদল নিউজিল্যান্ড দলে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজে জোড়া ম্যাচে হার, হোয়াইটওয়াশের জের-নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন টিম সাউদি। টিম সাউদির বিকল্প হিসেবে ভারত সফরে

ভারত সফরের আগে নেতৃত্ব বদল নিউজিল্যান্ডের

দায়িত্ব সামলাবেন টম ল্যাথাম। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বুধবার একথা ঘোষণা করা হয়েছে। ভারত সফরেই প্রথমবার অধিনায়ক হিসেবে পূর্ণ দায়িত্বে দেখা যাবে ল্যাথামকে। ২০২২ সালে ডিসেম্বরে কেন উইলিয়ামসনের থেকে টেস্ট নেতৃত্ব পান সাউদি। ১৪টি টেস্টে হারজিতের পাল্লা সমান (৬-৬)। ড্র দুইটি ম্যাচে। সাউদি বলেছেন, 'ব্ল্যাক ক্যাপসদের নেতৃত্ব দেওয়া বিশেষ সম্মান। কেরিয়ারে বরাবরই দলকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, এই সিদ্ধান্তে দল উপকৃত হবে। টমকে (ল্যাথাম) অভিনন্দন। ওর নতুন জার্নিতে আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করতে চাই।'

দ্বিশতরানে বার্তা সরফরাজের

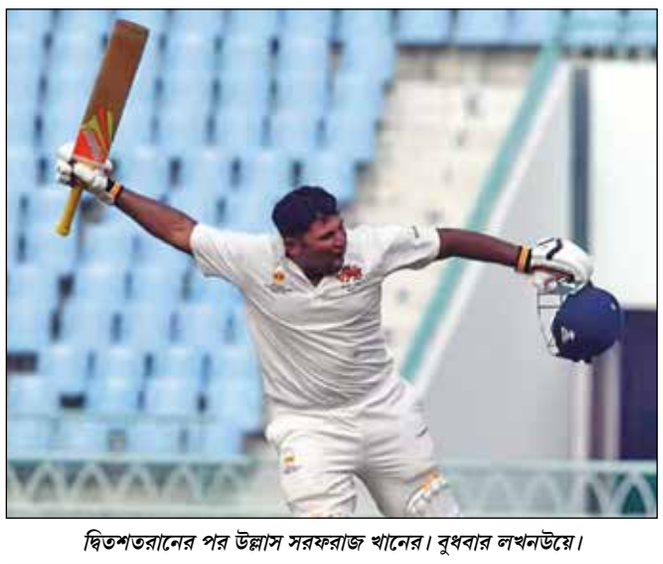

দ্বিতশতরানের পর উল্লাস সরফরাজ খানের। বুধবার লখনউয়ে।

লখনউ, ২ অক্টোবর : বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজে দলে থাকলেও খেলার সুযোগ হয়নি। টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছেন অভিজ্ঞ লোকেশ রাহুল। দ্বিতীয় টেস্ট চলাকালীন ইরানি ট্রফিতে খেলার জন্য ভারতীয় দল থেকে ছেড়েও দেওয়া হয়। আর সেই ইরানিতে দ্বিশতরানের রেকর্ড ইনিংসে নির্বাচকদের পালটা বার্তা দিয়ে রাখলেন সরফরাজ খান।

লখনউয়ের অটলবিহারী বাজপেয়ী স্টেডিয়ামে চলতি ইরানি ট্রফিতে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিশতরান করে অপরাজিত সরফরাজ। ২৭৬ বলের ইনিংসে ২৫টি বাউন্ডারি ও ৪টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২১ করেন। ইরানি ট্রফিতে মুম্বইয়ের ক্রিকেটার হিসেবে যা সবাধিক স্কোর। ভাঙেন পাঁচ দশক পুরোনো রামনাথ পারকারের নজির (১৯৫ রান, ১৯৭২)।

চতুর্থ কনিষ্ঠতম ব্যাটার হিসেবে ইরানিতে দ্বিশতরান করেন সরফরাজ (২৬ বছর ৩৪৬ দিন)। তালিকার শীর্ষে যশস্বী জয়সওয়াল (২১ বছর ৬৩ দিন)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে প্রবীণ আমরে (২২ বছর ৮০ দিন) ও গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (২৫ বছর ২৫৫ দিন)। পা রাখেন শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, শিখর ধাওয়ান, যশস্বীদের এলিট ক্লাবে (ইরানিতে প্রত্যেকের দুইটি করে শতরান)।

সরফরাজের রেকর্ড ইনিংসের সুবাদে রানের পাহাড়ে মুম্বই (৫৩৬/৯)। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে মাত্র তিন রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন। রাহানেকে ফিরিয়ে সরফরাজের সঙ্গে তাঁর ১৩১ রানের

রানের পাহাড়ে মুম্বই

জুটি ভাঙেন যশ দয়াল (৮৯/২)। শামস মুলানিকে (৫) ফেরান মুকেশ কুমার (১০৯/৪)। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দেয় তনুশ কোটিয়ান-সরফরাজ। সপ্তম উইকেটে ১৮৩ রান যোগ করেন। শার্দূল ঠাকুরও ৩৬ রান করেন।

রাহানের পর তনুশ, শার্দূলদের নিয়ে মুম্বইকে কার্যত চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন সরফরাজ খান। অবশিষ্ট একাদশের হয়ে রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, ঈশান কিষান, ধ্রুব জুরেলরা পালটা জবাব কীভাবে দেন, সেটাই দেখার।

নজির ম্যান সিটির, ফাইভস্টার বার্সা

গোলের সেলিব্রেশন রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল একনজরে

বার্সেলোনা	৫-০ ইয়ং বয়েজ
স্লোভান ব্রাতিস্লাভা	০-৪ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
আর্সেনাল	২-০ প্যারিস সাঁ জাঁ
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড	৭-১ সেল্টিক
বেয়ার লেভারকুসেন	১-০ এসি মিলান
ইন্টার মিলান	৪-০ রেড স্টার বেলগ্রেড
পিএসভি	১-১ স্পোর্টিং লিসবন
আরবি লিপজিগ	০-৪ ব্রেস্ট
স্টুটগার্ট	১-১ স্পার্টা প্রাহা

বার্সেলোনা ও লন্ডন, ২ অক্টোবর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের বন্যা। প্রথম ম্যাচ হারলেও মঙ্গলবার রাতে ইয়ং বয়েজকে ঘরের মাঠে ৫ গোলে উড়িয়ে দিল বার্সেলোনা। বড় জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। অন্যদিকে আর্সেনাল ২-০ গোলে প্যারিস সাঁ জাঁ-কে হারাল। সেল্টিককে ৭ গোলের মালা পরাল গতবারের রানার্স বরুসিয়া ডর্টমুন্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেই স্বমহিমায় বার্সা। শুরুটা ভালো হয়নি। হারতে হয় মোনাকোর কাছে। এরপর লা লিগায় ওসাসুনার কাছে ৪ গোল হজম। সবমিলিয়ে বেশ চাপে ছিল কাতালান জায়েন্টরা। ম্যাচের শুরু থেকেই ছোট ছোট পাস খেলে আক্রমণে ঝাঁপিয়েছিল বার্সেলোনা। তারই ফসল ৮ মিনিটে রবার্ট লেওয়ানডস্কির গোল। রাফিনহার সাজিয়ে দেওয়া বল জালে জড়ান পোলিশ তারকা। প্রথম গোলের পর আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে হ্যান্স ফ্লিকের দল। ৩৪ মিনিটে বার্সার হয়ে দ্বিতীয় গোলটি রাফিনহার। মিনিট তিনেকের ব্যবধানে তৃতীয় গোল ইনিগো মার্টিনেজের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের গোল করেন লেওয়ানডস্কি। ৮১ মিনিটে পঞ্চম গোল। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করেন ইয়ং বয়েজের মহম্মদ কামারা। জয়ের পর দল নিয়ে স্বস্তির কথা জানান বার্সা কোচ। ফ্লিক বলেছেন, 'এই তিন পয়েন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম গোলটার পরই আমরা আত্মবিশ্বাস পেয়ে যাই। সেটা কাজে লেগেছে।' একইসঙ্গে নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় ব্যবধানে জয় গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছেন তিনি।

অন্যদিকে, দাপট দেখিয়ে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম জয় পেল ম্যান সিটি। স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে তারা হারাল ৪-০ গোলে। ৮ মিনিটে ইকায় গুন্দোগানের গোলে লিড নেয় আর্তেতার দল প্রথমার্ধে দাপট দেখিয়ে দুইটি গোল তুলে নেয়। আর্সেনালের হয়ে গোল দুইটি করেন কাই হাভার্জ ও বুকায়ো সাকা। দ্বিতীয়ার্ধে লড়াইটা হয় সমানে সমানে। তুলনামূলকভাবে শেষ ৪৫ মিনিট খানিকটা রক্ষণাত্মক ফুটবলই খেলল গানাররা। ম্যাচ শেষে হাভার্জকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন আর্সেনাল কোচ। তাঁকে দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র বলেও উল্লেখ করেছেন আর্তেতা। অন্যদিকে সাকা বলেছেন, 'গত দুইবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেতাব জয়ের একেবারে কাছ থেকে ফিরেছিলাম আমরা। এবার শিরোপা জেতার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।'

পিএসজি-কে হারাল আর্সেনাল

সিটিজেনরা। ১৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ফিল ফোডেনের। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে সিটির হয়ে আরও দুইটি গোল করেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড ও জেমস ম্যাকাটি। এই জয়ের রাতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের একটি রেকর্ডও ছুঁয়েছে সিটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৫টি ম্যাচে টানা অপরাজিত থাকার রেকর্ড ছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টারের দখলে। স্লোভাকিয়ার দলটিকে হারিয়ে ইউনাইটেডের সেই রেকর্ডে ভাগ বসাল সিটিজেনরা।

চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম জয় পেল আর্সেনাল। মিকেল

রক্ষণ সামলাতে বাগানের ভাবনায় নুনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অক্টোবর : নুনো রিজকে নথিভুক্ত করানোর সিদ্ধান্ত সম্ভবত নিতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা সেরকমই সংকেত দিয়েছেন তাদের। সেক্ষেত্রে সম্ভবত বাদ যেতে চলেছেন টম অ্যালড্রেড।

এখন অবশ্য মোহনবাগান কোচ-ফুটবলারদের সামনে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম ডার্বি জয় ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য নেই। দলের মধ্যে চোট-আঘাতের তালিকা ছোট হয়ে এসেছে। এদিন সাহাল আব্দুল সামাদ ছাড়া বাকি সকলেই অনুশীলন করলেন। যদিও প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে চোট পেলেন মনবীর সিং। চোট পাওয়ার পর আর তিনি মাঠে নামেননি। বাকি সময় তাঁকে বরফজলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। ময়দান বন্ধ থাকায় এখন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডেই অনুশীলন করছে মোহনবাগান। এই মুহূর্তে দলের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে ভুলত্রুটি শোধরানোই প্রথম লক্ষ্য কোচের। এদিন অনুশীলনের পর যখন নুনোকে প্রশ্ন করা হয় তিনি মহমেডান ম্যাচে খেলবেন কিনা, তিনি সম্ভাবনা নাকচ না করে বলে যান, 'দেখা যাক।' রক্ষণ সংগঠন ঠিক করার পাশাপাশি এদিন আক্রমণভাগকে নিয়েও আলাদা করে কাজ করতে দেখা যায় তাঁকে। মাঝমাঠ থেকে চকিতে আক্রমণ তুলে এনে অ্যাটাকারদের দিয়ে গোলমুখ খোলানোর চেষ্টাই এদিন করতে দেখা গিয়েছে মোহনবাগানকে। আক্রমণভাগ প্রতিপক্ষের গোলমুখ খুলতে না পারার জন্যই রক্ষণের উপর বাড়তি চাপ পড়ছে। আর সেই জায়গার মেরামতিতেই আপাতত মন দিয়েছেন মোলিনা।

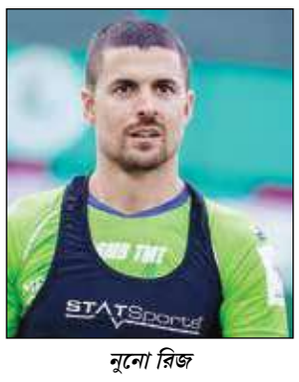

নুনো রিজ

এদিকে, এদিন মাঝরাত থেকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান যুদ্ধঘোষণা এবং নিজেদের সব বিমানবন্দর বন্ধ করায় খানিকটা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে মোহনবাগান। যদিও এএফসি-র এথিকস ও শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি দেখছে গোটা বিষয়টি, তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার একটা জায়গা পেল সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট।

আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে উত্তীর্ণ ডায়মন্ড হারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অক্টোবর : গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি।

বুধবার আই লিগ ৩-এর ম্যাচে নৈহাটি স্টেডিয়ামে কেইনউ লাইব্রেরি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে ২-০ গোলে হারাল কিবু ভিকুনার দল। ডায়মন্ড হারবারের হয়ে ম্যাচের দুই অর্ধে দুটি গোল করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা ও শাইবোরলাং খার্পান। এই জয়ের সুবাদেই ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলা নিশ্চিত করে ফেলল তারা। একইসঙ্গে তারা আদায় করে নিল আই লিগ ৩-এর ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র।

দলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কোচ ভিকুনা। বলেছেন, 'গত মরশুমেই এটা আমাদের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যপূরণ হল এবার। এটা দলগত সাফল্য। শুধু আই লিগ নয়, কলকাতা লিগেও আমরা ভালো জায়গায় রয়েছি। ভালো ফুটবল খেলছি।' এই সাফল্যের পিছনে ফুটবলারদের পাশাপাশি ক্লাব ম্যানেজমেন্টেরও বড় অবদান রয়েছে বলে জানিয়েছেন কিবু।

এদিকে, ৬ অক্টোবর নৈহাটি স্টেডিয়ামে আই লিগ ৩-এর খেতাবি লড়াইয়ে মাঠে নামবে ডায়মন্ড হারবার। তার আগে ৪ তারিখ গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভিকুনার দলের প্রতিপক্ষ কাশ্মীরের ডাউন টাউন হিরোস।

দলের সঙ্গে জামশেদপুর যাচ্ছেন সুস্থ ক্রেসপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অক্টোবর : সমর্থকদের চিন্তামুক্ত করে অনুশীলনে যোগ দিলেন স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ার পর বেশ কয়েকদিন অনুশীলন করেননি তিনি। বুধবার বিকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পুরোদমে অনুশীলন করলেন তিনি। অনুশীলনের শেষে অবশ্য জানিয়ে গেলেন, জামশেদপুর এফসি ম্যাচ খেলার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে জামশেদপুর যাচ্ছেন সাউল।

তবে সাউল ফিরলেও এদিনও অনুশীলনে ছিলেন না দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও মহম্মদ রাকিপ। বাকিরা পুরোদমে অনুশীলন করলেন। তবে অনুশীলন চলাকালীন হালকা চোট পেয়েছেন লেফট ব্যাক হীরা মণ্ডল। অবশ্য চোট তেমন গুরুতর নয় বলেই জানিয়েছেন তিনি।

জামশেদপুরের বিপক্ষে সাউল-মাদিহ তালালকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জ। আপফ্রন্টে বর্ষীয়ান তারকা ক্লেইটন সিলভাই ভরসা তাঁর। ক্লেইটন নিজেও জানিয়েছেন জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে চান। তিনি বলেছেন, 'দলে একটা পরিবর্তন দরকার ছিল। আমরা এখন শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি। জামশেদপুর ম্যাচের দিকেই মনঃসংযোগ করছি। ম্যাচটা জিততে পারলে পরিস্থিতি বদলে যাবে।' দিমির অনুপস্থিতিতে গোলের জন্য তাঁর দিকেই তাকিয়ে লাল-হলুদ জনতা। অবশ্য ক্লেইটন বলেছেন, 'দলে আমি একা নই, নাওরেম মহেশ সিং-নন্দকুমার শেখররাও গোল করার জন্য তৈরি রয়েছে।' এদিন অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন লাল-হলুদ কর্তা দেবব্রত সরকার। অনুশীলন শেষে কোচের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি।

অনুশীলন শুরু করলেন ইস্টবেঙ্গলের সাউল ক্রেসপো।

কাল সকালে কলকাতায় ফ্লোরেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অক্টোবর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যাচের আগেই কলকাতায় চলে আসছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নতুন বিদেশি ফুটবলার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের।

৪ অক্টোবর অর্থাৎ শুক্রবার সকালেই কলকাতায় পা রাখছেন সাদা-কালোর ফরাসি ডিফেন্ডার। স্বাভাবিকভাবেই মিনি ডার্বিতে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। টিম ম্যানেজমেন্টেরও এখনই তাঁকে মাঠে নামিয়ে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। এদিকে ৫ তারিখের পর আইএসএলে কিছুদিনের বিরতি। মহমেডানের পরের ম্যাচ ২০ অক্টোবর। দিন পনেরো সময় পাবেন আন্দ্রেই চেরনিশভ। থিংকট্যাংকের আশা এরই মধ্যে দলের সঙ্গে মানিয়ে নেবেন ওগিয়ের।

এদিকে বুধবার সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে মহমেডানের অনুশীলন করার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে তা বাতিল করা হয়। এদিন টিম হোটেলেই জিম করেন সাদা-কালো ফুটবলাররা। বৃহস্পতিবার দল প্রস্তুতি সারবে বিকেলে।

ডিসেম্বরে হায়দরাবাদে সন্তোষের মূলপর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ অক্টোবর : ডিসেম্বরে হায়দরাবাদের গাচ্চিবাউলি স্টেডিয়ামে হতে চলেছে এবারের সন্তোষ ট্রফির মূলপর্ব। ১৯৬৬-'৬৭ সালে শেষবার নিজামের শহরে হয় এই টুর্নামেন্ট। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল ও গতবারের ফাইনালিস্ট সার্ভিসেস ও গোয়া খেলবে এই ফাইনাল রাউন্ডে। নভেম্বরে হওয়ার কথা এই গ্রুপ পর্যায়ের খেলাগুলো। 'সি' গ্রুপে বাংলার সঙ্গে আছে উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও বিহার। ১৩ অক্টোবর থেকে তিন-চারদিনের ট্রায়াল নেবেন বলে জানালেন সঞ্জয় সেন। তারপর থেকেই তিনি প্রস্তুতি শুরু করিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যেই নিজের পছন্দের একটি তালিকা তিনি আইএফএ-র কাছে দিয়েছেন। রবীন্দ্র সরোবরে অনুশীলন করতে পারে বাংলা দল। আইএফএ-ও গ্রুপ পর্যায়ের খেলা বাংলায় করার জন্য আবেদন করতে চলেছে বলে খবর।

এই দুর্গা পুজোয়
|| এলো শুভ মুহূর্ত ||
হিরো-র সাথে

ক্যাশ ডিসকাউন্ট ₹ 5000# পর্যন্ত | কম ডাউন পেমেন্ট শুরু @ ₹ 1999^ থেকে | সুদের হার 0%^ | ক্যাশব্যাক পান ₹ 5000~ পর্যন্ত

স্ক্যান করে আনলক করুন শুভ মুহূর্তের অফার

Toll Free Number: 1800 266 0018

5 YEAR WARRANTY *Conditions apply

$ADDITIONAL CASH DISCOUNT AVAILABLE ON Flipkart amazon

Special offers for CSD/CPC/Corporate employees. Reach us at: institutionalsales@heromotocorp.com

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. #Offer is for a limited period or till stock lasts.Offer amount may vary for model/variant and states. For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. ~ The 5% cashback upto ₹5000/- is applicable on minimum transaction of ₹40,000, subject to the credit card company's, T&Cs. ^Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. $Flipkart and Amazon offers are subject to the sole discretion & T&Cs of respective organisations.

Authorized Dealers: Kolkata: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, , Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Alipurduar: Dutta Hero. Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur:Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, , Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar:Deep Auto Centre-9800630306, , Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422

FCP.INTERFACE/6878/OCT2024/BEN